গ্রন্থাগার

ত্রৈমাসিক পত্র

'[illegible] বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সংখ্যা'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্মেলন সংখ্যা ১৩৬২ সাল

সম্পাদক

প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ দান। মঞ্চে শ্রীসন্তোষকুমার বসু, শ্রীবিনোদ গোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।
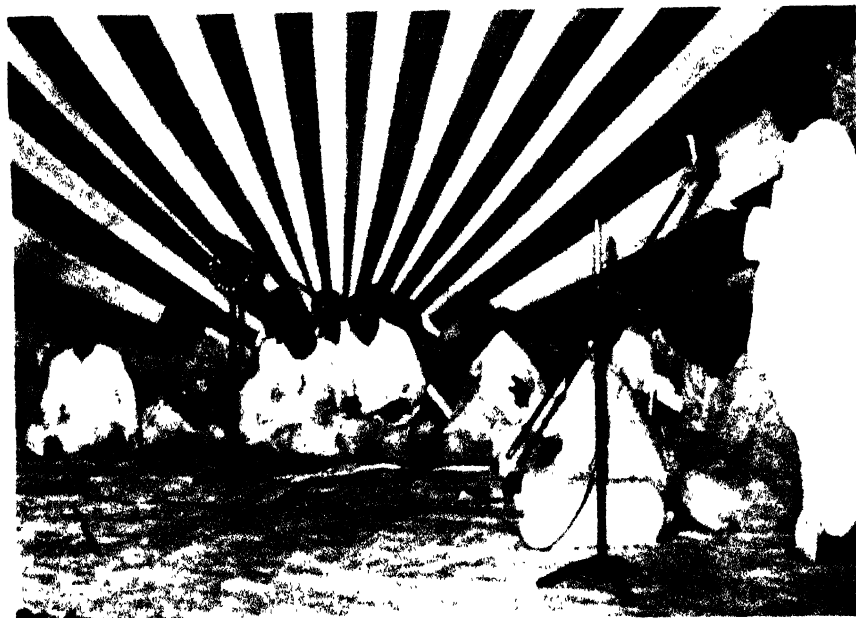
নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

খিদিরপুর।

সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের অধিবেশনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী-সংসদ খিদিরপুর হেমচন্দ্র পাঠাগারের আমন্ত্রণক্রমে 'কবিতীর্থে' নবম বার্ষিক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি অস্থায়ী সম্মেলন-প্রস্তুতি-সংস্থা গঠন করেন। সময়ের স্বল্পতাহেতু পরিষদের কর্মীবৃন্দের মধ্যে সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে গোড়াতে কিছুটা অনিশ্চয়তার ভাব অবশ্যই ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই আশঙ্কা যে বহুলাংশে অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে—সম্মেলনে যোগদানকারী ব্যক্তিমাত্রই একথা সানন্দে স্বীকার করিবেন।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ত্রুটী-মুক্ত ছিল না—একথা খুবই সত্য, এবং একজন্য দায়ীও একমাত্র আমরাই। এই সকল ত্রুটীর জন্য আমরা মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম, তরুণ স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনীর কর্তব্যনিষ্ঠা, খিদিরপুরের অধিবাসীগণের এবং ছোট-বড় বহু প্রতিষ্ঠানের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং সর্বোপরি উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের গভীর আন্তরিকতা আমাদের সাংগঠনিক ত্রুটী-বিচ্যুতি বহুলাংশে ঢাকিয়া দিয়াছে। সম্মেলন যেটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহার পূর্ণ কৃতিত্ব এই সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের। সম্মেলন-প্রস্তুতি-সংস্থার পক্ষ হইতে আমরা ইঁহাদের সকলের উদ্দেশ্যে—আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পশ্চিম বাংলার প্রতিটি গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগারের উন্নতিকামী মানুষের পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের ক্ষেত্র। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ইহার উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক এবং আহ্বায়ক মাত্র। পরিষদের আহ্বানে এ বৎসর ১০৪ জন প্রতিনিধি সাগ্রহে সাড়া দিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার দূর-দূরাঞ্চল হইতে তাঁহারা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। দুই দিনব্যাপী সভায় আগ্রহ এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল-সমস্যাবলী আলোচনা করিয়াছেন এবং এই সকল

আলোচনার ভিত্তিতে সমাপ্তি অধিবেশনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে এই সকল আলোচনা এবং প্রস্তাব-গ্রহণের মূল্য অপরিসীম—একথা অনস্বীকার্য। সম্মেলনের পূর্ণ সার্থকতা এই সকল প্রস্তাবের গুরুত্ব-উপলব্ধি এবং কার্যকরী রূপদানের মধ্যেই নিহিত।

যে-সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের অকৃত্রিম সহযোগিতার ফলে অত্যল্প সময়ের মধ্যেও সম্মেলন উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন সম্ভব হইয়াছে তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদভাজন। আর ধন্যবাদভাজন সেই সকল সংবাদপত্র সংস্থা যাঁহারা ঐকান্তিক আগ্রহে আদ্যন্ত আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা গভীরভাবে ঋণী।

তিনকড়ি দত্ত,
সভাপতি,
সম্মেলন প্রস্তুতি সংস্থা।

সম্মেলনের কার্য্যসূচী

শুক্রবার, ৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫ ইং

সকাল ৮-৩০ মিঃ—৯-৪৫ মিঃ	মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক সম্মেলন উদ্বোধন।
সকাল ১০টা—মধ্যাহ্ন ১২টা	প্রথম কার্যকরী অধিবেশন।
অপরাহ্ণ ২টা—৩-৩০ মিঃ	দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন।
অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিঃ—৫টা	তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশন।
অপরাহ্ণ ৫-৪৫মিঃ	জনসভা।
সন্ধ্যা ৮টা—৯-৩০ মিঃ	চতুর্থ কার্যকরী অধিবেশন।

শনিবার, ৯ই এপ্রিল, ১৯৫৫ ইং

সকাল ৮-৩০ মিঃ	স্থানীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন।
অপরাহ্ণ ৩টা—৫টা	পঞ্চম কার্যকরী অধিবেশন।
অপরাহ্ণ ৫-৩০ মিঃ—৭টা	সমাপ্তি অধিবেশন।
সন্ধ্যা ৭টা—৯টা	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

রবিবার, ১০ই এপ্রিল, ১৯৫৫ ইং

সকাল ৮-৩০মিঃ	শিশু উৎসব।
সন্ধ্যায়	বিচিত্রানুষ্ঠান।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন—সভাপতি—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা দপ্তরের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। মূল প্রবন্ধকার—শ্রীমন্মথনাথ রায়। বিষয়ঃ—সমাজ শিক্ষায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারের ভূমিকা; পশ্চিমবঙ্গে সরকারী-বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়।

দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন—সভাপতি—জাতীয় গ্রন্থাগারিক শ্রীবি, এস, কেশবন। (ক) মূল প্রবন্ধকার—শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়ঃ—গ্রন্থাগার আন্দোলনে কুশলী কর্মীদের স্থান; পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের সমস্যা ও তাহার সমাধান।

(খ) মূল প্রবন্ধকার—ডক্টর এ, কে ওহেদার। বিষয়ঃ—গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিসংখ্যানের স্থান।

তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশন—সভাপতি—অধ্যক্ষ প্রশান্ত কুমার বসু। মূল প্রবন্ধকার—শ্রীরবিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়ঃ—স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার।

চতুর্থ কার্যকরী অধিবেশন—সভাপতি—জাতীয় গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন। মূল প্রবন্ধকার—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়ঃ—পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী ও তাহাদের সমস্যা।

পঞ্চম কার্যকরী অধিবেশন—সভাপতি—স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আলোচনা করেন—শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন বসু। বিষয়ঃ—পাঠকের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার প্রকাশক ও সম্পাদকের দায়িত্ব (আলোচনা)।

সম্মেলনী কথা।

বর্ত্তমান সম্মেলনের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে হেমচন্দ্র পাঠাগার, 'কবিতীর্থ' খিদিরপুরে গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্ সে সময় পরিষদের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং এ বৎসর যখন সম্মেলনের তত্ত্বাবধানের ভার হেমচন্দ্র পাঠাগারের উপর পরিষদ ন্যস্ত করেন তখন পাঠাগার কর্ত্তৃপক্ষের আর আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করে আমরা চিন্তিতও হলাম কিছুটা। শ্রীক্ষিতীশ ঘোষকে অভ্যর্থনা সমিতির সচিব হিসাবে নির্ব্বাচিত ক'রে বিভিন্ন সমিতি, উপসমিতি গঠিত হোল। সমস্ত খিদিরপুরবাসীর সহযোগিতা ভিন্ন এরূপ সম্মেলন যে সাফল্যযুক্ত হতে পারে না তা' অভ্যর্থনা সমিতি অনুভব করেন এবং এই সহযোগিতা লাভের সমস্ত উপায় অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আজ যখন সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে তখন ব'লতে দ্বিধা নাই যে খিদিরপুরবাসীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করতে পারতেন না।

প্রতিনিধিদের থাকবার বন্দোবস্ত হয় খিদিরপুর একাডেমিতে এবং প্রতিনিধিদের খাওয়া থাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন 'আহার ও বাসস্থান' বিভাগের সচিব শ্রীকেদারনাথ বিশ্বাস। প্রচার সংসদের অফিস হেমচন্দ্র পাঠাগারের প্রশস্ত পাঠ কক্ষে স্থাপিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সম্মেলনের বার্ত্তা ব্যাপকভাবে বেতার, সংবাদ পত্র, পুস্তিকা, প্রচার পত্র মারফৎ সারা পশ্চিমবাংলার নিভৃত গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে হবে। সম্মেলনকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলেন স্থানীয় এন. সি. সি দপ্তর ও স্কাউটবৃন্দ। পৌর সভা সাদেক্ মন্ডেল প্রাইমারী স্কুলের প্রাসাদতুল্য বাড়ীটি প্রদর্শনীর জন্য ছেড়ে দিলেন এবং সম্মেলন মণ্ডপ পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত করার ভার নিলেন। সম্মেলনের আতিথ্য স্বীকার করে আসবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও পৌর প্রধানের কাছ থেকে।

সুন্দর সভা মণ্ডপ নির্মিত হল। পত্র-পুষ্প ও মনীষীদের আলেখ্য সজ্জিত মণ্ডপ এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। প্রদর্শনীর ভার ছিল শ্রীসুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। হেমচন্দ্র পাঠাগারের তরফ থেকে যে ষ্টলটি সাজান হয় তার নাম ছিল 'কবিতীর্থ কক্ষ'। বহু পুরাতন পুঁথি, কবি রঙ্গলালের হাতের লেখা, রবীন্দ্র রচনার

প্রথম সংকলন (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহ) প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন স্থানীয় মাইকেল লাইব্রেরী, ইসলামিয়া লাইব্রেরী ও নবীন পাঠাগার। সম্মেলনের দিন প্রতিনিধিদের আগমন বিশেষভাবে ঘটিত হয়। নির্দ্ধারিত সময়ে সম্মেলন-সভাপতি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হন। তারপর আসেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধান চন্দ্র রায়। সঙ্গে স্থানীয় এম, এল, এ শ্রীকালী মুখোপাধ্যায় (ছোট)। পতাকা উত্তোলন করলেন আইন সচিব শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু, প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। তারপর আরম্ভ হোল সম্মেলনের প্রারম্ভিক অধিবেশন শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের উদ্বোধনী বাণী। এরপর চলল একটানা দুই দিন ব্যাপী সম্মেলন যার ধারা বিবরণী বর্তমান সংখ্যায় গ্রথিত হয়েছে। সম্মেলনের শেষ দিনটি ছিল রবিবার ১০ই এপ্রিল ১৯৫৫। দুই দিনের নিরবচ্ছিন্ন আলোচনা শেষ করে প্রতিনিধিরা সেদিন মিলিত হলেন শিশুদের সাথে। শিশুরাই সমস্ত সভার কাজ পরিচালনা করল। মধুস্মৃতি মণিমেলার ছেলে-মেয়েরা কবিগুরুর 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয় করল। সন্ধ্যায় সুরু হ'ল সংগীতের অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এই সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। এছাড়াও সাংস্কৃতিক বিভাগ বিভিন্ন অধিবেশনের প্রারম্ভে হেম-মধু-রঙ্গলালের কবিতাবলী থেকে সুর সংযোগ করে সঙ্গীত পরিবেশন করার আয়োজন করেন এবং সমাপ্তি অধিবেশনের পর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন।

সম্মেলন যাঁদের সহযোগিতায় সাফল্য লাভ করে তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট্টো করবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তাঁদের আমাদের আপনজন বলেই ভেবেছি সুতরাং আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদের কোন প্রশ্ন আসে না।

সেদিন কার্য্যব্যপদেশে গিয়েছিলুম কলেজ ষ্ট্রীটে। অনেকদিন বাদে, একটু রাত্রে, ন'টা সাড়ে ন'টায়। নজর গিয়া আটকাল হঠাৎ একটা দেওয়ালে। বারান্দার নীচে। সম্মেলনের একটি পোষ্টার জল্ জল্ করছে; হাঁ, জল্ জল করছে আজ এতদিন পরেও। থমকে দাঁড়ালুম। আবার সুরু করলাম হাঁটতে, ভাবতে ভাবতে। এই একখানি ছোট পোষ্টারের মাঝে কতদিনের কত কথাই না জড় হয়ে আছে।

রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়,
প্রচার সচিব,
নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৫৫

নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ধারা বিবরণী।

৮ই এপ্রিল ১৯৫৫ বেলা ৮-১৫ মিঃ হেমচন্দ্র পাঠাগার ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। পতাকা উত্তোলনের অব্যবহিত পরেই তিনি সম্মেলন উপলক্ষে যে গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় তাহার উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রী ঘোষ বলেন যে সরকারী গ্রন্থাগার সংগঠন প্রচেষ্টাকে বেসরকারী প্রচেষ্টার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৮-৩০ মিঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধান চন্দ্র রায় সম্মেলন উপলক্ষে নির্মিত এক সুসজ্জিত মণ্ডপের মঞ্চে অবস্থিত দুইটি প্রদীপ জ্বালিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলন উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি প্রথমে সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও মূল সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সেক্সপীয়রের বাণী উল্লেখ করিয়া বলেন যে সেক্সপীয়র এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, "লাইব্রেরী হচ্ছে আমার রাজত্ব, যে রাজত্বে আমার অপ্রতিহত গতি ; যদি কোন লোকের সঙ্গে আমি মিলিত হ'তে চাই, তা'কে নিমন্ত্রণ কর'তে চাই, তা'তে এই লাইব্রেরীই হচ্ছে একমাত্র উপায় ; সেখানে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারে না।" গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি গান্ধীজি ও টলষ্টয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে গ্রন্থাগারকে যদি আলোচনাগার বা জ্ঞানাগার বলা যায় তবেই এর সার্থকতা।

তিনি বলেন যে গ্রন্থাগারে কেবল কত পুস্তক আছে তাহার দ্বারাই কোন গ্রন্থাগারের উপযোগিতা নির্ণয় না করিয়া, গ্রন্থাগারটি জাতীয় জীবনে কতখানি সহায়ক তাহাই দেখিতে হইবে। গভর্ণমেন্ট বহু গ্রন্থাগারকে অর্থ সাহায্য করেন। এই অর্থ সাহায্য প্রকৃতভাবে কতখানি ন্যায় বা অন্যায় হইতেছে সে বিষয়ে যদি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করেন তাহা হইলে যথেষ্ট সুবিধা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই সম্মেলনকে নির্দেশ দিতে হইবে। উপসংহারে তিনি সম্মেলন উদ্বোধন করিবার দায়িত্ব পাওয়ার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আশা করেন এই তিন দিন ব্যাপী সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

ইহার পর শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ব ভারতীর অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে সভাপতির পদে বরণ করেন এবং সমর্থন করেন শ্রীকানাই কুণ্ডু পাল।

মূল সভাপতির আসন গ্রহণের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীকানাই কুণ্ডু পাল তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন (এই অভিভাষণ এই সংখ্যায় অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ "আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (প্রবন্ধটি এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর মূল সভাপতি শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। (অভিভাষণ এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য)

সভাপতির অভিভাষণের পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলন উপলক্ষে প্রেরিত বাণীগুলি পাঠ করেন (অভিনন্দন বাণীগুলি এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত সকলকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এইখানেই উদ্বোধন অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

প্রথম কার্য্যকরী অধিবেশন

সভাপতি :—শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়

বিষয় :—সমাজ শিক্ষায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারের ভূমিকা—পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়

মূল বক্তা :—শ্রীমন্মথ নাথ রায়

উদ্বোধন অধিবেশনের সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই বেলা ১টা ৪০ মিঃ প্রথম কার্যকরী অধিবেশন আরম্ভ হয়। মূল বক্তা শ্রীমন্মথনাথ রায় তাঁহার বক্তব্য একটি প্রবন্ধাকারে পেশ করেন। (প্রবন্ধটি এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য)। অতঃপর বিভিন্ন বক্তা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং এই আলোচনার সারাংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

শ্রীসন্তোষ কুমার বসু গ্রন্থাগার আন্দোলনে খিদিরপুরবাসীর কর্মপ্রচেষ্টার উল্লেখ করেন এবং গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অনটনের কথা ব্যক্ত করেন।

শ্রী বি, এস, কেশবন—গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞান বিস্তারের শক্তি কেন্দ্র। এগুলির সার্থক ব্যবহারই আলোচ্য বিষয়। পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগারকে জনশিক্ষার কাজে লাগাইবার সব প্রচেষ্টা সরকারের বাণীপুর পরিকল্পনায় ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু আমাদের বে-সরকারী যে সমস্ত গ্রন্থাগার রহিয়াছে তাহাদেরও ইহার সাথে যুক্ত করিতে হইবে। কারণ জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রচেষ্টা হইতেছে গ্রন্থাগারের প্রধান সম্পদ। শুধু পরিকল্পনা ও সুসংহত কর্মী দলের দ্বারাই গ্রন্থাগারের সার্থক রূপায়ন সম্ভব। শক্তি কেন্দ্র আমাদের আছে শক্তি সঞ্চারই আমাদের কর্তব্য।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার যদি কর্মীদল গঠন করেন তবে তাঁহারা সরকার, জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের সাহায্যে একাজ করিতে পারেন।

শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়—বক্তব্য প্রবন্ধাকারে পেশ করেন। (ইহা এই সংখ্যায় অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দে (মাইকেল লাইব্রেরী)—সরকারী জনশিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে আমাদের জনশিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশোপযোগী হওয়া উচিত। রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের নিছক অনুকরণে ইহা সম্ভব নয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত—বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিই সমাজ শিক্ষা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র, কারণ সরকারী গ্রন্থাগারের সংখ্যা নগণ্য। বর্তমানে জাতীয় সরকার গ্রন্থাগারগুলিকে প্রত্যক্ষ সাহায্য করিতেছেন। এই সাহায্য পর্য্যাপ্ত হইলে গ্রন্থাগার-গুলি আরও ভাল ভাবে কাজ করিতে পারিবে।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়—জেলা গ্রন্থাগার প্রভৃতি সাম্প্রতিক সরকারী প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে সরকারের প্রচেষ্টা আরও ব্যাপক হওয়া উচিৎ।

শ্রীকুমুদ রঞ্জন সিংহ—সরকারী গ্রন্থাগার বিভাগ স্থাপনের উপর জোর দেন। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে সংযোগের অভাব সম্বন্ধে বক্তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহা ছাড়া সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃত পুস্তকের অভাবও রহিয়াছে। বক্তা গ্রন্থাগার আইন প্রনয়ণের উপরও জোর দেন।

শ্রীঅসিত রঞ্জন ঘোষ—সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টা সম্বন্ধে দুটি দিক রহিয়াছে। যথা, গ্রন্থাগার সংগঠনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও আর্থিক দায়। এই দুই বিষয়ের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা এখনও দেখা যাইতেছে না।

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়—সরকারকে জনসাধারণ হইতে পৃথক বলিয়া কল্পনা করার বিরোধিতা করেন। প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণ ও সরকার অভিন্ন।

শ্রীবিমল কুমার দত্ত—সরকারের স্কুল পরিদর্শকের ন্যায় গ্রন্থাগার পরিদর্শক নিয়োগ করা উচিত এবং এই পরিদর্শক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিবেন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র নন্দী—গ্রামের গ্রন্থাগারগুলিকে উন্নত করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রীউৎপল ঘোষ রায়—শিশু কিশোর পাঠাগার স্থাপনের উপর জোর দেন।

শ্রীঅসীম সান্যাল—গ্রন্থাগার পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত হওয়া উচিত বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি কুশলী গ্রন্থাগারিকের অভাবের কথা বলেন এবং পল্লী অঞ্চলে কুশলী গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনের উল্লেখ করেন। তিনি সরকারকে গ্রন্থাগারগুলিকে বিনা মূল্যে পুস্তক বিতরণ করিতে বলেন।

শ্রীশৈলেন দে—বাজেটের বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের মধ্যে গ্রন্থাগার খাতে কোন ব্যয়ের উল্লেখ থাকে না।

শ্রীমোহিতবিহারী চট্টোপাধ্যায়—তিনি হাওড়া জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে সরকারী ও বে-সরকারী সহযোগিতার বর্ণনা দেন এবং সরকার নিজেদের সরকার বলিয়া তাহার প্রতি বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করার বিরোধিতা করেন।

অতঃপর সভাপতি শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় তাঁহার অধিবেশন সমাপ্তির প্রতিভাষণে বলেন যে, যে দেশের শিক্ষিতের হার ১৭% সে দেশে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য অত্যধিক আগ্রহকে অনেকটা "To put the cart before the horse" এর মত বলিয়া মনে হইতে পারে। বক্তা অতঃপর সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্যদানের বিস্তৃত বিবরণ দেন। তিনি বলেন সরকার শ্রেণী অনুযায়ী গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য ২০০্ হইতে ৬০০্ পর্য্যন্ত সাহায্য করেন। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাকেন্দ্রের ও শিক্ষিতের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ১৯৪৭ সনে যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ছিল ১৯৫৩-৫৪ সনে তাহার সংখ্যা ২৫ লক্ষ হইয়াছে। দেশে সাধারণ পাঠাগারের সংখ্যা ১৫ শত। বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে দেয় সরকারী সাহায্যের পরিমাণ কিভাবে বেড়ে চলেছে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দেন। আর্থিক সাহায্য দিবার ব্যাপারে সরকার তিন পর্য্যায়ে সাহায্য দিয়া থাকেন। যথা (১) এককালীন সাহায্য দান—১৯৪৭ সনে ১৯০টি এবং ১৯৫০-৫১ সনে ৫৩৫টি গ্রন্থাগার এইরূপ সাহায্য লাভ করে, (২) পল্লী পাঠাগারে সাহায্য—১৯৪৭ সনে ১০০টি এবং ১৯৫০-৫১ সনে ৬৩৭টি গ্রন্থাগারকে সাহায্য করা হয়। মোট সাহায্যের পরিমাণ ৮৫ হাজার টাকা। (৩) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপন—বাণীপুর, কালিম্পং ইত্যাদি জায়গায় এইরূপ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সরকার জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনেও অগ্রণী হয়েছেন। পশ্চিম বাংলার ১৪টি জেলার মধ্যে ১০টি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন যে পরিষদ কর্তৃক শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকদের সরকার স্বীকৃতি দিয়াছেন। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলির উদ্যোগী হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি ইউনিয়ন, মহকুমা ও জেলায় গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত সংযুক্ত হইবে।

অতঃপর প্রথম অধিবেশনের আলোচনার ভিত্তিতে কয়েকটি খসড়া সুপারিশ পেশ করা হয়। ইহার পর বেলা ১২টা-৪০ মিঃ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

দ্বিতীয় কার্য্যকরী অধিবেশন

সভাপতি :—শ্রীবি, এস, কেশবন

বিষয় :—(ক) গ্রন্থাগার আন্দোলনে বৃত্তি কুশলীদের স্থান।

(খ) গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিসংখ্যানের স্থান।

মূল বক্তা :—(ক) শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

(খ) ডাঃ এ, কে, ওদেদার

শুক্রবার ৮ই এপ্রিল ১৯৫৫ বেলা ২টা-২০ মিঃ দ্বিতীয় কার্য্যকরী অধিবেশনের আরম্ভ হয় শ্রীবি, এস, কেশবনের সভাপতিত্বে। সভাপতির আহ্বানে মূলবক্তা শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে বৃত্তিকুশলীদের স্থান সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য লিখিত প্রবন্ধাকারে পেশ করেন। (প্রবন্ধটি এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

মূল বক্তার প্রবন্ধ পাঠের পর যে সকল বক্তা বিষয়টির উপর আলোচনা করেন তাঁহাদের মতের সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রীপরমেশ বসু—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষার অপরিহার্য্যতার উল্লেখ করেন ও এই শিক্ষা বাংলা ভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সফলতায় কুশলী কর্মী চাই। কেবল বেতনের দ্বারা কর্মীর মর্য্যাদা দেওয়া যায় না।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়—বৃত্তিকুশলীদের নিঃস্বার্থ হইতে অনুরোধ করেন।

শ্রীঅনন্ত চক্রবর্ত্তী—পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বক্তা বলেন কুশলীদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া দরকার।

শ্রীঅসীম সান্যাল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থায় নয় মাসের যে Diploma দেওয়া হয় তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় Degree Course এর প্রবর্ত্তন করা হউক বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ—শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকগণের একটি তালিকা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রাখা উচিত যাহার ভিত্তিতে পরিষদ বিভিন্ন পদের প্রার্থী সম্বন্ধে পরামর্শ চাওয়া হইলে পরামর্শ দিতে পারেন।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দে—বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলি কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রার্থীদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থায় সুযোগ দেওয়া উচিত।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কার্য্যরত গ্রন্থাগার কর্মীকেই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম সুযোগ দেন।

অতঃপর শ্রীবি এস কেশবন আলোচনার ভিত্তিতে কয়েকটি খসড়া সুপারিশ পেশ করেন এবং তাহা গৃহীত হয়। সুপারিশগুলি সম্মেলনের প্রস্তাবের মধ্যে বিধৃত হইয়াছে এবং এই সংখ্যায় স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় "গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিসংখ্যানের স্থান" সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন মূল আলোচক ডাঃ এ, কে, ওবেদার। তিনি বলেন, "পরিসংখ্যান বলিতে আমরা কি বুঝি? বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে পরিসংখ্যানের স্থান কোথায়? গ্রন্থাগারে কত পুস্তক আছে, কোন প্রকারের পুস্তক কত সংখ্যক আছে বা প্রতিদিন কতজন পাঠক গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করিতে আসেন, পাঠকদের মধ্যে কোন শ্রেণীর পাঠক কত সংখ্যক আসেন ইত্যাদি গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের সাহায্যে জানা যায়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে গ্রন্থাগারে ৫০ হাজার পুস্তক আছে তদপেক্ষা যে গ্রন্থাগারে ১ লক্ষ পুস্তক তাহা সমাজকে এবং জনসাধারণকে বেশী পরিমাণ সেবা করিতে পারে। কোন শ্রেণীর পুস্তক কত সংখ্যক আছে, কোনও এক বিশেষ গ্রন্থাগারে কোন শ্রেণীর পাঠক কত সংখ্যক, পাঠাগারে প্রতিদিন কতজন পড়াশুনা করিতে আসেন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই পরিসংখ্যানের তালিকাভুক্ত।

ছাত্র-ছাত্রীদের পরিসংখ্যানের তালিকা হইতে তাদের রুচি বা চিন্তাধারার গতি নিরূপণ করা হয়। যেমন কোন এক বিশেষ ছাত্র ছয় মাসে বা এক বৎসরে কি ধরণের পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাঁহার পরিসংখ্যান তালিকা হইতে আমরা তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তাধারা বা জ্ঞান বৃদ্ধির গতিপথকে বুঝিতে পারিব।

ইহার পর আলোচনায় যোগদান করেন শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ। তিনি বলেন যে ইহা খুব সহজ কাজ নহে। এ বিষয়ে Indian Statistical Institute, State Statistical Department, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একত্রে সে কাজ করা উচিত। এ বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ আলোচনার জন্য একটি Symposium আহ্বান করা উচিত।

ইহার পর সভাপতি শ্রীকেশবন বিষয়টির উপর খসড়া সুপারিশ পেশ করেন এবং তাহা গৃহীত হয়। সুপারিশগুলি সম্মেলন প্রস্তাবাবলীর মধ্যে দ্রষ্টব্য।

এইখানেই দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

তৃতীয় কার্য্যকরী অধিবেশন

সভাপতি :—অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত কুমার বসু

বিষয় :—স্কুল-কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার

প্রধান বক্তা :—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ই এপ্রিল শুক্রবার ১৯৫৫ বেলা ৪-৩০ মিঃ শ্রীপ্রমীলকুমার বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে তৃতীয় কার্য্যকরী অধিবেশন আরম্ভ হয়। নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা আরম্ভ করেন শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁহার বক্তব্য এক লিখিত প্রবন্ধ মারফৎ পেশ করেন। (প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় অন্যত্র দ্রষ্টব্য)। মূল প্রবন্ধ পাঠের পর বিভিন্ন বক্তা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

শ্রী বি, এস, কেশবন—স্কুলের গ্রন্থাগারের স্থান নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিদ্যালয় গৃহের কেন্দ্রস্থলে গ্রন্থাগারের অবস্থান বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন যে বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক নির্বাচন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব হওয়া উচিত।

শ্রীমতী লীলা ভট্টাচার্য্য—কিশোর পাঠকদের কিরূপ পুস্তক পঠনীয় হওয়া উচিত তাহা তিনি বলেন।

শ্রীউৎপল হোম রায়—বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী হওয়া উচিত।

শ্রীমনোমোহন লাহিড়ী—বর্তমানে বিদ্যালয়ে ভাল গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রেরা বাহিরের গ্রন্থাগারের পুস্তক আনিয়া পাঠ করে। ছাত্রদের গ্রন্থাগারের চাহিদা বিদ্যালয়ের মধ্যেই মিটান দরকার।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র নন্দী—বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিচালনার অব্যবস্থার জন্যই ছাত্ররা ঠিক মত গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে পারে না। বিদ্যালয়ের কার্য্যকাল সময়ের সমস্তক্ষণই গ্রন্থাগার খুলিয়া রাখা উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সমাপ্তি অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রের যাঁহারা চালক তাঁহারা একটু লক্ষ্য রাখিলেই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি হইতে পারে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া গড়িতে হইবে যাহাতে ছাত্রেরা আকৃষ্ট হয়। ছাত্রদের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। দরকার হইলে পুরস্কারের প্রলোভনও দেখাইতে হইবে। একই ধরণের বই একই শ্রেণীর বহু ছাত্রকে পড়াইতে হইবে এবং পরে সহজ প্রশ্নের মাধ্যমে তাহাদের পাঠের পরীক্ষা করিতে হইবে এবং এইরূপ পরীক্ষায় পুরস্কারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এইরূপে ছাত্রদের গ্রন্থাগার অনুরাগী করিতে হইবে।

অতঃপর কয়েকটি সুপারিশ গ্রহণের পর ৫টা ২৫ মিঃ সভার সমাপ্তি ঘটে। সুপারিশগুলি প্রস্তাবাকারে এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

সাধারণ সভা

সভাপতি :— কলিকাতা পৌর সভার প্রধান শ্রীনরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়।

সময় :— সন্ধ্যা ৬টা

৮ই এপ্রিল ১৯৫৫ সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সম্মেলন মণ্ডপে সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন বক্তার ভাষণের সংক্ষিপ্তসার দিয়ে দেওয়া হইল।

শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত :— অর্থ সাহায্য সত্ত্বেও বাংলাদেশে গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তাহার কারণ আমাদের অসহযোগিতা। স্থানীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থের অভাব হইলে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে তাহার অভাব পূরণ করা উচিত। ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির সহায়তায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এগিয়ে আসবেন। এ ছাড়াও পৌর গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা হয়েছে।

শ্রীবি, এস, কেশবন :— কলিকাতা সারা ভারতবর্ষের চিন্তার পথ প্রদর্শক। ভারতের সর্বাপেক্ষা জনবহুল শহর এই কলিকাতা; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কলিকাতায় কোন 'সাধারণ গ্রন্থাগার' নাই। আজ ৫০ বৎসর হইতে লণ্ডনে কেন্দ্রীয় পৌর গ্রন্থাগার রহিয়াছে। বক্তা পুনঃপুনঃ পৌর প্রধানকে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পৌর গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হইতে বলেন। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অনটন আছে, কিন্তু এই অনটন দুই এক বৎসরের মধ্যে দূর হইতে পারে না। সুতরাং কেন্দ্রীয় পৌর গ্রন্থাগার স্থাপনে আর দেরী করা চলিতে পারে না

বক্তা অতি আগ্রহের সহিত পৌর প্রধানকে এইরূপ একটি গ্রন্থাগারের স্থাপনা করিতে বলেন যেখানে শহরের সমস্ত নাগরিক বিনা খরচে গ্রন্থাগারের ব্যবহারের সুযোগ পাইবে।

শ্রীতিনকড়ি দত্ত :— কলিকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলি সুপরিচালিত হইলে কলিকাতায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় :— সুসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার কেবল মাত্র আর্থিক সঙ্গতির উপরই নির্ভর করে না। সহযোগিতা ও সংগঠন গ্রন্থাগার গঠনে অপরিহার্য।

শ্রী পি, সি, মুখোপাধ্যায় :— সুসংবদ্ধ কাজের অভাবই গ্রন্থাগারগুলির দুরবস্থার কারণ।

শ্রীশিবরাম দাস :— পাঠকের অভাবই গ্রন্থাগারের দুরবস্থার কারণ। গ্রন্থাগারের প্রতি এখনও জন সাধারণ যথেষ্ট উদাসীন। গ্রন্থাগারের পুস্তক ঠিকমত পঠিত হয় না। জন সমর্থন ছাড়া পাঠাগারের উন্নতি অসম্ভব।

সভাপতি শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন পৌর প্রতিষ্ঠান শহরের প্রায় সকল গ্রন্থাগারকে অর্থ সাহায্য করেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় পৌর গ্রন্থাগার স্থাপিত হইলে এই সাহায্য ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যাইবে। অবশ্য পৌর প্রতিষ্ঠান চারিটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং এই বৎসরই একটি এইরূপ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে। গ্রন্থাগার পরিচালকদের উদ্দেশে বক্তা বলেন যে মানুষের অভিরুচির বিভিন্ন চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পুস্তক সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে হইবে। প্রবীন ও নবীন এই দুইয়ের সহযোগিতায় এ কাজ সম্ভব। যাঁহাদের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই কেবল এই কাজে সক্ষম। জাতীয় গ্রন্থাগার এ বিষয়ে কিছু করতে পারেন। কেবল মাত্র পৌর প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না। ছোট ছোট গ্রন্থাগারকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাহাদের একত্রিত করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে সমাজের মঙ্গল অনেকখানি নির্ভর করে সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের উপর। সভাপতির অভিভাষণের পর সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘটে।

চতুর্থ কার্য্যকরী অধিবেশন

সভাপতি :— শ্রী বি, এস, কেশবন

বিষয় :— পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মী ও তাহাদের সমস্যা

প্রধান বক্তা :— শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ই এপ্রিল ১৯৫৫ সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিঃ গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী বি, এস, কেশবন সভাপতিত্ব করেন এবং কর্মী সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়টির উপর আলোচনার উদ্বোধন করেন শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তা তাঁহার বক্তব্য একটি প্রবন্ধাকারে পেশ করেন। (প্রবন্ধটি এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য)। অতঃপর বিভিন্ন বক্তা বিষয়টির আলোচনায় যোগদান করেন। বক্তাদের ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রী টি, দাস শর্মা :— আমাদের গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক না থাকায় আমরা আমাদের কর্তব্য সম্যক ভাবে পালন করিতে পারি না।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী :—গ্রন্থাগার পরিচালনায় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির দরকার।

শ্রীসুধীর নাগ :—সমাজের বিভিন্ন সমস্যার উপর দৃষ্টি রাখিয়াই পুস্তক সমাবেশ করা উচিত।

শ্রীঅসীম সান্যাল :—গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে তাঁহাদের কার্য্যোপযোগী শিক্ষার যে অভাব রহিয়াছে তাহা বক্তা স্বীকার করেন। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে বৃত্তি শিক্ষা দেন তাহার সহিত দেশের অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার সম্যক যোগাযোগ নাই। তিনি পরিষদের সহিত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের যোগাযোগের

কথা বলেন। পরিষদকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।

শ্রীবিমলানাথ মুখোপাধ্যায় :— বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে সহযোগিতার কথা বলেন।

শ্রীচিরজীব মুখোপাধ্যায় :—গ্রন্থাগারের প্রতি সাধারণের উদাসীনতা দূর করিতে হইবে।

শ্রীআনন্দ গোপাল মিত্র :—সরকারী সাহায্যের উপর বিশেষ জোর দেন।

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার মিত্র :—গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি শিক্ষা না থাকিলে তাঁহার পক্ষে কর্তব্য পালন করা সম্ভব নহে। শুধু পাঠক সংখ্যার উপর গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি নির্ভর করে না। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আজ অত্যন্ত অধিক। সুপরিচালনার সহায়তার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান রাখা দরকার।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দে :—কুশলী কর্মী তৈয়ারীর জন্য অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকদের সাহায্যে সরকারের একটি Board তৈয়ারী করা উচিত ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য করা সরকারের কর্তব্য।

শ্রীসীতানাথ মুখোপাধ্যায় :—শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের অভাবের কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীফণীভূষণ রায় :—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচনার উত্তর প্রসঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে কি কি অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয় তাহার বিবরণ দেন।

শ্রী মুখোপাধ্যায় :—টাকীর একটি গ্রন্থাগারের তরফ থেকে তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের সমস্ত সম্পদ পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা একটি গুরু দায়িত্ব।

আরও কয়েকজন বক্তার বক্তৃতার পর অধিবেশনের সভাপতি শ্রী বি, এস কেশবন অধিবেশনের সুপারিশগুলি উত্থাপন করেন এবং সেগুলি গৃহীত হয়। সুপারিশগুলি প্রস্তাবাকারে অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

পঞ্চম কার্য্যকরী অধিবেশন

সভাপতি :—অধ্যক্ষ শ্রীরথেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বিষয় :—পাঠকের প্রয়োজনে গ্রন্থকার, প্রকাশক ও সম্পাদকের দায়িত্ব

৯ই এপ্রিল ১৯৫৫ শনিবার বৈকাল ৩টায় উপরোক্ত কার্য্যকরী অধিবেশন আরম্ভ হয়। বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতার সারাংশ দেওয়া হইল :—

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায় (পাঠকের পক্ষ হইতে) :—বইয়ের উপর Sales Tax উঠাইয়া লওয়ার কথা তিনি বলেন। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেশী কিন্তু

পাঠকের সংখ্যা কম এবং সেই অনুপাতে বইয়ের দাম অত্যধিক। ইহা ছাড়া বইয়ের মলাট ও বাঁধাই অতি নিম্নশ্রেণীর। লেখক ও প্রকাশকরা সুলভ সংস্করণ প্রকাশের দিকে যদি লক্ষ্য দেন তাহা হইলে বাংলা ভাষার প্রসার হইতে পারে। বইয়ের মলাটের উপরই যদি তাহার বিষয় বস্তু সম্বন্ধে কিছু টীকা থাকে তাহা হইলে পুস্তক নির্বাচনের অনেক সুবিধা হয়। পাঠক ও লেখকের মধ্যে যোগাযোগ করাইয়া দেওয়া দরকার।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ (লেখকের পক্ষ হইতে):—বইয়ের মূল্য বাড়িবার কারণ বই তৈয়ারীর উপকরণের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি। উপকরণের মূল্য যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সে পরিমাণ বইয়ের দাম নিশ্চয় বাড়ে নাই। দ্বিতীয়তঃ বাংলা বই পাঠকের সংখ্যা দেশ বিভাগের পর অনেক কমিয়া গিয়াছে। এমন কি প্রবাসী বাঙালীরা আজকাল হিন্দী পড়িতে আরম্ভ করায় বাংলা বইয়ের পাঠকের সংখ্যা আরও কমিয়া গিয়াছে। বইয়ের মলাট ও বাঁধাই নষ্ট হওয়ার একটি কারণ বোধ হয় বইয়ের অযত্ন। প্রকাশক যে প্রচ্ছদপট অনেক ক্লেশে শিল্পীর নিকট হইতে সংগ্রহ করেন পাঠকরা বোধ হয় মলাটের সে পরিমাণ যত্ন নেন না। সুলভ সংস্করণের উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন যে, যে বইয়ের দাম পাঁচ টাকা তাহাই ফুটপাথে যদি এক টাকায় বিক্রয় হয় তবে সুলভ সংস্করণের স্থান কোথায়? মলাটের উপর টীকা দেওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন যে অনেক সময় শুধু মলাট বদল করিয়া পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া ঘোষণা করিতে হয়। কারণ এই চাতুরীর দ্বারা যতটা বই বিক্রী করা যায়। সুতরাং মলাটের উপর টীকা দেওয়া সকল সময় সম্ভব নহে। উপসংহারে বক্তা বলেন পূর্বে দেশের রাজা গ্রন্থকারকে বাঁচিয়ে রাখতেন আজ সে দায়িত্ব জনসাধারণের।

শ্রীশৈলেন্দ্র গুহরায় (প্রকাশক ও মুদ্রাকরের পক্ষ হইতে):—প্রকাশক বই প্রকাশ করেন অনেক অর্থ ব্যয়ে কিন্তু সে অর্থ সহজে ফেরৎ আসে না। সাধারণ বিক্রেতাকে শতকরা ২০৲, মাস্টার মহাশয়দের শতকরা ২৫।৩০৲ এবং হিন্দী বইয়ে প্রায় শতকরা ৫০৲ কমিশন দিয়াও বৎসরে কোন পুস্তকের ১০০০ কপি বিক্রয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে প্রকাশকের বহু টাকা বাজারে পড়িয়া থাকে। সুতরাং দ্বিতীয় বা সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী (শিল্পীদের পক্ষ হ'তে):—প্রথমতঃ প্রকাশকদের পছন্দমত ছবি আঁকা এক দুরূহ ব্যাপার। তাঁরা সকল সময়েই বলিবেন যে এমন ছবি চাই যা পুস্তককে অপর দশখানি পুস্তক হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিবে। আবার ছবির বই স্কুলে বিক্রী করিতে হইলে শিক্ষক মহাশয়দের শতকরা ৫০ টাকা কমিশন দিতে হয়। সুতরাং পুস্তকের ব্যাপক বিক্রয় ছাড়া শিল্পী বাঁচিতে পারিবে না।

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়:—যে অনুপাতে অন্যান্য জিনিষের দাম বাড়িয়াছে সেই অনুপাতে পুস্তকের দাম বাড়ে নাই। তাহা ছাড়া পূর্ব পাকিস্থানে পুস্তক বিক্রয় করা এখন বড় সহজ কাজ নয়। বইয়ের বাঁধাই একটু চেষ্টা করিলেই ভাল করা যায়, এবং সেই সঙ্গে আমাদের বই খোলা ও ব্যবহারের নিয়মও জানিতে হইবে। আমাদের বই বাঁধাই অতি জঘন্য এমন কি রাজ্য সরকারের প্রকাশিত পুস্তকের বাঁধাইও ভাল নহে। তাহা ছাড়া সরকারের প্রকাশিত পুস্তক অতি দুর্মূল্য। সরকারী প্রকাশিত পুস্তককে সুলভ করিতে হইবে। বক্তা শিল্পী ও প্রকাশকদের পুস্তকের মলাটে বীভৎস ছবি ছাপা বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু (সম্পাদকদের তরফ হইতে):—একটি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। (ইহা এই সংখ্যায় অন্যত্র দ্রষ্টব্য।)

শ্রীঅসীম সান্যাল:—সম্পাদকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তিনি বলেন যে কোন সম্মেলনের বিশদ বিবরণ তাঁহারা প্রকাশ করেন না। কোন সম্মেলনের বিবরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত।

শ্রীগোপাল পাল (বাঁকুড়া):—বই বিক্রি হইলেও তাহার সুলভ সংস্করণ বাহির হয় না ইহার প্রমাণ আছে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী:—বইয়ের বাঁধাই এতই জঘন্য যে ভাল প্রচ্ছদপট ইত্যাদির কোন মূল্যই নাই। গ্রন্থাগারকে ক্রীত পুস্তকের বাঁধাই বাবদ খরচ করিতেই হয়। সুতরাং বক্তা প্রস্তাব করেন যে বিনা বাঁধাই অবস্থায় সুলভে পুস্তক বিক্রীত হউক।

শ্রীকালীপদ ভাদুড়ী:—পুস্তকের বিষয়বস্তু অনেক সময় সমাজ-বিরোধী কাজের প্রশ্রয় দেয় বলিয়া উক্তি করেন। বক্তা বই পাঠাবার ডাক খরচ কমাইবার প্রস্তাব করেন। সমস্ত গ্রন্থাগারকেই একই হারে কমিশন দিতে প্রকাশন সংস্থাকে অনুরোধ করেন।

শ্রী বি, এস, কেশবন:—ইংরাজী বইয়ের বিক্রয় বেশী বলিয়া ইংরাজী বই বাংলা বই অপেক্ষা সুলভে বিক্রীত হয়। বাংলা বইয়ের চাহিদা না থাকিলে সুলভে বই বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না।

অতঃপর সভাপতি শ্রীরমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে গ্রন্থকার, প্রকাশক, মুদ্রাকর এবং শিল্পী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, অতএব তাঁহারা একত্রে কাজ করিলে কিছু উন্নতি হইতে পারে।

প্রতি বড় গ্রন্থাগারে বিশেষতঃ আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে Print Room থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বক্তা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আমাদের দেশে লোকের বই না কিনিবার একটা অভ্যাস আছে এবং যতদিন না সাধারণ লোকের বই কিনিবার প্রবৃত্তি জন্মায় ততদিন সুলভে বই পাওয়া সম্ভব নহে। পুস্তকের প্রচার এবং প্রসার বেশী হইলেই আমাদের সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের উন্নতি সম্ভব। সুতরাং বক্তা এ বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অতঃপর কয়েকটি সুপারিশ গৃহীত হইবার পর পঞ্চম কার্য্যকরী অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সমাপ্তি অধিবেশন:

পঞ্চম কার্য্যকরী অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই মূল সভাপতি শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশন আরম্ভ হয় কবি রঙ্গলাল রচিত "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে" গানটি গীত হইবার পর। অধিবেশনের প্রারম্ভে মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক মণ্ডলীর উদ্দেশে নিম্নলিখিত ভাষণ প্রদান করেন।

রাজ্যপালের ভাষণ:

আজ যেখানে গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই তীর্থভূমিকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও মধুসূদনের স্মৃতি বিজড়িত এই 'কবিতীর্থে' হেমচন্দ্র পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন সেজন্ত তাঁহাদের ধন্যবাদ।

সমগ্র বাংলায় গ্রন্থাগার অনুরাগীরা সমবেত হয়েছেন এখানে। জাতির সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগার এক শক্তিশালী মাধ্যম। সেই মাধ্যমকে জাতি গঠনের মতো মহৎ কর্ম্মে নিয়োজিত করতে হ'লে চাই সাহস, চাই ধীর-স্থির পদক্ষেপ। আপনারা সকলে সমাবিষ্ট হ'য়ে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছেন এ আজ অতি আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শুধু পাঠক লাইব্রেরীকে তৈরী করে তা' নয়, লাইব্রেরীও পাঠককে তৈরী ক'রে তোলে। কথাটা চিন্তা করবার। পাঠকের সঙ্গে পাঠাগারের সম্পর্ক কতটুকু? কেবল কি বই আদান-প্রদান এই সম্পর্কের ভিত্তি? তা' নয়। পাঠক আসবেন বই পড়তে, তাঁর রুচিকে নানা ভাবে আমাদের পরিচালিত করে নিয়ে যেতে হবে। নদী উৎসারিত হ'ল শৈল শিখরে, মিলন হ'ল তার বিশালতার মাঝে সাগরে। কত বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা, কত বিচিত্র অনুভূতি। পাঠক হ'ল নদী, পুস্তকের শৈল শিখরে তাহার বোধের ভাণ্ডার উৎসারিত হবে, নিষ্পত্তি হ'বে বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডারে মিলিত হ'য়ে। গ্রন্থাগার নিয়ে যাবে তাকে মিলনের পথে। নদীর ক্ষেত্র ঠিক ভূমার মত—ভূমা যেমন পথ করে দেয় কলনাদিনীকে। গ্রন্থাগার

পরিচালকের দায়িত্ব ভূমার দায়িত্ব। এই বিরাট দায়িত্ব শিরোভূষণ করে পাঠককে তৈরী করে তুলতে হবে। তবেই হবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সার্থকতা।

গ্রন্থাগার যে Book Shelf এর সমষ্টি নয় এ কথা আপনাদের সম্মুখে বলার অর্থ কথাটির পুনরুক্তি করা। তবু আমি আজ এই অনুষ্ঠানে তা করব। সকল লজ্জা মেনে নিলেও এ কথা বলতে লজ্জা নেই যে আজও আমরা পুস্তকের সংগ্রহ ঠিক মত ক'রে উঠতে পারি না। জাতি গঠনের যন্ত্র যখন আমাদের হাতে, ব্রত যখন আমাদের শিক্ষা বিকীরণ, অর্থাৎ লক্ষ্য যখন আমাদের সকলের এক তখন পথের ভাবনা কি! গ্রন্থাগারিক গ্রন্থ-কীট না হতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থ সকলের স্মৃতি থাকবে জানা। গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের সম্পর্ক হবে বীণার বাদকের, যেখানে বীণা বাজবে না, বাজাতেও পারবে না সাধক।

আর একটা কথা মনে পড়লো, আমাদের দেশের মত দেশে অক্ষর পরিচয় করানোর দায়িত্ব গ্রন্থাগার নিতে পারে কিনা। পারে—কিন্তু কতদূর বাস্তবে সম্ভব হয়েছে আজ পর্যন্ত তা' গভীর ভাবে চিন্তা করবার। আনন্দের কথা আপনাদের National Government neo-literate দের জন্যে এ ব্যবস্থার প্রসার সাধন করেছেন। কিন্তু সাধারণের সহানুভূতি ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। আপনারা গ্রন্থাগার ভালবাসেন, আপনাদের অন্তরের স্নেহরসে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আজ গ্রন্থাগার পরিপুষ্ট, গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে অতি দ্রুতগতিতে। এই দ্রুততার সঙ্গে তাল রেখে নিরক্ষরতার অভিশাপকে উৎপাটিত করে ফেলার মহৎ কর্তব্য আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এই সব মূঢ়, ম্লান মুখের ভাষা যোগাবার জন্যে কর্মীদল এগিয়ে আসুক।

উপস্থিত সুধীজনকে ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার।

অতঃপর ৮-৩০মিঃ সমাপ্তি অধিবেশন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন কার্যকরী অধিবেশনের সুপারিশগুলি প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনের সমাপ্তির সাথে সাথে নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইহার পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

রবিবার ১০ই এপ্রিল ১৯৫৫ সকালে একটি সুন্দর শিশু উৎসবের আয়োজন হয়। এই শিশু উৎসবের পৌরহিত্য করেন শ্রীযোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়।

নবম বার্ষিক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত

প্রস্তাবাবলী

বিষয় :—সমাজ শিক্ষায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারের ভূমিকা : পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়।

১। এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে—দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে জনশিক্ষার কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে ; এবং এই জন্য গ্রন্থাগারগুলিতে জনসাধারণের অবাধ সুযোগ দান করিতে হইবে।

২। উপরিউক্ত উদ্দেশ্য কার্যকরী করিতে হইলে বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে মূলগত পরিবর্তন সাধন এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার প্রয়োজন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাহার জন্য নির্দিষ্ট কমিটি নিয়োগ করিয়া সরকারী ও অন্যান্য প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

৩। এই সম্মেলন প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারকে অনুরোধ করিতেছে যেন তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বনপূর্বক নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যে সহায়তা করেন এবং সম্প্রসারণ ব্যবস্থা (Library Extension Work) অবলম্বন দ্বারা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন।

বিষয় :—গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বৃত্তি কুশলীদের ভূমিকা : পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের সমস্যা ও তাহার সমাধান।

১। এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছে যে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন স্নাতক পর্যায়ের (Degree course) গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষার প্রবর্তন করেন।

২। এই সম্মেলন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানাইতেছে—তাঁহারা যেন গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষার ব্যাপকতর সুযোগদানের ব্যবস্থা করেন।

৩। এই সম্মেলনের অভিমত এই যে—গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণ—যে পর্যায়েরই এবং যে কোনও প্রতিষ্ঠান পরিচালিতই হউক না কেন, তাহার ব্যবহারিক দিকটির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

৪। এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছে যে—স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযোগ্য গুণসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকগণ শিক্ষকগণের সম-মর্যাদা সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হউন।

৫। এই সম্মেলন গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক এবং প্রয়োজনীয় কোষ-গ্রন্থ

রাজ্যের ভাষার চর্চা করিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে—এবং তজ্জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিতেছে।

৬। এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে যে—তাঁহারা যেন যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকগণের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন যাহাতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নির্বাচন ব্যাপারে তাঁহারা যোগ্য ব্যক্তিকে সুপারিশ করিতে পারেন।

বিষয় :—গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিসংখ্যানের স্থান।

১। এই সম্মেলনের অভিমত এই যে—প্রতিটি গ্রন্থাগারে, সে যেই প্রকারেরই হউক না কেন, যথাযথরূপে পরিসংখ্যান রাখা প্রয়োজন। ইহার ফলে যথাযথ পুস্তক-নির্বাচন সহজসাধ্য হইবে বলিয়া এই সম্মেলনের বিশ্বাস।

২। এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃক ব্যবহর্তব্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান ফর্ম্ প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

বিষয় :—স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার।

১। এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছে যে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার সন্নিবেশ এবং তাহার স্থান নির্বাচন বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কুশলী গ্রন্থাগারিকের, অথবা তদভাবে বাহিরের অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ লইতে হইবে।

২। (ক) এই সম্মেলনের অভিমত এই যে—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনের দায়িত্ব একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন। এই কেন্দ্রীয় সংস্থায় বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্ত সংগৃহীত পুস্তক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন।

(খ) এতদ্ব্যতীত এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহের একটি সর্বাত্মক তালিকা (Union Catalogue) রাখা বাঞ্ছনীয়।

৩। এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্কুল এবং কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিতেছে যে—প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত একজন বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে যথোপযুক্ত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রাখা হউক, এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন শিক্ষার্থীদিগকে গ্রন্থাগারমনা করিয়া তুলিবার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

৪। এই সম্মেলন পুস্তক-প্রকাশকগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে যে—

তাঁহারা যেন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পর্য্যায়ের শিক্ষার উপযোগী বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

বিষয় :—পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন কর্মীগণের সমস্যা।

১। এই সম্মেলনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে—রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত প্রথম অঞ্চলে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া গ্রন্থাগার কর্মীগণকে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপক সুযোগ দেওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন।

২। সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে যে—তাঁহারা যেন উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা সংস্থাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হন।

বিষয় :—পাঠকের প্রয়োজনে গ্রন্থকার, প্রকাশক, ও সম্পাদক ও চিত্র-শিল্পীর দায়িত্ব।

১। এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই ও অন্যান্য সৌষ্ঠবাদির উপর নজর রাখিয়া যথাসম্ভব কম মূল্যে গ্রন্থকে সর্ব-সাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

২। এই সম্মেলন মনে করে যে সরকার-প্রকাশিত গ্রন্থগুলি যথাসম্ভব কম মূল্যে, কিন্তু আঙ্গিক সৌষ্ঠবে আকর্ষণকর করিয়া প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

৩। সম্মেলনের অভিমত এই যে বর্ত্তমান অবস্থায় সংবাদপত্র এবং সাময়িক-পত্রগুলির দাম কমাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। সম্মেলন আশা করে যে কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করিবেন।

৪। এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে উৎকৃষ্ট ধরণের পুস্তক প্রকাশে উৎসাহ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হউক।

৫। এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে কিশোর মনের অনুপযুক্ত বইগুলির প্রকাশ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হউক।

৬। আমাদের প্রকাশিত জুলেভার্ন, এইচ. জি ওয়েলস প্রণীত পুস্তকাদির অনুরূপ পুস্তকাদির প্রচারে সহায়তা করা এবং এই ধরণের পুস্তকাদির প্রতি কিশোরদের আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা করা হউক।

প্রদর্শনী

এই সম্মেলন উপলক্ষে হেমচন্দ্র পাঠাগারের সম্মুখস্থ মাঠের মেমোরিয়াল হাই স্কুলে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় তাহার উদ্বোধন করেন শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। বহু গ্রন্থ প্রকাশক ও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইহাতে যোগদান করিয়া প্রদর্শনীটিকে অত্যন্ত আকর্ষণকর করিয়া তুলেন। প্রদর্শনীর সাফল্যে তাঁহাদের সহযোগিতা ধন্যবাদার্হ।

ইহা ছাড়া স্থানীয় যে সব প্রতিষ্ঠান নানা প্রকারভাবে প্রদর্শনীতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার বোধহয় প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহাদের সকলের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত সম্মেলন যে তাহার গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম হইতে পারিত না ইহার স্বীকৃতি প্রকাশিত বা প্রচ্ছন্নভাবে সর্বত্রই ছড়ানো ছিল।

অভিনন্দন

নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে যে সকল শুভেচ্ছা বাণী পাওয়া যায় সেগুলির অংশ বিশেষ নিম্নে সঙ্কলিত হইল :—

বিদেশ হইতে অভিনন্দন :—

1. "On behalf of the Council and Members of the Library Association I beg that you will convey to your president our best wishes for a successful conference at Kidderpore in April.

"Secretary"
The Library Association,
Chaucer House, Malet Place London

2. On behalf of the Special Libraries Association. I extend to you all best wishes on the occasion of the Ninth Bengal Library. Conference. Our members observe with interest the activities of the Bengal Library Association and congratulate them on the success of past Conferences.

Marian E. Lucius
Executive Secretary
Special Libraries Association,
New York.

3. On behalf of the American Library Association Headquarters Staff it is my previlege to extend to the participants in the Ninth Bengal Library Conference our most cordial good wishes for the success of the Conference.

David H. Clift
"Executive Secretary"
American Library Association
Chicago, U. S. A.

4. 'L' Association Des Bibliothecaires Francais, heureuse d' addresser un message cordial a' la Bengal Library Association a' l' occasion de son congres des 8 et 9 Avril prochains, l' assure de ses voeux les plus confraternels."

Le President,
Association des Bibliothecaires,
Francais, Paris.

5. "......The Executive Board of the Egyptian Library Association convey to you their best wishes on this happy occasion".

Secretary,
Egyptian Library Association,
Cairo.

6. "......The Norwegian Library Association sees in you a brother organisation, and we send you this message as a token of friendship and co-operation which we firmly hope will be deepened through years to come".

President.
Norwegian Library Association,
Oslo, Norway.

7. "......On behalf of the Library Association of Australia, all best wishes for a very successful and profitable conference".

Hony. General Secretary,
Library Association of Australia,
Sydney, Australia.

8. "......On behalf of my Association and of the Librarians of all Ireland I wish your Ninth Bengal Library Conference all success".

President,
Library Association of Ireland,
Dublin, Ireland.

দেশের অভিনন্দন ঃ—

1. "......The Bengal Library Association has done yeoman service ever since it was established in spreading library awareness among the people and in training competent personnel to run big and small libraries.......It is my own personal opinion that the Library movement in Bengal is far ahead of such movement in other parts of the country and it is my prayer, hope and conviction that Bengal will retain this lead in the future also".

Sd/- B. S. Kesavan,
President, Indian Library Association.

2. ".....I am glad to send my best wishes for the success of the Conference of the Association which has been one of the pioneers in sponsoring library movement in Bengal. The varied activities of the Association about which I hear a lot are a source of inspiration and encouragement to all of us".

Sd/- D. R. Kalia
Director,
Delhi Public Libraries, (In association with UNESCO.)

3. "On behalf of the Madras Library Association I have the greatest pleasure in sending my hearty felicitations to the Bengal Library Association on the occasion of the Ninth Bengal Library Conference".

Madras Library Association,
Madras-5.

4. "......On behalf of our Association I wish your Conference all success".

Secretary, Andhradesha
Library Association.

5. "......I wish your Conference success".

S. Radhakrishnan,
Vice President, India.

6. "Maulana Saheb...sends his good wishes for the success of the session".

Asst. Private Secretary to
Minister for Education,
New Delhi.

7. "......I wish the deliberations of the Association all success in spreading the movement far and wide in the country particularly in rural areas",

Saila Kumar Mukherjee, Speaker,
Legislative Assembly,
West Bengal.

8. "......আমি সম্মেলনের পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।"

শ্রীঅমরনাথ নাথ বসু,
দিল্লী।

9. "......I wish your function all success".

Sd/. M. N. Saha,
Director, Institute of Nuclear Physics.

10. "......It is good to learn, therefore, of the useful work undertaken by the Bengal Library Association in the propagation of that noble cause and as such I wish the Ninth Bengal Library Conference proposed to be held under their auspices, all the success."

Tushar Kanti Ghosh,
Editor, Amrita Bazar Patrika.

11. "আপনাদের অধিবেশনের কৃতকার্যতা কামনা করি।"

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
অধ্যাপক, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্ টেকনোলজি
খড়্গপুর।

নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের

অভ্যর্থনা সমিতির কর্মীবৃন্দ

অভ্যর্থনা সমিতি

সভাপতি—শ্রীবলাই ভূষণ পাল

সহ-সভাপতি

সর্ব্বশ্রী পান্নালাল দে
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মণীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
অরবিন্দ বড়ুয়া
ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়
নেপাল ভট্টাচার্য্য

মণীন্দ্র মোহন সিংহ
আশুতোষ বসু
কালী মুখোপাধ্যায়
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়
বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
উমানাথ সেন
কেদার নাথ মুখোপাধ্যায়

শৈবাল চন্দ্র গুপ্ত

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীশ ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায় (বড়)

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীবিশ্বপতি মুখোপাধ্যায়

সভ্যগণ :

সর্ব্বশ্রী সদানন্দ মুখোপাধ্যায়
শৈলেন্দ্র নাথ পাল
বলাই কুমার ঘোষ
বিকাশ দত্ত
সতীশ চন্দ্র সাহা
প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত
অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায়
সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
রণজিত চট্টোপাধ্যায়
সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়
বিকাশ সরকার

সুকুমার ঘোষ
শচীন্দ্র নাথ দত্ত
দিলীপ মুখোপাধ্যায়
হরিহর সাহা
মনোহর গাঙ্গুলী
বিশ্বপতি মুখোপাধ্যায়
সরোজেন্দ্র মোহন রায়চৌধুরী
সুশীল চট্টোপাধ্যায়
মদন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
সত্যেন্দ্র নাথ দে

সংযোগ ও পরিচালনা বিভাগ

সর্বশ্রী উমাপদ সেন, প্রধান — সদানন্দ মুখোপাধ্যায়
শচীন্দ্রনাথ বসু, সচিব — শরৎ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় — প্রিয় লাল দাস
সতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ম্ম সংসদ বিভাগ

সর্বশ্রী সুশীল চট্টোপাধ্যায় (ছোট), সচিব — বিকাশ সরকার
সত্যেন দে — সুশীল চন্দ্র
সুনীল দত্ত

প্রচার ও মুদ্রণ বিভাগ

সর্বশ্রী জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়, প্রধান — কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সচিব — অরুণ সেনগুপ্ত
মুকুল দত্ত — মৃণাল মুখোপাধ্যায়
রতন দাস — কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়
সত্য গোপাল মুখোপাধ্যায় — তুলসী বৈদ্য
রণেন মুখোপাধ্যায়

প্রদর্শনী বিভাগ

সর্বশ্রী মদন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান — শৈলেন্দ্র নাথ পাল
সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব — কার্ত্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়
অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় — পঞ্চানন ঘোষাল
সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিশ্বনাথ দত্ত
বিভাস দত্ত — তাপস সাহা
সজনী কুমার রায় — কৃষ্ণপদ ঘোষ

সাংস্কৃতিক বিভাগ

সর্বশ্রী প্রভাত ব্যানার্জি, প্রধান — প্রতিমা ব্যানার্জি
চিত্ত মুখার্জি, সচিব — সাবিত্রী ঘোষ
রবীন্দ্রনাথ বসু — গায়ত্রী বসু

নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীবলাই ভূষণ পাল

তীর্থপথিকের কোলাহলে কবিতীর্থ আজ মুখরিত। হেম-মধু-রঙ্গলালের সাধন ভূমিতে আপনারা আজ অভ্যাগত। যাত্রী আপনাদের সাদর আবাহন জানাই। বসন্তের মধুর প্রভাতের আবেদন লাগছে অন্তরে। প্রকৃতির গানের সঙ্গে উৎসবের সুর-মূর্চ্ছনা মিশে গিয়েছে যেন। সেই স্পন্দনেরই অনুরণন-ধ্বনি এই আবেষ্টনীর অণুতে অণুতে। লোকান্তরিত প্রবীণ বীণাবাদকদের উদ্দেশ সম্মেলনের শুভ-সূচনায়। তাঁরা তৃপ্ত হোন। উৎসবের মর্মকেন্দ্রে তাঁদের আবির্ভাব হোক। মহামিলনের যাত্রাপথে কবিতীর্থের সকল অধিবাসীদের শুভেচ্ছা রইল আপনাদের সঙ্গে। নমস্কার।

পাঠাগার নির্জীব নিষ্ক্রিয় নয়, প্রাণস্পন্দনে উজ্জীবিত—এই বাণীই বহন করছেন আপনারা সারা বাংলার সমবেত সুধী মণ্ডলী। আপনাদের অনুরাগে ও আনুকূল্যে, সাধনায় ও সেবায় বাংলার গ্রন্থাগার আজ জনসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করেছে। গৌরবের কথা। কিন্তু চরম কথা নয়। আরও বহুদূর পথ অতিক্রম করতে হবে আপনাদের। অচলায়তনের বাঁধ ভেঙে উন্মুক্ত জলপ্রবাহের মতো গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসেছে আজ। সে দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করেছেন। বহন করার, সফল করার সাধনাও শুরু করেছেন আপনারা। কয়েকজনের প্রচেষ্টায় কিন্তু সে পরিকল্পনাকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। সংহতসংযোগে সার্থক হ'তে হবে। সে বহুআকাঙ্ক্ষিত কেমন করে রূপায়িত হবে সে নির্দেশ দেবেন এই অধিবেশনের অংশগ্রহণকারীরা।

বহু সমস্যা আলোচিত হবে এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে। বহুতর কল্যাণের পন্থাও আবিষ্কার করবেন আপনারা। বৃহত্তর প্রশ্নের কথা থাক। কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ক্ষুদ্র হলেও সেগুলি তুচ্ছ নয়। পাঠাগার পরিচালনার সঙ্গে উপস্থিত সকলেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্রাত্যহিক অভাব অভিযোগ কিভাবে আমাদের কর্মতৎপরতাকে ব্যাহত করে সে কথাও অজানা নেই কারও। অনুমোদন কালে পুস্তকের মূল্যনীতি পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করেছেন। বিশেষভাবে অনুভব করেছি আমরা—পাঠাগার পরিচালকেরা। সমস্যা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বিক্রয়কর আরোপ করা হয়েছে প্রতি পুস্তকের উপর। এ তথ্যের অবশ্য যোগ আছে অর্থনীতির তত্ত্বের সঙ্গে। পাঠাগারের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়নি

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে। পাঠানুরাগীর প্রয়োজন অপূর্ণই থেকে গেল অনির্দিষ্ট কাল। অর্থের অনটনে আমাদের মনসাম্রাজ্যও সঙ্কুচিত হচ্ছে দিন দিন। আশঙ্কার কথাই শুধু নয়, এই পরিস্থিতি প্রগতিশীলতার পরিপন্থী।

পাশ্চাত্যদেশ এ সমস্যার সমাধান করেছেন বহুদিন। সুলভ সংস্করণগুলি প্রভূত উপকার সাধন করেছে। পাঠক কৃতজ্ঞ, গ্রন্থাগার বৃহত্তর পরিবেশে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছে। জ্ঞান-পিপাসা মিটানোই পাঠপ্রতিষ্ঠানের একমাত্র কর্তব্য নয়। পাঠকের মনে জিজ্ঞাসা জাগাতে হবে। অনুসন্ধানী বৃত্তিকে উপাদান যোগাতে হবে নিরন্তর। সুপ্ত শুভবুদ্ধির উদ্বোধন হবে পাঠাগারের সক্রিয় সহায়তায়। পাঠকের ঘর নয়, তার মন নূতনদিনের আলোকে উদ্ভাসিত হবে। পাঠাগারের বাণীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের নিত্যকালের আঙিনার মাঝে।

আনন্দের কথা, আশার কথা, গ্রন্থাগার উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছেন আমাদের সরকার। পাঠাগারকে জনসাধারণের আয়ত্বে আনার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাঁরা। বেসরকারী সহায়তা অবশ্যই তাঁরা আশা কোরবেন। জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ কোন প্রচেষ্টাই সাধারণের সহানুভূতি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়—এ সত্য সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত। আমাদের অনুরোধ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে পাঠাগার সম্বন্ধীয় একটি বিভাগ স্থাপন করা হোক। লোকশিক্ষার এই শ্রেষ্ঠ মাধ্যমটিকে যোগ্য মর্যাদা দান করুন আমাদের জাতীয় সরকার। নিরলস নিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন আছে আজ। কয়েকজন সেবাব্রতীর একাগ্রতাই গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করেছে। কর্তৃপক্ষের অবিচ্ছিন্ন ধ্যান তার সঙ্গে যুক্ত হোক। আমরা সফল হব, সার্থক হব। আমাদের আন্দোলনের ক্ষীণ দীপশিখাটি জলে উঠ্‌বে দীপ্ত হয়ে।

সমস্যার আলোচনা করা নয়, আবাহন জানানই আমার কর্তব্য। জ্ঞাত-অজ্ঞাত বহু সুহৃদ এই সম্মেলন আয়োজনে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের নমস্কার করি। সমাগত সকল সুধীজন আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। বহু আয়াস স্বীকার করেছেন আপনারা। পথের ক্লান্তিকে উপেক্ষা করেছেন মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণায়। অতিথি নন আপনারা, আমাদের পরমাত্মীয়। অভ্যর্থনা জানিয়ে আপনাদের দূরে রাখব না। আলিঙ্গন করে নিলাম আমাদের অন্তরের মধ্যে। আমাদের মিলিত কণ্ঠের অভিবাদন জানাই ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় মহাশয়কে। সম্মেলনের যোগ্যতম পুরোধা। উদ্বোধনের মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর কল্যাণহস্তের স্পর্শ লাভল সকল আয়োজনের অঙ্গ। হেমচন্দ্র পাঠাগারের ইতিহাসে নবতম অধ্যায় সূচিত হোলো আজ।

মূল-সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই নবম বার্ষিক উৎসবে আমাকে সভাপতির পদে বরণ করা হয়েছে। আজকার এই দিনে প্রথমেই স্মরণ করছি এই আন্দোলনের পথিকৃৎদের যাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই; প্রথমেই তাঁদের উদ্দেশ্যে নমস্কার নিবেদন করি। আজ স্মরণ করছি শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে যে শত শত নীরব কর্মী তাঁদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে এই আন্দোলনের প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে রাখছেন এবং যাঁরা আজ এই সভায় উপস্থিত হতে পারেননি তাঁদের, আশা করি কলিকাতা মহানগরীর এই ধনী উপকণ্ঠের গ্রন্থ-প্রেমিকেরা তাঁদের নিঃস্ব অক্লান্ত কর্মীদের কথা ভুলে যাবেন না।

আজ হেমচন্দ্র পাঠাগার এই সম্মেলনকে আতিথ্য দান করেছেন। হেমচন্দ্রের কবিকর্মের স্মরণে এই পাঠাগারের জন্ম। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল হেমচন্দ্রের জন্মস্থান রাজবলহাটের এক উৎসবে পৌরোহিত্য করবার। আজ হেমচন্দ্র পাঠাগারের আমন্ত্রণে আহূত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পৌরোহিত্য করবার সৌভাগ্য লাভে নিজেকে ধন্য মনে করছি। একদিন বাঙালীর মরা মনকে হেমচন্দ্রের কবিতা উদ্বোধিত করেছিল; সে কথা ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে গেছে। বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতাগুলি হেমচন্দ্রের ভাব ও ভাষার অনুকরণে লিখিত সেকথা আজ স্মরণ হচ্ছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার ও তৎসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্যও বটে, কর্তব্যও বটে। 'বঙ্গীয়', 'গ্রন্থাগার', 'আন্দোলন'— এই তিনটি শব্দকে কেন্দ্র করেই আমার আলোচনা হবে।

যে কারণেই হোক আজ বঙ্গদেশ বিভক্ত; ফলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে বাঙালী আজ বিচ্ছিন্ন। বাংলার সকল আন্দোলনের উত্তর-সাধকদের কর্মভূমি ছিল পূর্ববঙ্গ, সে দেশ আজ পূর্ব পাকিস্তান; মুসলমানেরা সেখানে সংখ্যাধিক বলে রাজনীতি ধর্মনীতির নিয়ামক। কিন্তু সব স্বীকার করে নিয়েও একথা বলবো এবং তাঁরাও স্বীকার করবেন যে তাঁরা বাঙালী, বাঙলা ভাষা তাঁদের মাতৃভাষা, বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁদের অংশ ছিল এবং আছে। সুতরাং 'বঙ্গীয়' এই শব্দ সাংস্কৃতিক দিক থেকে উভয় দেশের সাধারণ সম্পদ।

সম্পূর্ণ অব্যবহৃত। তাই দেখা যায় লাইব্রেরীর এক বছরের বই ব্যবহৃত হয়, আর বছরের বইএর পাতা কাটা হয় না। একথা কবুল করতেই হবে। আধুনিক লাইব্রেরীর বিভিন্ন কর্তব্যের একটি হচ্ছে বিনোদন; ক্লান্ত মানুষ অনেক খুশী হয় তার অবসরের মধ্যে; তাই সে খোঁজে গল্প-কাহিনী-উপন্যাস। যুগযুগান্তর থেকে মানুষ বলছে 'গল্প বলো, গল্প বলো'; তার সেই অনন্ত ক্ষুধার খাদ্য যোগান দিচ্ছে সাহিত্যিকের দল। সে চাহিদাকে আমি ছোট করে দেখতে চাইনে।

পাবলিকের মধ্যে বড় একটা অংশ হচ্ছে শিশু। শিশুদের লাইব্রেরী বলতে কি বোঝায় তার একটা ব্যাপক আলোচনা গতবার [illegible] সম্মেলনে হয়ে গেছে; তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। স্কুলের মাঝামাঝি বয়সের বা কিশোর যারা—তারাও পাবলিকের অংশ। স্কুলে স্কুলে তাদের জন্য লাইব্রেরী থাকবার কথা। কিন্তু বাংলা দেশে কয়টা স্কুল-লাইব্রেরী আছে, যেখানে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক কিশোর মনের খোরাক যোগান দিতে পারেন? আমাদের গভর্ণমেন্ট এ সব কথা জানেন এবং আমরা আশা করে আছি যে এই তরুণ মনের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হবে।

পাঠ্য পুস্তকের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে ছাত্ররা বাধ্য; কারণ, অভিভাবকগণ ও শিক্ষকগণ মনে করেন যে তা না করলে পরীক্ষায় পাশ করা কঠিন হবে। কিন্তু তরুণ মন নূতন অভিজ্ঞতার জন্য ব্যাকুল; নূতন তথ্য, নূতন তত্ত্ব, নূতন উত্তেজনা সে চায়। আর আমরা চাই আমাদের ভাবী বংশধররা আমাদেরই প্রতিরূপ হয়। কিন্তু আমরা বরাবর ভুলে যাই যে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের আদর্শে গড়ে উঠিনি। তা যদি হোতো, আমরাই যদি পূর্বপুরুষের প্রতিরূপ মাত্র হতাম তবে তো চণ্ডীমণ্ডপের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে সেখানেই থাকতাম। আমরা যখন সে যুগে বাস করি না আমরা কি করে আশা করতে পারি যে আমাদের ভাবীকালের নাগরিকরা আমাদেরই প্রতিধ্বনি হবে? ফলে দেখা যাচ্ছে বাপ-মা একভাবে ভাবছেন, ছেলেমেয়েরা অন্য ভাবধারায় গা ভাসিয়ে চলেছে। ক্রমে ভাবনার মধ্যে qualitative পার্থক্য এসে যাচ্ছে এবং সেইটা যে স্বাভাবিক তা আমরা স্বীকার করতে চাইনে। নবীন প্রবীণে বিরোধ সর্বত্র। তরুণ মনের খোরাক দেবার মতো গ্রন্থাগার কোথায়? কোথায় সে পরিবেশ যেখানে সে আরামে আনন্দে সময় কাটাতে পারে? স্কুল লাইব্রেরীগুলিকে সে ভাবে কি গড়া যেতো না? নিশ্চয়ই যেতো, যদি অভিভাবকেরা ও শিক্ষকগণ আধুনিক মনোভাব-সম্পন্ন হতেন। এ আপশোষ করে লাভ নেই।

গ্রন্থাগার ও পাবলিকের মধ্যে যোগ স্থাপন করবেন গ্রন্থাগারিক। বই আগলে পাহারাদারি করা, তাঁর কাজ নয়। পাঠককে বইএর কাছে, বইকে পাঠকের কাছে এনে দেবেন—সে একটা activity, প্যাসিভ নয়। বর্তমান গ্রন্থাগারের আদর্শ

টেকনিক্যাল কাজ আছে; সে সব দরকার নিশ্চয়ই। কিন্তু সব থেকে বড়ো কাজ পাঠকদের বইতে যোগ করা। অনেক সময় পাঠক ঠিক স্পষ্ট করে বলতে পারে না সে কি চাইছে—সে হাতড়াচ্ছে। অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক তার সঙ্গে দুটো কথা বলেই বুঝতে পারবেন পাঠক কি খুঁজছে। একথা অতি সত্য যে দুনিয়ার জ্ঞানবিজ্ঞান যেভাবে ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠেছে তাতে কোনো একজন লোকের পক্ষে সব কথা জানা সম্ভব নয়। সেইজন্য দরকার টেকনিক্যাল সহায়তা, বর্গীকরণ বা classification, বিষয়ানুবর্তী ক্যাটালগিং, লেখক অনুযায়ী ক্যাটালগিং ইত্যাদি। বিদেশে শিশুদের জন্য যে সব ক্যাটালগ আছে তা দেখলে অবাক হতে হয়। জানিনা আমাদের দেশে সে সব কবে হবে। হতে পারে যদি গভর্ণমেণ্ট সহায়তা করেন। আমাদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে বহু টেকনিক্যাল লোক আছেন কিন্তু তাঁরা সকলেই চাকুরীজীবি, নিতান্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিবাগী হয়ে নিজেদের শরীর ক্ষয় করে খাটছেন। যদি গভর্ণমেণ্ট স্থায়ী লোক দিতেন, যদি আমাদের স্থায়ী অফিস থাকতো তবে সেখানে আমাদের পরিচালনায় এই সব কাজ হতে পারতো। আশা করি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে পড়বে। প্রসঙ্গতঃ বলছি যে ইংল্যাণ্ডের লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ১৮৭৮ এ স্থাপিত হয়। বিশ বৎসর পরে ১৮৯৮ এ তারা রয়েল চার্টার পায়। আমাদের পরিষদ পঁচিশ বছর হয়েছে। আমরা আশা করি বঙ্গীয় সরকার আমাদের স্থান ও কর্তব্য নির্দেশ করবেন। শুনছি ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভাষায় কি কি বই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার ভাষাগত তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত করেছেন। এ কাজ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর বর্তানো উচিত ছিল। তাঁরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিতভাবে এ কাজ করতে পারতেন। যাই হোক, কাজটা হোক, এই আমরা চাই। তবে একটা কথা আছে, শুধু তালিকা প্রস্তুত হলেই চলবে না। সে তালিকা তখনই কাজের হবে যদি তাতে দুষ্প্রাপ্য বইগুলি কোন্ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় তার নির্দেশ দেওয়া হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটা ইউনিয়ন ক্যাটালগে সংস্কৃত বইএর তালিকা আছে। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনটা আছে তার নির্দেশ দেওয়া থাকায় এবং inter-loanএর ব্যবস্থা থাকায় গবেষকদের পক্ষে সে সব বই পাওয়া সহজ হয়। আজ পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটা বড় ক্যাটালগ সর্বাঙ্গভাবে ছাপান হয়ে ওঠেনি। চৈতন্য লাইব্রেরীর তালিকা ছাপা দেখিনি।

এবার বাংলা পুঁথি সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলবো। পুঁথি অর্থে কেবল পুরাতন কাব্য, পুরাণ, মঙ্গল-সাহিত্য বা পদাবলী নয়। বহু প্রাচীন অভিজাত-পরিবারে পুরাতন দলিলাদি ও চিঠিপত্র আছে, সে সকল পুঁথি পর্যায়ে পড়বে। অধিকারী

প্রথা উঠে গেল ; এখন সে সব কাগজপত্রের খবরদারী Indian Archives গ্রহণ করতে পারেন ; তবে অনেক স্থানিক জিনিষ আছে যার প্রতি কেন্দ্রীয় বা রাষ্ট্রীয় Archives-এর মন দেওয়া সম্ভব হবে না। সেগুলি উদ্ধার করতে হবে স্থানিক লাইব্রেরীকে। আজ যদি খিদিরপুরে দুশো বছর আগের কোনো ব্যবসায়ীর চিঠিপত্র পাওয়া যায়, তার থেকে কত তথ্য ও তত্ত্ব যে বের হতে পারে তা সহজে ধারণা করা যায় না। বিশ্বভারতী থেকে 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' বলে যে বইখানি প্রকাশিত হয়েছে সেইটা দেখলেই তা বোঝা যাবে। আজ এখানে মফস্বল থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন, তাঁদের কাছে আমার এই অনুরোধ যে তাঁরা স্থানীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ-নীতি সম্বন্ধে যা কিছু পুঁথি পাবেন, তা যেন সযত্নে রক্ষা করেন। ইংল্যাণ্ডের মতো ছোট দেশের প্রত্যেকটি কাউন্টির ইতিহাস লিখিত হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকটি প্যারিশের তথ্য পাওয়া যায়। আমাদের স্থানিক ইতিহাস রচনায় প্রয়োজন—তার তথ্য সংগ্রহ হবে এই সব লাইব্রেরীতে ; অযত্নভাবে নষ্ট যেন না হয়।

পুঁথি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলবো। বাংলা পুঁথি অনেক জায়গায় আছে ; কিন্তু Union Catalogue বা Catalogus Catalogorum নেই। থাকলে গবেষকদের পক্ষে সেটা বিশেষ কাজের হোতো। এজন্য কর্মীর প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় একাজ হতে পারে যদি বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগ দৃষ্টি দেন।

বাংলাদেশে গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে বহু পত্রিকা বের হয়েছে : তার মধ্যে কত মূল্যবান তথ্য ও প্রবন্ধ যে আছে, তা বলা যায় না। কিন্তু কোথায় আমাদের Poole's Index ? আমাদের প্রকাশকদের মধ্যে Wilson কোম্পানী তো দেখা গেল না! আমি জানি না—আমাদের দেশের এক একটা লাইব্রেরীর পক্ষে একখানা করে পত্রিকার Indexing ভার গ্রহণ করা সম্ভব কিনা। আজ এখানে বহু যুবক এসেছেন ; তাঁদের কাছে আমি কি আশা করতে পারিনে যে তাঁরা স্বেচ্ছায় এই ধরণের কাজ গ্রহণ করবেন, জ্ঞানের রথকে একটু এগিয়ে দিতে সহায়তা করবেন ?

আমি এখানে একটু ব্যক্তিগত কথা বলবো,—ক্ষমা করবেন। সময় জিনিষটা elastic ; ইচ্ছা করলে তাকে টেনে বাড়ানো যায়। নিজে আমি গ্রন্থাগারিকের কাজ করেছি বহু বৎসর। একসময়ে বিশ্বভারতীর দৈন্যের দিন ছিল ; তখন একই লোককে স্কুলে, কলেজে পড়ানো এবং অন্য কাজ করতে হোতো। সেইভাবে ১৯৩০ পর্যন্ত আমারও কেটেছিল ; শেষে দশ বৎসর নিছক লাইব্রেরীয়ানগিরি করেছি। কিন্তু কাজ তার মধ্যেই কিছু করেছি সে খবর আপনারা হয়তো কেউ কেউ রাখেন। তাই

আমি সকলের সঙ্গে আমার তরুণ বন্ধুদের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি—জ্ঞানের রথ টানবার জন্য দড়িতে হাত দিন।

আমরা সকলেই স্রষ্টা নই—সাহিত্য সৃষ্টি করার শক্তি প্রকৃতিদত্ত; আমাদের অনেকেরই তা নেই। কিন্তু সাহিত্যের দরবারে কাঠবিড়ালীরও দরকার আছে। আমিও সেই কাঠবিড়ালীর মতো বালিতে গা গড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রজলে ডুব দিয়েছি; তাতে সমুদ্র ভরেনি; কিন্তু সমুদ্রের এক অংশ নিশ্চয়ই ভরেছে; তা না হলে আপনাদের শ্রদ্ধাস্পর্শে আমি লাঞ্ছিত হতাম না। সেই শক্তি আপনাদের অনেকের মধ্যেই আছে এই ভরসায় আমি পুনরায় বলছি—এক একটা কাজ হাতে নিন।

আমার ভাষণ আর দীর্ঘ করবো না। তবে আমি একটা বাক্য ব্যবহার করেছি। সে সম্বন্ধে শ্রোতাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে আশঙ্কা করে একটু কৈফিয়ৎ দিচ্ছি। আমি বলেছি ইনার পক্ষে যেটা খাদ্য উনার পক্ষে সেটা বিষ হতে পারে। অবশ্য ইংরেজি প্রবাদের এটা তর্জমা। সমাজ কখনো classless হতে পারে না। দুর্বল, সবলের স্তর ভেদ আছে। খাদ্য সরবরাহ সেই প্রয়োজন মতোই হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঘরের মা জানেন বাড়ির কার জন্য কোন খাদ্য দরকার। শিশুর জন্য দুধ দরকারী কিন্তু ছানার পায়েস নয়। জোয়ানদের পক্ষে যা দরকার রোগীর পক্ষে তা নয়। সেই খাদ্য বণ্টন যেমন গৃহিণীর কর্তব্য, লাইব্রেরীর পরিচালকগণেরও প্রয়োজন সেইভাবে মনের খাদ্য বণ্টন।

আজকাল প্রচুর কম্যুনিষ্ট সাহিত্যে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। যদি যায় তো কী করতে পারেন? কম্যুনিজমকে তো ভারত সরকার পার্টি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাকে তো ban বা নিষিদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু তার পাশাপাশি আমরা কি সেই রকম করে সস্তায় সুন্দর বই সরবরাহ করছি? মহাত্মাজীর জীবনী চৌদ্দ টাকায় বিক্রয় হয়। তাঁর অন্যান্য বইয়ের দামও কম নয়। তারপর তার ছাপাই এবং ছবি কি আকর্ষণ করতে পারে? নূতন 'শিক্ষার্থী'দের সামনে আমরা কি দিচ্ছি?

আমেরিকার অধ্যাপকদের একটা জার্নাল বের হয়। তাতে একজন বড় প্রোফেসরের একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম। লেখক অনেক কথার মধ্যে বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্যুনিজম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া দরকার। তিনি বলেন আমরা মেডিক্যাল কলেজে যে ক্যান্সার সম্বন্ধে পড়াই তা কি ক্যান্সার প্রচার করার জন্য? নিশ্চয়ই না। বৈজ্ঞানিকভাবে বিষয়টাকে জানবার দরকার। জনমন তাঁদের মধ্যে অপরিণত বয়স বন্ধুদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। ছেলেমেয়েদের sex education দেওয়া হয় বিপদ কোথায় সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করবার জন্য, গোপন পাপ প্রচারের জন্য নয়। তাই বলছি শিশু ও তরুণদের সামনে সুন্দর বই সস্তায় দেওয়া

হোক। গভর্ণমেন্ট বহু বিষয়ের জন্ত বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করেন ; এদিকে তারা দৃষ্টি দিলে শুধু 'বেঙি-বেঙি' ধ্বনি করতে হোতো না।

সাহিত্যের উপর হামলা করা চিরদিনই হয়ে এসেছে ; যখনই দেশে ডিক্টেটরি শাসন দেখা দিয়াছে এবং এবং একই ভাবনায় সমস্ত জনতাকে দীক্ষিত করবার জন্ত তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন—তখন হুকুম হয়েছে 'All Quiet in the Western Front' পোড়াও ; 'আনন্দমঠ' পোড়াও। তার পালটাও হয়েছে, যখন সেই শাস্তির অবসান ঘটেছে। জারমানির চতুর্শক্তির occupation পর্বে সেখানে কিভাবে বই সেখানো হয়েছে তার খবর অনেকেই জানেন। সভ্য মানুষের free world এ জুলুম চলবে না। তাই বলে স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করা যাবে না। অর্থগৃধ্নু লেখক ও প্রকাশকরা কুৎসিৎ গ্রন্থ ও চিত্র প্রকাশ করেন। কোন রাষ্ট্র সে সবের অবাধ প্রচার সহ্য করবে না। সে ক্ষেত্রে লাইব্রেরীগুলি যদি discriminating হয় তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু স্বাধীন মত-ব্যক্ত গ্রন্থ নিষিদ্ধ করা উচিত নয় ; এবং প্রত্যেকটি মতের সপক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ পাশাপাশি থাকা উচিত।

আজকাল যুগ হয়েছে বৃহতের। কত লক্ষ টাকা দিয়ে কত বড় বাড়ীতে কত হাজার বা লক্ষ বই আছে তাই নিয়ে পাল্লা চলেছে। কিন্তু আমাদের দরিদ্র দেশ ; কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে রাষ্ট্রীয় ভাষার যাবতীয় বই সংগৃহীত হোক। কিন্তু শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, যে সব লাইব্রেরী আছে বা হবে তাদের জন্ত অপরিমিত সংখ্যার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ 'লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য' নামে প্রবন্ধে বলেছেন "অধিকাংশ লাইব্রেরীই সংগ্রহ বাতিকগ্রস্ত। আর বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না। ব্যবহারযোগ্য অল্প চার আনা বইকে এই অতি স্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোনঠাসা করে রাখে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ দানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহঙ্কার তৃপ্তির জন্ত সেটা অত্যাবশ্যক নয়। লাইব্রেরী অত্যন্ত বেশী বড়ো হলে কোনো লাইব্রেরিয়ান তাকে সত্য ভাবে, সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। সেই জন্ত আমি মনে করি বড়ো বড়ো লাইব্রেরী মুখ্যতঃ ভাণ্ডার, ছোটো ছোটো লাইব্রেরী ভোজনশালা,—তা প্রত্যহ প্রাণের ভোগে ব্যবহারে লাগে।

ছোটো লাইব্রেরী বলতে আমি এই বুঝি—তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। লাইব্রেরীয়ান হবেন যথার্থ সাধক, নিলোভ ; লোলুপ ভক্তির অহঙ্কার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে।"

ব্যবহারিক দিক থেকেও কথাটা ভাববার। প্রত্যেকখানি অপ্রয়োজনীয় বই যে স্থানটুকু জুড়ে আছে —তার একটা খরচ আছে ; বাড়ীর জায়গা, সেলফের জায়গার

মূল্য নির্ধারণ করলে দেখা যাবে সেটা লোকসানী কারবার। সেই জন্য বই নির্বাচন প্রকাশাধিক ও পরিচালক মণ্ডলীর একটি বিশিষ্ট কাজ।

আমার এই দীর্ঘ ভাষণে অনেক কথা বললাম—যা নিয়ে হয়তো মতভেদ হবে; কিন্তু আমার কোনো আপত্তি হবে না যদি আপনারা তা নিয়ে আলোচনা করেন। নীরবতার দ্বারা সভাপতির সম্মান দেখাতে পারেন কিন্তু বিষয়ের প্রতি সুবিচার হবে না। আমি আশা করি এই সুধী ও উৎসাহী মণ্ডলী বিচার করবেন; শিষ্টতার দ্বারা তাচ্ছিল্য করবেন না।

"Art জিনিষটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে, এবং অনেক নোংরা জিনিষই ঘটে—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হ'তে পারে, কিন্তু সেকি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র সৃষ্টি কি এতই সহজ?........আমি ত জানি কি ক'রে আমার চরিত্রগুলি গড়ে উঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচিনে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে ত আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই, এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে এমন গোলযোগ বাধবে যে, কাল তাকে ক্ষমা করবে না।—নীতি-পুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হ'বে না। পুণ্যের জয়—এবং পাপের ক্ষয়—তাও হবে, কিন্তু কাব্য সৃষ্টি হবে না।"

শরৎচন্দ্র

জনশিক্ষায় সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা (১)

শ্রীমন্মথ নাথ রায়

কথা আছে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য না ছিল পবিত্র না ছিল রোমক। আমাদের সাধারণ পাঠাগারগুলো হয়ত বা পাঠাগার কিন্তু এগুলো সাধারণের নহে। যাঁহারা এই সাধারণ পাঠাগারে এই নামকরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য উদার। এই নাম সেই উদ্দেশ্যের ঔদার্য ঘোষণা করে। কার্যতঃ ও তাঁহারা তাঁহাদের পাঠাগারের পথ সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। সেই উন্মুক্ত পথ অতিক্রম করিতে হইলেও খানিকটা পথের সম্বল চাই: শিক্ষাই সেই পথের সম্বল বা পাথেয়। জনসাধারণের একটা অতি বিশাল অংশ নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমগ্ন। সেই বিশাল অংশ, সেই অগণিত জনসাধারণ নামের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সাধারণ পাঠাগারের বহিরাঙ্গনে ভীড় করিতে পারে। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিবার পথটুকু তাহারা অতিক্রম করিতে পারে না। নিরক্ষরতা তাহাদের এবং পাঠাগারের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। তাই সর্ব্বসাধারণের জন্য পথ উন্মুক্ত থাকিলেও সর্ব্বসাধারণ সেখানে প্রবেশাধিকার পাইতেছে না। কে না জানে আমাদের শতকরা চুরাশি জন নরনারী শিক্ষার আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত? যদি দেশের এই শতকরা চুরাশি জন নরনারী পাঠাগারে প্রবেশ করিতে না পারিল তবে এই পাঠাগারকে সাধারণ পাঠাগারের নামে অভিহিত করার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। প্রাচীন গ্রীসদেশে এক ধরণের গণতন্ত্রের প্রচলন ছিল। সেই গণতন্ত্রে দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। নরনারীর একটা বিশাল অংশ সময় এবং সুযোগের অভাবে অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। তথাপি শাসনতন্ত্রের নাম ছিল গণতন্ত্র। আমাদের সাধারণ পাঠাগার অল্পসংখ্যক অসাধারণ ব্যক্তির ব্যবহারের সামগ্রীরূপে বিরাজ করিতেছে। প্রাচীন গ্রীক রীতিতে এই পাঠাগারকে সাধারণ পাঠাগার বলিয়া অভিহিত করা চলে। কিন্তু অতি প্রাচীন যুগে যাহা চলিত আজও তাহা চলিবে এ কথা সর্ব্বক্ষেত্রে সত্য নহে। আমাদের পাঠাগার আজ যতক্ষণ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের সামগ্রী না হইবে ততক্ষণ ইহাকে সাধারণ পাঠাগার বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিব।

আমাদের সাধারণ পাঠাগারগুলোকে সত্যিকারের সাধারণ পাঠাগারে পরিণত করিতে হইলে জনসাধারণ এবং পাঠাগারের অন্তরবর্ত্তী নিরক্ষরতা রূপ যে ব্যবধান

রহিয়াছে তাহা অপসারণ করিতে হইবে। কাজটা দুরূহ। এই দুরূহ কাজের ভার কিছুটা সাধারণ পাঠাগারগুলোকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাহাদের নামের মধ্যে তাহাদের দায়িত্বের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের জন্য পথ উন্মুক্ত রাখিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। সর্ব্বসাধারণ যাহাতে সে পথ অতিক্রম করিয়া সহজে পাঠাগারে প্রবেশাধিকার পাইতে পারে সে ব্যবস্থাও তাহাদের করিতে হইবে। সে ব্যবস্থা করিতে হইলেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা করিতে হইবে। জনশিক্ষা প্রসারের কার্য্যে তাহাদের একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী এবং বেসরকারী নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রচেষ্টার সঙ্গে সাধারণ পাঠাগারের প্রচেষ্টাকেও যুক্ত করিতে হইবে। ইহা তাহাদের নৈতিক কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

জন শিক্ষা প্রসারে আমাদের দেশের সাধারণ পাঠাগারগুলোর দান অনস্বীকার্য্য। স্বল্পশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত শিক্ষাকে অন্ততঃ কায়েম রাখিতে তাহারা সার্থক চেষ্টা করিয়াছে। চর্চ্চার অভাবে যাহাদের অর্জ্জিত বিদ্যালোপ পাইবার সম্ভাবনা ছিল পাঠাগারগুলো তাহাদিগকে চর্চ্চার সুযোগ দিয়া তাহাদের অর্জ্জিত বিদ্যা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণে আজও আমাদের পাঠাগারগুলো তেমন কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ করণীয় তাহাদের অনেক আছে। এ প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। সে দেশে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের পর নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল। ফলে চার বছরের মধ্যে চার কোটি লোক অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া উঠিল। সে দেশের এই আন্দোলনে একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল লক্ষ লক্ষ পাঠাগার। আবার এই সকল পাঠাগারের শতকরা প্রায় সত্তরটি পল্লী অঞ্চলের পাঠাগার। তার পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে আজ সোভিয়েট রাশিয়ার নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছে। অপর দেশের পাঠাগার যে অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছে আমাদের দেশের পাঠাগারগুলোর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে একথা কোন আশাবাদীই সহজে মানিয়া লইতে পারিবে না। অপর দেশের পাঠাগার যে ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশের পাঠাগার ক্ষুদ্রতর হইলেও অন্ততঃ একটা অংশ যে গ্রহণ করিতে পারিবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার পাঠাগার প্রায় একাকী যে কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছে আমাদের দেশের পাঠাগার অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সে কাজ নিশ্চয়ই করিতে পারিবে।

দায়িত্ব পালন করিতে হইলে পাঠাগারগুলোকে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা

গ্রহণ করিতে হইবে। পাঠাগারগুলোর পক্ষ হইতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সে ধরণের পরিকল্পনা রচনা করিতে পারে। এই সংসদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সদিচ্ছা পাঠাগার আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন কার্য্যকরী হইয়াছে এক্ষেত্রেও কার্য্যকরী হইবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে কিংবা পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার কাজে দেশের সরকার ও যে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে সে সম্বন্ধে সন্দেহপোষণ করিবার আজ আর কোন সঙ্গত কারণ নাই। বাস্তবিক সরকার এবং কল্যাণকামী জনসাধারণের মধ্যে আজ আর কোন ব্যবধান নাই।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যখন আমাদের মনে একটা মোটামুটি ধারণা হইয়া গেল, তখন পরিকল্পনা প্রণয়নে আর তেমন অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। নিরক্ষরদের সাক্ষর করিতে হইবে। সদ্য সাক্ষর এবং অর্দ্ধশিক্ষিতদের অর্জিত বিদ্যার সংরক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যেক পাঠাগারে এক বা একাধিক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহাতে পাঠাগারের ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু, অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যয়েই আয়ের উপায় হইতে পারিবে। যাহারা নতুন করিয়া লেখাপড়া শিখিবে তাহাদের অনেকেই পাঠাগারের চাঁদা প্রদানকারী সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবে। তাহা ছাড়া বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনের ব্যয়ের কিছু অংশ সরকার বহন করিতে প্রস্তুত আছে। অপর দিকে সরকার অনেক পাঠাগারকেই গ্রন্থ এবং আসবাব পত্রাদি ক্রয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদের আর্থিক দৈন্য লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেছে। কাজেই বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালন সংক্রান্ত ব্যয়ের কথাটাকে বড় করিয়া দেখিবার তেমন প্রয়োজন আর নাই। সহজ বয়স্ক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে পাঠাগারগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যেমন বয়স্ক শিক্ষাকর্ম্মী বা বিশেষজ্ঞগণ কাজ করিতেছেন তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে। আমরা জানি কর্ম্মী এবং বিশেষজ্ঞগণ অকৃপণভাবে এ ধরণের পরামর্শ দিতে প্রস্তুত আছেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঠাগারগুলোতে সদ্যসাক্ষর এবং অর্দ্ধশিক্ষিতদের পাঠোপযোগী গ্রন্থের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে যেন এ ধরণের গ্রন্থ সহজে বিতরণ হইতে পারে সে ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। পাঠচক্র এবং আলোচনা সভার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। সংবাদপত্র, কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থের নির্ব্বাচিত অংশ বিশেষ পড়িয়া শুনাইবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। শেষোক্ত উপায়ে শিক্ষাবিমুখ ব্যক্তিদের নিকটও পরোক্ষভাবে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। পাঠাগারের অভ্যন্তরে এবং সম্ভবক্ষেত্রে বহির্ভাগে অঙ্গসজ্জার কথাটাও মনে রাখা প্রয়োজন। আকর্ষণীয়-ভাবে গ্রন্থাদি সাজাইয়া রাখিলে সহজে সাধারণ পাঠক

সেদিকে আকৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে প্রকাশকরাও একটু সহায়তা করিতে পারেন। প্রায়ই দেখা যায় সদ্যসাক্ষরদের পাঠোপযোগী গ্রন্থগুলোর প্রচ্ছদপট মোটেই আকর্ষণীয় নহে। অথচ এক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় প্রচ্ছদপটের প্রয়োজন খুব বেশী। বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক গ্রন্থ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখাও মন্দ নহে। বিগত যে মাসে হাওড়া সহরে এধরণের একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সকল দিক দিয়া ইহা ত্রুটি বিহীন হয়ত হয় নাই, তথাপি প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহা মোটা-মুটি সার্থক হইয়াছিল।

গ্রন্থ নির্বাচন সম্বন্ধে একটি কথা বোধ হয় এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গ্রন্থ ক্রয় করিবার সময় যখন আসন্ন হয় তখন আমাদের পাঠাগারে অল্প কয়েকজন গুণীজ্ঞানী শিক্ষিতের জন্য গ্রন্থের দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হয়। তাহাদের দাবী সহজে পেশ হয়, ততোধিক সহজে পাশ হয়। কিন্তু যাহারা সদ্য সাক্ষর কিংবা অর্দ্ধশিক্ষিত তাহাদের দাবী পাশ হওয়াত দূরের কথা পেশ হইতেও পারে না। কর্তৃপক্ষ পাঠাগারকে সাধারণ পাঠাগার নাম দিয়া যে ঔদার্য, দেখাইয়াছেন সাধারণের জন্য গ্রন্থ নির্বাচন করিতে গিয়া সে ঔদার্য্য আর দেখাইতে পারেন না। সুদীর্ঘ তালিকায় দশখানি সহজ পাঠ্য সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী গ্রন্থের স্থান করাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া অনেক ক্ষেত্রে পণ্ডশ্রম হইয়াছি। পাঠাগার কর্তৃপক্ষের এ কার্পণ্য পরম পরিতাপের বিষয়। এ অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে। প্রতি বৎসরে ক্রেতব্য গ্রন্থের তালিকায় অসাধারণদের পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সাধারণদের পাঠ্য পুস্তকের একটা অনুপাত নির্দিষ্ট করিয়া দিলে এ ব্যাপারে কিছুটা সুরাহা হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ বিভিন্ন উপায়ে দেশের সাধারণ পাঠাগারগুলোকে সাহায্য করিতেছে। বিনিময়ে জনশিক্ষা প্রসারের কাজে সরকার পাঠাগারগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের অষ্টপঞ্চাধিক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে সরকার ক্ষুদ্র পাঠাগার স্থাপন করিয়াছে। আবার কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি করিয়া বৃহত্তর পাঠাগার বা পাঠাগার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। তাহা ছাড়া দেশের বিভিন্ন সাধারণ পাঠাগারকে গ্রন্থ এবং আসবাবপত্রাদি ক্রয়ের জন্য সরকার আর্থিক সাহায্য দিতেছে। কেবলমাত্র শেষোক্ত খাতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি বৎসর লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিতেছে। এবার আবার পাঠাগারের কার্য্য সম্প্রসারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া কেন্দ্রীয় পাঠাগার স্থাপন করিতেছে। এই সকল কেন্দ্রীয় পাঠাগারে সাধারণ বিভাগ ব্যতীত মহিলাদের জন্য এবং শিশুদের জন্য পৃথক বিভাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় পাঠাগারের সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের ব্যবস্থা

রহিয়াছে। এই সকল কেন্দ্রীয় পাঠাগার স্থাপন এবং পরিচালনের ব্যয় ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছে। ইহার পর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা রহিয়াছে। আঞ্চলিক পাঠাগারের এলাকাস্থিত সকল পাঠাগারের মধ্যে গ্রন্থ বিনিময় এবং আদান প্রদানের সহজ ব্যবস্থা থাকিবে। এতদ্ব্যতীত সরকারী প্রচেষ্টায় এবং অর্থ সাহায্যে প্রত্যেক জেলার পাঠাগারগুলোর মধ্যে সংযোগ বিধানের জন্য জেলা পাঠাগার সংঘ স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেও সরকার অর্থ সাহায্য দিয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশের পাঠাগারগুলোর দুর্দিন বিগত প্রায়। সুদিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আজ তাহাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। যে কর্ম চাঞ্চল্য এ কয়েক বৎসরে পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা সত্যই আশার বাণী ঘোষণা করিতেছে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের ক্ষুদ্রতম জেলা হাওড়ার পাঠাগারগুলোর কর্ম চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিতে পারি। এ জেলার আয়তন ৫২১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ষোল লক্ষ। ইতিমধ্যে এই জেলায় দুই শতাধিক পাঠাগার কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে এই সকল পাঠাগারের মোট একশত চল্লিশটি পাঠাগারের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছে এই এক শত চল্লিশটি পাঠাগারের মোট গ্রন্থ সংখ্যা দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার এবং চাঁদা প্রদানকারী পাঠক সদস্য সংখ্যা সতের হাজার। ১৯৬৩-এর সালে বিভিন্ন উপায়ে এই এক শত চল্লিশটি পাঠাগারের আয় হইয়াছিল এক লক্ষ দুই হাজার টাকা এবং ব্যয় হইয়াছিল চুরানব্বই হাজার টাকা। এতথ্য সত্যই কি আশার বাণী ঘোষণা করে না?

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে রক্তাক্ত সংগ্রাম চলিয়াছিল সে সংগ্রাম চালাইবার জন্য বাংলা দেশে কর্মীর অভাব হয় নাই। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্যও আজ পশ্চিম বঙ্গে কর্মীর অভাব হইবে না। সম্প্রতি কিছুটা অভাব রহিয়াছে বেসরকারী সুষ্ঠু পরিকল্পনার। আমাদের আশা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে। সাধারণ পাঠাগার এই নামের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি নিহিত রহিয়াছে প্রত্যেকটি পাঠাগারকে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে গ্রন্থাগার পরিষদ সুস্পষ্ট নির্দেশ দিবে। সেই নির্দেশ পাইয়া আমাদের সাধারণ পাঠাগারগুলো মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দিতে তাহাদের বুকে আশা জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইবে। গ্রন্থ নিবদ্ধ যে জ্ঞান আজ অল্প কয়েকজনের সম্পত্তি হইয়া আছে, পাঠাগারগুলোর প্রচেষ্টায় সে জ্ঞান সকলের কাছে সহজলভ্য হইয়া উঠিবে। অজ্ঞানতা, অশিক্ষিত কটিবস্ত্র পরিহিত লক্ষ লক্ষ দেশবাসী জ্ঞানের আলোকে বিশ্বকে জানিতে পারিবে, নিজেকে জানিতে পারিবে, জানিয়া নিজে বড় হইবে দেশবাসীকে বড় করিবে।

জনশিক্ষায় সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা (২)

শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

একথা সকলেই জানেন যে আমাদের দেশের সমাজ শিক্ষায় তথা সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের স্থান বিদেশের তুলনায় খুবই সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশে লিখন পঠনশীল লোকের সংখ্যা কম হইলেও জনসাধারণ মূর্খ ছিল না—তাহাদের সাধারণ জ্ঞান ও জীবনের লক্ষ্য ছিল উন্নত। আধুনিক সমাজ জীবনে শিক্ষার যে বিরাট দায়িত্ব তাহা সকলেই অনুধাবন করেন এবং সেই শিক্ষার মূলে গ্রন্থাগারের স্থান যে কত বড়ো তাহাই হইবে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য।

বিদেশে ছোট ছোট রাষ্ট্রে—বড় বড় রাষ্ট্রের ত কথাই নাই—গ্রন্থাগার প্রতি পল্লীতে প্রতি শহরে ও গ্রামে কলাকৃষ্টিজীবনের মূল কেন্দ্র। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়াই কি সহর কি গ্রাম সর্ব্ব স্থানেই তদ্দেশীয় ও স্থানীয় শিক্ষিত জনসাধারণের মিলন কেন্দ্র। ঐ সব দেশে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা সামান্য, কাজে কাজেই গ্রন্থাগারই ঐ সব দেশের জনসাধারণের বড় ও ছোট সকলেরই মিলন ক্ষেত্র। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়াই স্থানীয় জনসাধারণ নিজেদের সমাজ জীবনের আদান প্রদান কলা কৃষ্টির বিনিময় ও আনন্দ পরিবেশনের মূল উৎস হিসাবে ব্যবহার করেন। গ্রন্থাগারিক সর্ব্বক্ষেত্রেই জনসাধারণের মান্য ও বরেণ্য ব্যক্তি—তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য জনসাধারণের সেবা করা—জনসাধারণকে জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া নূতনের আলোক বিতরণ করা—জনসাধারণের স্ব স্ব চাহিদানুযায়ী আনন্দের পরিবেশন করা—সাধারণ লোককে সর্ব্ব বিষয়েই সাহায্য করিবার যে আগ্রহ তাহাই গ্রন্থাগারিকের একমাত্র মূলধন এবং তাহার সাহায্যেই তিনি জনসাধারণকে নিজের প্রতি তথা গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করেন—গ্রন্থাগারকে সাধারণের একান্তভাবে নিজস্ব করিয়া তোলেন—গ্রন্থাগারের প্রতি জনসাধারণের এই সরল টান হইতেই উদ্ভূত। এই সরল থাকে বলিয়াই গ্রন্থাগার ঐ সব দেশের জনসাধারণের কাছে কেবলমাত্র জ্ঞানের তীর্থ নয় আনন্দ পরিবেশনের মূল কেন্দ্রও।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারের কর্ত্তব্য বহুমুখী—বিদেশের সমাজ জীবনে ত কথাই নাই এদেশের জনসাধারণকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে একমাত্র গ্রন্থাগারই সক্ষম। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই একথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে সরকারের বাধ্যতামূলক

প্রাইমারী শিক্ষায় বহু টাকা নষ্ট করিয়াও আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ দেশে ও গ্রামে গ্রামে সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের অভাব। গ্রামের কথাই প্রথমে ধরা যাক– চাষবাসে অভ্যস্ত পরিবার নিজ সন্তান সন্ততির লেখাপড়ার জন্য আদৌ ব্যগ্র নহে—সেখানে তাহাদের শিক্ষার বিশেষ কোনো ব্যবস্থাই এ যাবৎ কাল ছিল না। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় গ্রামের যে ছেলেমেয়েদের অক্ষর পরিচয় হইল—বয়স্ক নরনারীও অক্ষর পরিচয়ের আগ্রহে যে কয়দিন বা কয়মাস কিছু কিছু অক্ষর জ্ঞান আহরণ করিলেন এক দুই বা তিন বৎসরে– কেবলমাত্র অনুশীলনের অভাবেই সেই শিক্ষা স্মৃতির অতলে তলাইয়া যাইল—আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি পুনরায় নিরক্ষর হইতে বসিল! ইংরাজীতে এই **Relapsing into illiteracy**-র কারণ পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যদি এ সব গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট গ্রন্থাগারের সূচনা করা হইত তাহা হইলে এই যে আগ্রহশীল বালক বালিকা ও বয়স্ক নরনারী নূতন আক্ষরিক জ্ঞান লাভ করিয়া নিজেদের অবসর বিনোদন করিবার ও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার যে সন্ধান পাইয়াছিল তাহা অনুশীলন করিতে পারিত। ঐ সব গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে কোনো একটি গৃহে বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হইলে প্রতি সন্ধ্যায় অথবা ছুটির দিনে সকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই ছোট একটি গ্রন্থাগার ৪০।৫০টি বই লইয়াই পরিচালিত হইতে পারিত। গ্রামের লোক নিজেদের আগ্রহেই নূতন অক্ষর জ্ঞান কাজে লাগাইবার জন্য স্ব স্ব অবসর অনুযায়ী গ্রন্থাগারে আসিতে পারিত এমন কি ১।৪ খানি বইও গৃহে লইয়া যাইতে পারিত—অর্জিত অক্ষর জ্ঞান বিপথে ও অবহেলায় মারা যাইত না। গ্রন্থাগারিক নিজ চেষ্টায় এই সব ছেলে মেয়ে ও বয়স্ক বয়স্কাদের প্রয়োজনানুযায়ী গল্প বলিয়া অথবা বই বা কাগজ হইতে পাঠ করিয়া তাহাদের সাধারণ জ্ঞান বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারেন। আধুনিক কালের নানান যন্ত্রের সাহায্যে, ছায়াছবি ও এপিডায়াস্কোপের সাহায্যে দেশে বিদেশের নানা বিষয়ের সন্ধান দিতে পারা যায়। ইহা প্রত্যহ না হইলেও চলে—সপ্তাহের একদিন হইলেও মন্দ নহে। স্থানীয় জনসাধারণকে নানান ভাবে আনন্দ দিবার ব্যবস্থা গ্রন্থাগার করিতে পারে। কোনো দিন গানের আসর, কোনো দিন গল্প, কোনো দিন নাটক-যাত্রা, পুতুল নাচও হইতে পারে। নির্মল আনন্দ উপভোগের কেন্দ্র হিসাবে ধীরে গ্রন্থাগারকে অগ্রসর হইতে হইবে। সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের পরিচালনায় আশা করা যায় গ্রন্থাগার ক্রমশই এই পথে উন্নতি করিতে পারিবে। একটি কথা এই স্থলে আমাদের মনে

রাখিতে হইবে যে সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূলে থাকিবে স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার পরিদর্শক ও সহরের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। একথা ভুলিলে চলিবে না যে সব দেশেই এই সব কাজের মূলে রহিবে স্থানীয় লোকের আগ্রহ ও স্থানীয় লোকের সেই আগ্রহের প্রতি সহানুভূতিশীল স্থানীয় ব্যক্তির উদ্যম ও অক্লান্ত সেবার নেশা। সরকারী পুঁথিগত জবরদস্তি মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তির প্রবল প্রতাপ এক্ষেত্রে সদ্য অঙ্কুরিত চারাগাছটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে, হিতে বিপরীত হইবে। গ্রন্থাগার পরিকল্পনা আর মাটীর সহিত যোগ রাখিতে পারিবে না। সরকারী নথীপত্রেই তাহার ক্রমোন্নতি প্রকাশ পাইবে। জনসাধারণের উপকার তাহাতে হইবে না—মুষ্টিমেয় সরকারানুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিরাই পরিকল্পনার জয়গান করিবে। ইহা আশা করি কাহারো কাম্য নহে।

সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয় কেবল পশ্চিমবঙ্গে কেন সবদেশেই প্রয়োজন। আশা করা যায়—পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়া এই সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হইবেন। বেসরকারী প্রচেষ্টা বলিতে প্রধানতঃ আমাদের এ দেশে স্থানে স্থানে স্থানীয় উৎসাহী কয়েকটি কর্মীর ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ফলে যে গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠে তাহারই উল্লেখ করা চলে—এই সব ব্যক্তি বৃহৎ গ্রন্থাগার অনেক সময়েই অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রেহাই পায় না—কোথায় বা প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝাটের হাত এড়াইয়া নানান বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া কখনো ভাল কখনো মন্দ অবস্থায় দিন কাটায়। সরকারী প্রচেষ্টায় এই সব ছোট বড় ও মাঝারি গ্রন্থাগারকে সুপরিকল্পিত পরিচালনায় পরিচালিত করিয়া অকাল মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে। এই সব ছোট বড় নানান্ গ্রন্থাগারকে বিভিন্ন খাতে সাহায্য না দিয়া যাহাতে প্রতি অঞ্চলে বেশ উপযুক্ত গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার প্রচলন হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—একই বই স্থানীয় বিভিন্ন গ্রন্থাগারে না রাখিয়া বিষয়ানুরূপ বিভাগ করিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের বই রাখায় সুবিধা বই অসুবিধা নাই—এইরূপ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন শাখা গ্রন্থাগারের ভিতরে বইয়ের আদান প্রদান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের সংরক্ষণ ও বিনিময়ের সুসংবদ্ধ নিয়মের পরিচালন ইত্যাদির প্রয়োজন—এইসব বিষয়েই সরকারী গ্রন্থাগার বিভাগের নির্দেশ মানিয়া চলাই যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বিভিন্ন নিয়ম এক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না।

বেসরকারী প্রচেষ্টার ভিতর আর একটি প্রচেষ্টার উল্লেখ এক্ষেত্রে প্রয়োজন—তাহা হইল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টা। অধুনা কালে সরকারী আওতায় বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক জেলায় গ্রন্থাগার পরিষদ-

থাকা সত্ত্বেও নবকলেবর হইয়া নূতন পরিষদ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে—এইসব ব্যাপারে সরকারী নীতির পরিষ্কার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গত ২০ বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য মত দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে—আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে সরকার গ্রন্থাগার পরিষদকে উপেক্ষা করিয়া—নামমাত্র মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া যদি নূতন পরিকল্পনায় জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ মারফৎ নিজেদের প্রচেষ্টার ফলাও করেন তাহা আর যাহাই হোক সাধুজন মতের প্রতিকূল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে কেন্দ্র করিয়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন ও সকলের সমবেত চেষ্টায় সরকার নিজ পরিকল্পনা মত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অতি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে পারেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার পরিচালনা, পরিষদের মুখপত্র গ্রন্থাগার নামক পত্র পরিচালনা—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে নিজেদের ব্যস্ত রাখিতে পারেন—সরকার এই কাজের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন—আর জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্ব স্ব জেলায় নিজভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন করিতে ও আনুষঙ্গিক নানান কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রাখিতে পারে। সরকার এই উভয় বিধ কাজের পরিচালনার উপর উপযুক্ত নজর রাখিয়া অতি সুন্দর সমন্বয় করিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারের অধীনে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার বিভাগের প্রবর্তনের প্রয়োজন। এই বিভাগই বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগার ও তাহার অধীনস্থ গ্রন্থাগারগুলির সম্যক পরিচালনার জন্য দায়ী হইবে। প্রতিটি জেলার অধীন Regional Library Systemএ মহকুমা গ্রন্থাগার ও মহকুমার অধীনে বিভিন্ন নগর বা টাউন গ্রন্থাগার ও তাহাদের অধীনে গ্রামস্থ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকিবে। বিলাতের কাউন্টি গ্রন্থাগার যেরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় খানিকটা ঐ উপায়ে আমাদের জেলা গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হইবে। প্রতিটি জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যতীত—আরো নানারূপ কাজের ব্যবস্থা থাকিবে। ইহাদের ভিতর প্রধান হইবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পরিচালনা করা। হঠাৎ একদিন বা এক বৎসরেই দেশের সকল লোক গ্রন্থাগার-মুখীন হইয়া উঠিবে—ইহা আশা করা অন্যায়। কাজেই প্রথম প্রথম বেশ কিছুদিন স্থানীয় জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে সব গ্রামে বা পল্লীতে উপস্থিত কোনো গ্রন্থাগার নাই—সেরূপ স্থানে জেলা গ্রন্থাগার কেন্দ্র হইতে প্রতি হপ্তায় একদিন বা প্রতি ১৫ দিনেও একদিন কিছুটা সময় ধরুণ, ২ ঘণ্টা অথবা ৪ ঘণ্টা কালও যদি নিয়ম করিয়া এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বা বুক মোবিল (Book Mobile) নিয়মিতরূপে হাজির হয়—

তাহা হইলে ঐ স্থানের লিখন পঠন সক্ষম সব লোকই এ গ্রন্থাগারের সুবিধা লইতে পারিবে। গাড়ী বা Van হইতেই বই দেওয়া নেওয়া চলিবে—পাঠক নিজ ইচ্ছামত বই বাছিয়া লইবেন—গ্রন্থাগারের নিয়ম মতন প্রথমে এক বা দুইখানি বই দেওয়া যাইতে পারে। বিদেশে কোথাও ৫।৭ খানা বইও এক একজনকে দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিজ পুস্তক ভাণ্ডার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকিবেন তো বটেই এমনকি গ্রামের বা পল্লীর কোনো পাঠক বা পাঠিকা যদি নূতন কোনো বিষয়ের খোঁজ করেন—তাহা তাঁহার নোট করিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ফিরিয়া ৭ বা ১৫ দিন পরে পুনরায় যখন গাড়ী ঐস্থলে যাইবে—পাঠকের সেই বিষয় বা বই সম্বন্ধে পরিপূর্ণ তথ্যাদি সঙ্কলিত করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। এইরূপে উপকৃত হইলে পাঠক পাঠিকা সচরাচর গ্রন্থাগারকে স্বনজরে দেখিবেন, গ্রন্থাগারের প্রচলনও বাড়িবে। জনসাধারণ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকে নিজেদের একজন বলিয়া ভাবিবে—সম্মান করিবে। কিন্তু যদি গ্রন্থাগারিক রুক্ষ ও মেজাজী লোক হন—জনসাধারণকে সহানুভূতি দেখাইতে বা সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হন—তাহা হইলে খুব কম লোকই সেই গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। কোনো পল্লীতে গ্রন্থাগার নিয়মিত যাইতেছে দেখিয়া—অন্য পল্লীর লোকও এ বিষয়ে আগ্রহবান হইবেন এবং সমবেত আবেদন করিয়া জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবেন—এবং কর্তৃপক্ষও পরিদর্শক পাঠাইয়া জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার যাহাতে নূতন পল্লীতেও হপ্তায় ১ বার বা ১৫ দিনে একবার যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ক্রমে ক্রমে ইহা দেখা যাইবে যে হপ্তায় বা প্রতি ১৫ দিনে একদিন গ্রন্থাগার আসিলে আর সাধারণের সুবিধা হইতেছে না—পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে—এবং ঐ একদিন যেবারী সময় সকলের পক্ষে সুবিধার নহে তখন আবার জেলা কর্তৃপক্ষ এই সময় ও ব্যবস্থার অদল বদল করিতে পারিবেন—হয়ত হপ্তায় যাহাতে দুই দিন বা আরো বেশী সময় গ্রন্থাগার ঐ স্থলে যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

উৎসাহী স্থানীয় জনসাধারণ যদি আগ্রহশীল হয়েন তাঁহারা জেলা কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিতে পারেন। এইসব আবেদন যথাযথভাবে বিবেচিত হইলে—জেলা কর্তৃপক্ষ সরকারী প্রচেষ্টায় ইহাদের কিছু অর্থ সাহায্য অথবা বই দিয়াও সাহায্য করিতে পারেন। বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার বিভাগের নিয়ম ছিল যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদি গ্রন্থাগার ভবনের জন্য ৭ শত বা হাজার টাকা জোগাড় করিতে পারেন—তাহা হইলে সরকার তাঁহাদের অনুরূপ সাহায্য

দিবেন। এইরূপ নিয়ম নরওয়ে, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশে অদ্যাপিও বর্তমান। ইহাতে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার অতি সুন্দর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা ও তাহার বিধি-ব্যবস্থাদির খুঁটিনাটির কথা আলোচনা করিবার অনেক আছে কিন্তু আমার সময় সংক্ষেপ, এই স্থলে তাহার অবতারণা করিলে অন্যায় হইবে। আমার পরবর্তী বক্তা ও কর্মীগণ এ বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক বলিবেন। প্রয়োজন বোধে সরকার যদি ইচ্ছা করেন এ বিষয়ে বিশদ পরিকল্পনা তাঁহাদের কাছে পরিষদের পক্ষ হইতে পেশ করা যাইবে।

"পৃথিবীর সকল দেশের লোককেই দুই মোটা ভাগে বিভক্ত করে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের কোঠায় ফেলা যায়। বশিষ্ঠ বাস করেন আর বিশ্বামিত্র ব্যাপ্ত হন। বশিষ্ঠ ধেনু পালন করেন, আর বিশ্বামিত্র ধেনু হরণ করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কানে মন্ত্র দেন, আর বিশ্বামিত্র তাকে অস্ত্র দেন। বশিষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী গৃহের পুরোহিত আর বিশ্বামিত্র দুর্গম পথের নেতা।

"বর্তমান যুগে ভারতবর্ষ এবং চীন বশিষ্ঠের মন্ত্রে দীক্ষিত। আর য়ুরোপ বিশ্বামিত্রের আহ্বানে চঞ্চল। এই ঋষি কি কোনো দিন প্রেমে মিলবেন। আর যদি মিলতে পারেন তাহলে পৃথিবীতে কি কোনোকালে বিরোধের অবসান হবে। যদি এমন আশা করো যে, দুইয়ের মধ্যে এক ঋষি যেদিন মারা যাবেন, সেই দিনই পৃথিবীতে শান্তি দেখা দেবে, তবে সে আশা সফল হবে না, কেননা জগতে বশিষ্ঠও অমর, বিশ্বামিত্রও অমর। আমার বিশ্বাস একদিন এই দুই ঋষিই এক যজ্ঞের ভার নেবেন, মন্ত্র এবং অস্ত্র, অমৃত এবং উপকরণ একত্রে মিলিত হবে, সেই যজ্ঞের অগ্নিশিখা আর নিববে না। এশিয়া য়ুরোপ যদি কোনো দিন সত্যে মিলতে পারে তাহলেই মানুষের সাধনা সিদ্ধ হবে—নইলে রক্তবৃষ্টিতে মানুষের তপস্যা বারংবার কলুষিত হোতে থাকবে।" ২৪ মে ১৯২০।

রবীন্দ্রনাথ

পাঠকের প্রয়োজনে সম্পাদকের দায়িত্ব

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সম্পাদকদের যে পরিমাণ দায়িত্ব থেকে থাকে তার কিছুটা দেশের আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট, আর কিছু দায়িত্ব নীতিগত, সমাজগত ও আদর্শগত নানা মাপকাঠির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সম্পাদকের আদর্শ এবং রুচি সম্পাদনার কাজে প্রধান চালক-শক্তি।

তাহলে আমরা প্রধানতঃ দায়িত্বের উপর দুটি নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে থাকি—একটি আইনগত, দ্বিতীয়টি নীতিগত। বলা বাহুল্য প্রথম দায়িত্ব সবসময় দেশের প্রয়োজনের দিক থেকে সঠিক ভাবে নির্দেশিত না হতে পারে। আমাদের দেশে বিদেশী সরকারের আমলে সরকারী আইন ও নির্দেশের বাধা নিষেধকে পাশ কাটিয়ে এবং অনেক সময় অগ্রাহ্য করে দেশের স্বাধীনতা, প্রগতি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিশ্বাসী আদর্শবাদী সম্পাদকেরা বহু দুঃখকষ্ট বরণ করেও পিছপা হননি। তাঁদের কাছে সরকারী আইনই বড় ছিল না, বড় ছিল দেশ এবং জাতির প্রশ্ন। শিক্ষা-দীক্ষা এবং সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, জাতির চেতনাকে প্রগতির পথে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁরা তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। আজ দেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিদেশী অধিকারের অবসান হয়েছে, স্বভাবতঃই আমাদের সুযোগ এবং সম্ভাবনার ক্ষেত্র হয়েছে অনেক প্রসারিত। তবু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে আইনগত বিধিনিষেধ এবং আইনগত দায়িত্বই সম্পাদকদের প্রধান পরিচালনী শক্তি নয়। তাঁদের প্রধান পরিচালনী শক্তি হল নিজেদের আদর্শ এবং রুচি—নীতিগত ও সমাজগত কল্যাণ বোধের দ্বারাই তাঁরা পরিচালিত হবেন।

আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দী থেকে যে নব জাগরণের সূত্রপাত, সেই নব জাগরণের কর্ণধারগণ দেশের সমসাময়িক প্রয়োজনে সমকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পরিচালনা করে যে ঐতিহ্য ও দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখে গেছেন সেটা আমাদের গর্বের বিষয়। একথা সকলেই জানেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানই আমাদের দেশে নব জাগরণের সূত্রপাত করে। নব জাগরণের প্রথমতম মনীষী রাজা রামমোহন রায় এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন—উপলব্ধি করেছিলেন যে, জ্ঞানের আলোক বিকিরণের মধ্য দিয়ে দেশের জনসাধারণের শতাব্দীব্যাপী জড়তাকে ভাঙতে হবে। সাময়িকপত্র প্রকাশ এবং পুস্তক-পুস্তিকা মারফৎ তিনি

আত্মনিয়োগ করেছিলেন এই মহৎ কাজে। এ ছাড়াও বাঙলা ভাষার অবস্থাও তখন শোচনীয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে সুরু করে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণ পাঠকের উপযোগী সংবাদ ও সরস কাহিনী পরিবেশনের দ্বারাই সাময়িক পত্র সমসাময়িক বাংলা গদ্যের পঙ্গুত্ব ঘুচিয়ে তাকে প্রতিদিনের কাজকর্মের উপযোগী এবং সর্বসাধারণের উপভোগ্য রসসৃষ্টির বাহন করে তোলে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্য প্রধানত সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়েই বেড়ে উঠেছে। বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বাহন হয়েই সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক-পত্রিকা সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সবুজপত্র ইত্যাদি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

তখন দেশের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে এই সব পত্রিকার সম্পাদকেরা জনশিক্ষার কাজে একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সর্বপ্রথম প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা দিগ্‌দর্শনে ভূগোল, ইতিহাস, দেশ-বিদেশের জ্ঞাতব্য তথ্য কৌতুককর অথবা বিস্ময়জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী ইত্যাদি প্রকাশিত হত। রাম-মোহন রায়ের সংবাদ-কৌমুদি, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার-চন্দ্রিকা প্রভৃতিতে সরল ভাষায় ছোট ছোট শিক্ষামূলক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশিত হত। আবার ভাষা যাতে সাধারণের কাছে সহজ বোধ্য হয় সেদিকেও তাঁদের নজর ছিল। এই আখ্যান ও প্রস্তাবগুলির মত সহজ সরল ভাষা এর পূর্বে দেখা যায় নি। ১২৩৭ সালে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় সংবাদ-প্রভাকর প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের প্রথম উদ্যম এখানেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে বাঙলা কবি ও কাব্যের বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ সমালোচনার ধারা প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু ১৮৪৩ খৃঃ প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা এক নূতন যুগের সূচনা করে। এইখানেই অক্ষয় কুমার দত্ত নীতিগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ নানা বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে তত্ত্ববোধিনী বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে এক নব ঐশ্বর্যের যোগান দেয়। তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ পরে বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্যসন্দর্ভ ইত্যাদি পত্রিকার মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে ও দ্বিজেন্দ্রনাথের ভারতীতে পরিণতি লাভ করে। এই হল আমাদের সামনে বাঙলা দেশের সম্পাদনা জগতের বিরাট ঐতিহ্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সমালোচকদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, সমালোচকেরা হলেন সাধারণের রুচির পরিচালক। একথা সম্পাদকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কারণ, সম্পাদকেরা প্রকৃতপক্ষে সমালোচক। সম্পাদকের দায়িত্বের মধ্যে অনেক কিছুই পড়ে—নানা বিষয় ও ঘটনা সাধারণের গোচরে আনা; সমাজ, দেশ ও ব্যক্তির ক্ষতিকারক বিষয় ও ঘটনার সমালোচনা করা, প্রগতিমূলক সমাজ কল্যাণকর বিষয় ও ঘটনার প্রশংসা করা, দেশের দুঃখ দারিদ্র্য মোচনে নতুন পথ নির্দেশ করা এবং নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা। এই সমস্ত কাজ করার মধ্য দিয়ে তাঁরা সাধারণের রুচির নিয়ন্ত্রণের ভূমিকাই নিয়ে থাকেন এবং রুচি গঠনও করে থাকেন। এ বড় কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নয়—কোন রাষ্ট্রনৈতিক নেতা, সে তিনি যত প্রভাবশালীই হ'ন না কেন, এত ক্ষমতার অধিকারী নন। কাজেই ক্ষমতা ও দায়িত্ব যখন এত বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ তখন এখানে যথেষ্ট সংযম, বিবেচনা, ধৈর্য ও দায়িত্বজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। আমাদের সামনে গৌরবময় পুরানো ঐতিহ্য বর্তমান—এখন প্রয়োজন হচ্ছে বর্তমান সামাজিক প্রয়োজনের স্বরূপ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা। বর্তমানে আমাদের সামনে সামাজিক প্রয়োজন বা সামাজিক দায়িত্বটা কি?

আজ সব থেকে বড় সামাজিক প্রয়োজন হল দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতি ও রুচির মানকে উন্নীত করা—জনসাধারণের মধ্যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার চেতনার উদ্বোধন, শিক্ষার অনগ্রসরমানতাকে যতটা সম্ভব দূর করা—এই কাজগুলিই আজ সম্পাদকদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। একদা যে রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষীরা যেমন বুঝেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার আলোক জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে দেশবাসীর জড়তা দূর করাই হল প্রধান কাজ। বর্তমানে পশ্চিমের কোন কোন দেশ থেকে বিকৃত রুচির ও নগ্নতা বা অশ্লীলতার পঙ্ক পরিকীর্ণ ঢেউ আসছে। এটাকে আমাদের রোধ করতে হবে যেমন মোহন সিরিজের নীচু মানের সাহিত্যরুচির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে তেমনি বিকৃত রুচির বিরুদ্ধেও লড়তে হবে। একাজে পাঠাগারগুলি সম্পাদকদের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করতে পারেন—তাঁরাও নিশ্চয় এই মহান উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হবেন। সাধারণ পাঠাগারগুলি দেশের নানা স্থানে শিক্ষিত বাঙালীর জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটিয়ে থাকে—তাদের দায়িত্ব অনেক। বলতে গেলে দেশের সম্পাদকদের যাড়ে যে গুরু দায়িত্ব আছে অর্থাৎ দেশের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন ও রুচির মান উন্নয়ন—সে কাজে সাধারণ পাঠাগারগুলিরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বৃত্তি-কুশলীদের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের সমস্যা ও সমাধান

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বই ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানোই গ্রন্থাগার কর্মীর প্রধান কাজ। এই যোগাযোগটা যত সুষ্ঠুরূপে ঘটানো যাবে সমাজে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা তত বাড়বে। গ্রন্থাগার কর্মী সেবা দ্বারা জনসাধারণকে তুষ্ট করতে পারলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সফল না হবার কোন কারণ নেই। হাজার হাজার বইয়ের মধ্যে কোন্ বইটি বিশেষ একটি মনের উপযোগী তার নির্দেশ দেওয়া সহজ নয়। আগে থাকতেই পাঠকের প্রয়োজন অনুমান করে বর্গীকরণ ও তালিকাকরণের সাহায্যে গ্রন্থাগারের পুস্তক বিন্যাস করে রাখা হয়। এই বিন্যাসের পদ্ধতি উন্নত করবার জন্য বিদেশের গ্রন্থাগারিকরা নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন। তার ফলে আমরা পেয়েছি দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি, তালিকাকরণের অ্যাঙ্গলো-আমেরিকান কোড ইত্যাদি এর জন্য গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একশ বছর পূর্বেও গ্রন্থাগার ছিল কিছু হাল্‌কা সাহিত্যের সংগ্রহ; গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং যুগের প্রয়োজনে তা হয়ে উঠেছে শিক্ষা ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যে গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বপ্রধান ভূমিকা সে বিষয় প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কর্মীদের দক্ষতার উপর গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নতি ও অবনতি অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু এর জন্য বিশেষ করে প্রয়োজন বৃত্তি-কুশলী কর্মীর।

বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের উপর আমাদের দেশে বছর কুড়ি যাবৎ জোর দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত এমন বহু কর্মী গ্রন্থাগার পরিচালনা করছেন যাঁরা কোনো শিক্ষণকেন্দ্রে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করবার সুযোগ লাভ করেন নি। তবুও এঁদের মধ্যে অনেকেই দৈনন্দিন কার্যক্রম অনুবর্তন করে যথার্থ বৃত্তিকুশলী হয়ে উঠেছেন। সরকারী হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে সকল প্রকার সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১,৩০০। এ সব গ্রন্থাগার যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে পরিচালনা করে আসছেন তাঁদের কর্মকুশলতা কোনো শিক্ষণ কেন্দ্রের সনদের মধ্যে সীমিত নয়। বাঙ্‌লা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা এঁরা। বাঙ্‌লা দেশের সাধারণ পাঠক এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ; আমাদের স্বল্পবিত্তশালী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে এঁরা নীরবে সেবা করে চলেছেন। এঁদের আমার শ্রদ্ধা জানাই।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

হাতে-কলমে কাজ শিখে যারা কুশলী হয়ে উঠেছেন গ্রন্থাগার পরিচালনায় তাঁদের প্রয়োজন দীর্ঘ দিন থাকবে। কিন্তু গ্রন্থাগারের মান উন্নয়ন করবার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা প্রাপ্ত বৃত্তি-কুশলী কর্মী এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রন্থাগারিক বললে বোঝাত এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে যিনি তাঁর জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তির সহায়তায় পাঠকদের সাহায্য করবেন; পুস্তকের লেখক তালিকা, বিষয় তালিকা অথবা নাম তালিকার প্রয়োজনীয়তা ছিল গৌণ। তখন নবপ্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছিল কম, গ্রন্থাগারের জন্য টাকার বরাদ্দ ছিল সামান্য। সুতরাং বর্তমানের তুলনায় যে অল্প সংখ্যক বই গ্রন্থাগারে আসত গ্রন্থাগারিক এবং তাঁর সহকর্মীদের পক্ষে তাদের বিষয়বস্তু মোটামুটিরূপে জেনে রাখা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন—গ্রন্থাগারে প্রতি বৎসর এত বেশি বই আসে যে কর্মীদের পক্ষে তাদের পরিচয় মনে করে রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। লাইব্রেরি অব কংগ্রেস প্রতি বৎসর গড়ে চল্লিশ লক্ষ পুথি-পত্র সংগ্রহ করে। য়ুরোপ আমেরিকার অনেক গ্রন্থাগারের বার্ষিক সংগ্রহ বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার। এসব বই আবার শুধু স্বদেশের সুপরিচিত লেখকদের রচনা নয়; এবং ভাষাও একাধিক। বিজ্ঞানের আবিষ্কার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়েছে; এর ফলে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। সকল দেশের সকল ভাষার ভালো বই গ্রন্থাগারে স্থান পায়। তাছাড়া আজ কাল যেমন অসংখ্য বিষয়ের উপরে বই লেখা হয় পূর্বে তেমন ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রন্থাগারে সাহিত্য, ইতিহাস এবং ধর্ম ও দর্শনের সংগ্রহ প্রধান ছিল। এখন বিচিত্র বিষয় এবং বিপুল সংখ্যক পুস্তক যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে কোনো কুশলী সুপণ্ডিত গ্রন্থাগার কর্মীর ব্যক্তিগত দক্ষতায় তার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে পুস্তকের সর্ববিধ পরিচয় তালিকাবদ্ধ করে রাখা চাই। পাঠক ও গ্রন্থাগার কর্মী প্রয়োজনের সময় অতি সহজেই সেই লেখক তালিকা, নাম তালিকা, বিষয় তালিকা প্রভৃতি থেকে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে আজকাল গ্রন্থাগারের কর্মসূচী অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। রেফারেন্স বই, নানা ধরণের গ্রন্থসূচী এবং পুস্তক বর্গীকরণ ও তালিকাকরণের উন্নত প্রণালী গ্রন্থাগারের কাজকে মেক্যানাইজ করতে সাহায্য করেছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ থেকে এসব আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের কৌশল জানা যায়। প্রতি বৎসর হাজার হাজার নতুন বই বের হচ্ছে। এদের উপযোগিতা

সুসমঞ্জসভাবে বিন্যাস করে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত না করলে পুস্তক-যুগের দান ব্যর্থ হয়ে যাবে। বইয়ের দানকে সার্থক করে তোলাই বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগারিকের কাজ।

বৃত্তি-কুশলী কর্মীর চাহিদা

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের এখনো শৈশব কাল। ১৯০৩ সালে ভারত সরকার জনসাধারণের জন্য ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির দ্বার মুক্ত করায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় যে গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব আছে তার স্বীকৃতি প্রথম পাওয়া গেল। তার পরে পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে; কিন্তু গ্রন্থাগার প্রসারের কাজ বড় একটা এগোয় নি। হয় তো আমাদের পরাধীনতাই এর জন্য দায়ী। গ্রন্থাগারের উন্নতি না হওয়ায় বৃত্তি-কুশলী কর্মীর সংখ্যাও যথেষ্ট নয়; এবং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শেখাবার সুষ্ঠু ব্যবস্থাও নেই। এটা স্বাভাবিক। কারণ জীবিকার্জনের পথ না থাকলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে লাভ কি? গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেও যারা চাকুরি পাবে না, কিংবা ভদ্রভাবে বাঁচবার মতো বেতন পাবে না, গ্রন্থাগারিক বৃত্তির উপর তাদের মন বিরূপ হয়ে উঠবে; একদিন এরাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও প্রসারের পরিকল্পনার সঙ্গে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শেখাবার ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনার কোনো মূল্য নেই।

যুদ্ধের পর থেকে জাতি গঠনের জন্য অনেক পরিকল্পনা রচিত হয়েছে, এবং সরকার এদের কতকগুলি কার্যকরী করবার জন্য কাজ আরম্ভ করেছেন। কিন্তু দেশে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য কোনো সর্বাত্মক পরিকল্পনা অদূর ভবিষ্যতে গৃহীত হবে তেমন আশা দেখা যায় না। অথচ বর্তমান যুগে জাতি গঠনের কাজে বইয়ের সাহায্য অপরিহার্য। বৃত্তি-কুশলী কর্মীর পরিচালনায় দেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার স্থাপিত হলেই বই থেকে নতুন, সজীব ও কার্যকরী চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়ে জাতির মনকে উর্বর করে তুলতে পারে।

ডাঃ রঙ্গনাথন তাঁর ত্রিশ সালা গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় দেখিয়েছেন যে ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে এক লক্ষ বিশ হাজার বৃত্তি-কুশলী কর্মীর প্রয়োজন হবে। বলা বাহুল্য, এসব কর্মীদের শিক্ষা ও যোগ্যতার মান হবে বিভিন্ন স্তরের। মোটামুটি ৪টি স্তর নির্দেশ করা যেতে পারে: (১) পরিচালক—গ্রন্থাগারিক বৃত্তির শ্রেষ্ঠ কর্মীরা এই শ্রেণীতে উন্নীত হবার যোগ্য। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। এই শ্রেণীর কর্মীরা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠন ও

পরিচালনায় নেতৃত্ব করবেন। (২) সহ-পরিচালক—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দু'বছরের ডিগ্রি থাকা চাই। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠন ও পরিচালনায় দক্ষতা আবশ্যক। (৩) সহকারী—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা থাকা চাই। পুস্তক নির্বাচন, বর্গীকরণ ও তালিকাকরণ প্রভৃতি হবে এদের প্রধান কাজ। (৪) আধা-কুশলী কর্মী—এদের সংখ্যা হবে সব চেয়ে বেশি। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সকল রুটিন সুসম্পন্ন করবার দায়িত্ব এদের। এই শ্রেণীর কর্মীর জন্য নিম্নতম গুণাবলী হবে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় পাশ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট।

ডাঃ রঙ্গনাথনের সর্বভারতীয় হিসাবের অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশ বছর ধরে বার্ষিক সকল শ্রেণীর ২৫০ জন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে প্রায় দু'শ জন হবে আধা-কুশলী কর্মী।

ত্রিশ বছরের মেয়াদ বড় দীর্ঘ। অন্ততঃ পনেরো বছরের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রসার ও উন্নয়নের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। কারণ আমাদের জাতি গঠনের সকল পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের শিক্ষার উপরে। গ্রন্থাগার শিক্ষার ভিত্তি: অন্যান্য পরিকল্পনার পূর্ণ সাফল্য গ্রন্থাগারের উন্নতির উপর পরোক্ষে নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬১-৬২ সালে প্রাথমিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে দশসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার প্রসারের পরিকল্পনা যুক্ত করলে ভালো হতো, গ্রন্থাগারের সহায়তা না পেলে কোনো শিক্ষা-পরিকল্পনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। এখন পর্যন্ত যদিও সরকার কোনো সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি, তবু অদূর ভবিষ্যতে যে করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে কোনো আধুনিক প্রগতিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ্রন্থাগারের দাবীকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সর্বাত্মক পরিকল্পনা সফল হলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে দেখা যাক। পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম বা মৌজার সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজারের অধিক। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে গ্রামকে একক বা ইউনিট না ক'রে ইউনিয়নকে ইউনিট করা যায়। ইউনিয়নের সংখ্যা প্রায় দু' হাজার। ইউনিয়ন গ্রন্থাগার থেকে গ্রামে গ্রামে বই পাঠানো হবে। দু' হাজার ইউনিয়নের উপরে থাকবে ২৮০টি থানা গ্রন্থাগার; থানা গ্রন্থাগারগুলির উপরে ৬৬টি মহকুমা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে; এদের উপরে থাকবে ১৫টি জেলা গ্রন্থাগার। একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সফল করতে হলে অন্ততঃ আট হাজার

বৃত্তি কুশলী কর্মীর প্রয়োজন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে দু'হাজারের অধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০৭টি বিভিন্ন ধরণের কলেজ, ছটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী ও বে-সরকারী দপ্তর সংযুক্ত গ্রন্থাগারগুলিতে হাজার অনেক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীর দরকার হবে। আর এগারো হাজার বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগার কর্মী পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। এর ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা যে বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বৃত্তি কুশলীদের মান উন্নয়ন

এই বিরাট সম্ভাবনাময় পরিকল্পনা সফল হলে বৃত্তি কুশলী কর্মীদের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু সে আশা যেন আমাদের নিষ্ক্রিয় না করে। বর্তমান সংকীর্ণ সুযোগের মধ্যেও অনেক কিছু করবার আছে। প্রধান কর্তব্য গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শেখাবার সুযোগ বৃদ্ধি করা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গত সতেরো বছর ধরে গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে আসছেন। পরিষদের দক্ষ কর্মীরা মাঝে মাঝে পল্লীগ্রামে গিয়ে সেখানকার কর্মীদের হাতে-কলমে কাজ শিখিয়ে আসেন। তাছাড়া জেলা গ্রন্থাগার সমূহ স্বল্পকালীন প্রাথমিক শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করায় গ্রামের কর্মীরা উপকৃত হয়েছেন। এসব শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা উপরে বর্ণিত আধা-কুশলী কর্মী পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এ ধরণের কর্মীরা প্রধান স্তম্ভ। এই শ্রেণীর কর্মীই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় প্রয়োজন। অনেক গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের সার্টিফিকেট নিয়ে নিজেদের যোগ্যতায় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গত আট নয় বছর যাবৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। এর পূর্বে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির ডিপ্লোমা ক্লাশও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে।

শিক্ষার মান উন্নত না হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্ম-কুশলতা বৃদ্ধি পাবে না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মীদের কুশলতার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় অর্থাভাব। সরকার ব্যাপক গ্রন্থাগার পরিকল্পনার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন, কিন্তু প্রাথমিক বৃত্তি শেখাবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আর্থিক সাহায্য করতে সরকার এগিয়ে আসবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর্থিক সাহায্য পেলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অনায়াসে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।

বর্তমানে গ্রন্থাগার বৃত্তি শেখাবার যে ব্যবস্থা আছে তাতে পুঁথিগত বিদ্যা শেখাবার উপর ঝোঁকটা বেশি পড়ে। বর্গীকরণ, তালিকাকরণ, রেফারেন্স প্রভৃতির

তত্ত্ব শিখলেই যথেষ্ট হয় না। তত্ত্বকে হাতে কলমে নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করবার শিক্ষাটাও দেওয়া চাই। এর জন্য সর্বক্ষণের জন্য কয়েকজন শিক্ষকের প্রয়োজন। ছাত্রদের কাজে যেরূপ তত্ত্বাবধানের দরকার এক ঘণ্টার শিক্ষকের দ্বারা তা সম্ভব হয় না। মাত্র তিন চার ঘণ্টার ক্লাসের পরিবর্তে সারা দিনের ক্লাস হওয়া আবশ্যক। পার্ট-টাইম শিক্ষক ও পার্ট টাইম ছাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার সবচেয়ে বড় ত্রুটি।

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই লেখা না হলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্স ব্যর্থ হবার আশঙ্কা আছে। স্কুল-কলেজে ইংরেজী শিক্ষার মান নেমে গেছে। সুতরাং ম্যাট্রিক অথবা আই-এ পাশ করে যে সব ছাত্র আমাদের ক্লাসে যোগ দেয় তাদের পক্ষে রীতিমতো কঠিন ইংরেজী ভাষায় লেখা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের মর্ম গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। শুধু ভাষার বাধা নয়; পরিবেশটাও সম্পূর্ণ অপরিচিত। যে ধরণের গ্রন্থাগারের কথা পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে তেমন গ্রন্থাগার ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের নিকটই সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইংরেজী বইয়ের খবর কোথায় পাওয়া যাবে সে কথা জানা থাকা নিশ্চয়ই ভালো; কিন্তু ভারতে প্রকাশিত বই, বিশেষ করে নতুন বাংলা বইয়ের খবর কোথায় পাওয়া যাবে তা না জানলে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার কর্মীর শিক্ষা কি করে সম্পূর্ণ হতে পারে? এ সব দেশী গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ করবার মতো সামর্থ্য নেই তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে কি ভাবে তালিকা প্রস্তুত করবে? [illegible] তো কেবল বিদেশী বইয়ের জন্য। আমাদের দেশের বই নেই; অথচ পাঠকরা তো সেগুলো সম্বন্ধেই বহু প্রশ্ন করবে। তাদের উত্তর কেমন করে দেওয়া যায়? বাংলার গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সব সমস্যার কথা আলোচনা করে এবং সমাধানের নির্দেশ দিয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই লেখা না হলে এদেশে গ্রন্থাগারের মান উন্নয়নের আশা নেই। সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, ডিগ্রী শ্রেণির ছাত্র এবং সকল কর্মীর জন্যই আদর্শ পাঠ-ভূমিকায় রচিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই অপরিহার্য। বই লেখা অসম্ভব নয়, কিন্তু মুদ্রণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করবার মতো সঙ্গতি অভাব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে প্রতি বৎসর গ্রন্থ প্রকাশে লেখকদের সাহায্যের জন্য একটা অঙ্ক বরাদ্দ করা হয়। তা থেকে সাহায্য পাবার জন্য পরিষদ চেষ্টা করতে পারেন।

ছাত্রদের শিক্ষা সমাপ্তির পর কোনো সুপরিচালিত গ্রন্থাগারে কিছুদিন শিক্ষানবিশ হয়ে কাজ শেখার সুযোগ করে না দিলে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। আমেরিকার কোন কোন লাইব্রেরি স্কুল শিক্ষানবিশ রাখবার ব্যবস্থা করেছে। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পরীক্ষা পাশ করেই কেউ স্বাধীন

ভাবে কাজ করতে পারে না। যদি কাজ না করতে পারে তাহ'লে সে বৃত্তি-কুশলী অভিজ্ঞ কর্মীর সমান মর্যাদা পাবে কেন ?

বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রতি বৎসর চার পাঁচজন ছাত্রকে দু'বছরের ডিগ্রি কোর্স পড়াবার ব্যবস্থা করবার সময় এসেছে। গ্রন্থাগার প্রসারের পরিকল্পনা সফল করবার জন্ত উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট কর্মীর প্রয়োজন শীগগীর অনুভূত হবে। তাছাড়া ডিগ্রি না থাকলে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বাঙলার কর্মীদের পশ্চাতে পড়ে থাকবার আশঙ্কা আছে।

বর্তমানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শেখাবার সুযোগকে প্রসারিত করবার প্রয়োজন নেই। শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তর এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন দরকার। সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে পৃথক লাইব্রেরি স্কুল স্থাপন করে ব্যাপক ভাবে শিক্ষা দেবার আয়োজন করা যেতে পারে।

যাঁরা অনেক দিনের অভিজ্ঞ কর্মী তাঁরাই একদিন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকতা করবেন। শিক্ষকদের শিক্ষিত করবার ব্যবস্থাও থাকা চাই। ক্লাসের শিক্ষা তো আংশিক শিক্ষা। গ্রন্থাগার বিষয়ক সভা, আলোচনার আসর, বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন পুরানো বিদ্যাকে ঝালাই করবে। এ ছাড়া কর্মীদের জন্ত বৎসরে একবার স্বল্পকালীন ক্লাসের আয়োজন করা যেতে পারে। এর ফলে তাঁরা ভুলে যাওয়া বিদ্যা ফিরে পাবেন। আর ভুলে যাওয়াটা তো স্বাভাবিক। কারণ বই পড়ে যা শিখি তা প্রয়োগের ক্ষেত্র পাওয়া যায় না।

পাঠক ও গ্রন্থাগার কর্মী

সর্বোপরি, গ্রন্থাগার কর্মীদের পড়বার এবং গবেষণার সুযোগ না দিলে তাদের মান উন্নত হবার সম্ভাবনা কম। গ্রন্থাগারের কর্মী যদি বই পড়ে' এবং তার মূল্য নির্ধারণ করে না রাখে তাহ'লে পাঠককে সাহায্য করবে কি করে? বিদেশে এই সুযোগ দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনাকে যান্ত্রিক করে তোলবার মার্কিন প্রচেষ্টার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সে দেশেও মানুষের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া এখনো চলে না। আমাদের দেশে তো তা চলতেই পারে না। আমাদের অর্থাভাব; বইয়ের দীনতা পীড়াদায়ক। যেকালেকার বই নেই, অন্ত বইয়ের সংখ্যাও নগণ্য; সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ, একটি পুস্তিকা, কোনো পুস্তকের একটি বিশেষ অধ্যায় হয়তো একদিন কাজে লাগতে পারে সেই ভেবে টুকে রাখতে হবে। পাঠকরা সাধারণতঃ অসহিষ্ণু; বইয়ের অভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না একথা তারা বুঝবে না। তাঁরা ভাববে, এটা গ্রন্থাগারিকের অক্ষমতা; গ্রন্থাগারের প্রতিভ

তারা বিমুখ হয়ে উঠবে। জনচিত্ত যাতে বিরূপ না হয় তার জন্য যে-সব পুথিপত্র আছে অধ্যয়ন ও আলোচনার সাহায্যে তাদেরই পরিচয় সংগ্রহ করে রাখা উচিত।

এদেশের গ্রন্থাগার কর্মীর আর একটি বড় সমস্যা এই যে, এখানকার একটু উন্নত ধরণের একটি গ্রন্থাগারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় জগতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি রাখতে হয়। সুতরাং তাদের পরিচয়ও রাখতে হয়। কিন্তু য়ুরোপ আমেরিকার অল্প কয়েকটি গ্রন্থাগার ছাড়া প্রায় সব গ্রন্থাগারই প্রাচ্যকে বাদ দিয়েও স্বচ্ছন্দে চলে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সকল পরিকল্পনা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শেখাবার সকল আয়োজনই ব্যর্থ হবে যদি বৃত্তি-কুশলী কর্মীদের ভদ্র ভাবে বাঁচবার মতো আর্থিক সঙ্গতির ব্যবস্থা না করা হয়। বৃত্তি-কুশলী কর্মীরা কোন বিশেষ সুবিধা দাবী করে না। সমাজকে যে পরিমাণ সেবা করে সেই অনুপাতে, এবং অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলেই গ্রন্থাগার কর্মীরা সন্তুষ্ট হবে। ম্যাট্রিক পাশ কেরানীর প্রারম্ভিক বেতন পঞ্চাশ টাকা হতে বাধা নেই; কিন্তু গ্রন্থাগারিক বৃত্তির অতিরিক্ত গুণাবলী অর্জন করলে বেতন হ্রাস পায়। এরিয়া লাইব্রেরিয়ানের বেতন নির্ধারিত হয়েছে পঁচিশ টাকা। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন যে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের বেতন ও মর্যাদা সিনিয়র শিক্ষকদের অনুরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। গ্রন্থাগারিক বৃত্তির উপর তলায় যারা আছেন তাঁদের অবস্থাও উজ্জ্বল নয়। তাঁদের কাছ থেকে বিদেশী ভাষার জ্ঞান এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান দাবী করে, যে বেতন দেওয়া হয় একজন সাধারণ বি-এ পাশ কেরাণীও সেই বেতন পেতে পারে। সুতরাং বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মূল্য দেওয়া হয় না। তার ফলে বৃত্তি-কুশলী কর্মীদের মনে নিজেদের বৃত্তি সম্বন্ধে গৌরব বোধ জাগতে পারে না। এই গৌরব বোধ না থাকলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সফল হওয়া কঠিন।

১৯৪৮ সালের জুন মাসে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি বিশেষ আলোচনা ও বিচারের পরে স্থির করেছেন যে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি যারা গ্রহণ করবে তাদের গবেষণাপটু এবং প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া চাই। কারণ, এরাই ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক, গবেষক প্রভৃতিকে পড়াশুনার ব্যাপারে নির্দেশ দেবে। রয়েল সোসাইটি এই সিদ্ধান্তও করেন যে গ্রন্থাগার কর্মীদের মর্যাদা অন্যান্য বৃত্তির অনুরূপ হতে হবে। আমাদের দেশে এরূপ কোন সিদ্ধান্তের অভাবে বৃত্তি-কুশলী কর্মীদের

মান নীচু হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যে বৃত্তি উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা দেবে না, প্রতিভাবান ছেলেরা সে বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হবে কেন? অন্য পথে গেলে উন্নতি সহজ। এর ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নেতৃত্ব করবার মতো প্রতিভাবান, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বৃত্তি-কুশলী কর্মীর অভাব দেখা দিয়েছে। দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং শিক্ষার পক্ষে এটা চিন্তার কথা।

জনসাধারণ ও বৃত্তিকুশলী কর্মী

সকল দেশেই গ্রন্থাগার উন্নয়নের কাজে জনসাধারণ অগ্রণী হয়েছেন। গ্রেট বৃটেনের লাইব্রেরি আইন যাঁর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিধিবদ্ধ হয় তিনি গ্রন্থাগার কর্মী ছিলেন না। আমাদের দেশে জনসাধারণের আগ্রহ নেই কেন? কারণটা কৌতূহলোদ্দীপক। সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটির তৎপরতার অভাবে পশ্চিমবঙ্গে একটিও সুপরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠেনি। বৃত্তি কুশলী ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কোনো কর্মী নিযুক্ত করা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে অসম্ভব। তাই জনসাধারণ আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগারের সেবা কি ধরণের এবং বৃত্তি-কুশলীদের কর্মকুশলতাই বা কি তা জানবার সুযোগ পায় না। বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীরা প্রায় সকলেই সরকারী অথবা বে-সরকারী দপ্তরের সহিত যুক্ত গ্রন্থাগারের কাজ করেন; সুতরাং জনসাধারণের সঙ্গে বৃত্তি-কুশলী কর্মীদের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। আমাদের দেশের প্রায় সকল বৃত্তি-কুশলী কর্মীই একটি বৃহৎ দপ্তরের অংশ মাত্র। গ্রন্থাগার কর্মীদের ব্যক্তিত্ব, কর্মকুশলতা, সংগঠন ক্ষমতা, ইত্যাদি প্রমাণ করবার সুযোগ নেই। বৃত্তি কুশলতাহীন উপরওয়ালার নির্দেশ মেনে তাদের চলতে হয়। গ্রন্থাগারিক হিসাবে সাফল্য লাভ যে স্বাধীন আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে দপ্তরের গ্রন্থাগারে তার একান্ত অভাব। হয়তো এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাদের বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীরা আজ পর্যন্ত কোনো আদর্শ সাধারণ পাঠাগারে উপযুক্ত পরিবেশে কাজ করবার সুযোগ পেল না। তাই গ্রন্থাগারিক হিসাবে তাদের প্রতিভার বিকাশ এবং মূল্য যাচাই এখনো হয়নি। জনসাধারণের পক্ষেও বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীর সমাজে কি প্রয়োজন তা উপলব্ধি করবার সুযোগ নেই।

সরকারী প্রচেষ্টায় অথবা মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে উন্নত ধরনের সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলেই বৃত্তি-কুশলী কর্মীরা সরাসরি জনসাধারণের সেবা করবার সুযোগ পাবে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, তখন লেখক, গবেষক এবং অগণিত পাঠক গ্রন্থাগার কর্মীদের সমর্থনে এগিয়ে আসবেন।

স্কুল ও কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., (এড্.)

স্কুল ও কলেজে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা

Teaching is a co-operative enterprise. উপযুক্ত পাঠদানের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা সরঞ্জামের একত্র সমন্বয়। শিক্ষাদান পদ্ধতির অতি প্রয়োজনীয় অল্প কয়েকটি সরঞ্জামের মধ্যে গ্রন্থাগার একটি। প্রত্যক্ষভাবেই বা পরোক্ষভাবেই হোক বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণশক্তির কেন্দ্র হচ্ছে গ্রন্থাগার। পাঠ্য পুস্তকের বিষয় বস্তু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ। শিশু মনের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে পাঠ্য পুস্তক অক্ষম। পাঠ্য পুস্তকের লেখক বা লেখিকাগণ জ্ঞানপিপাসু শিশু মনের তৃষ্ণা সম্পূর্ণভাবে নিবারণ করতে পারেন না। এই অভাব একমাত্র গ্রন্থাগারই মেটাতে পারে। Socialised recitation, pursuit of group projects, co-curricular activities, learning by doing ইত্যাদির জন্য বহু পুস্তকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে একই সঙ্গে। সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বর্ত্তমান যুগে বিদ্যালয় বা কলেজের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসেবে গ্রন্থাগারের স্থান শিক্ষক সম্প্রদায়ের ঠিক পরেই। "The library is second only to the instructional staff in its importance for high quality instruction and research."

স্কুল ও কলেজে গ্রন্থাগারের বিশেষ স্থান

স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারগুলিকে one purpose library বলা যেতে পারে। একটি বিশেষ গোষ্ঠির মধ্যেই এদের কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ। কাজেই স্কুল ও কলেজ জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক যে সমস্ত পুস্তক সেইগুলিই এখানে প্রয়োজনের দিক থেকে প্রধান হয়ে পড়ে—বাকিগুলি হয় গৌণ। বিদ্যালয় বা কলেজ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নয়—যে স্কুল বা কলেজের সঙ্গে এগুলি সংশ্লিষ্ট তারই একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হচ্ছে গ্রন্থাগার। কাজেই বিদ্যালয় বা কলেজ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলিকে সংশ্লিষ্ট স্কুল বা কলেজ থেকে পৃথক করে ভাবা যায় না।

স্কুল লাইব্রেরী ও ক্লাশ লাইব্রেরী

প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে একটি centralised library থাকা প্রয়োজন। নিজেদের বিচিত্র রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী মানসিক স্ফুরণের বিভিন্ন স্তরের উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচনের এতে সুবিধে হয়। Project জাতীয় কাজ একমাত্র কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেই বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্যে সম্ভব হতে পারে সুচারুভাবে। Uneven development of tastes and interests একমাত্র কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেই সম্ভব। শ্রেণী গ্রন্থাগারে এ ধরণের কাজ ভাল ভাবে হতে পারে না কোনও মতে। তবে কি শ্রেণী গ্রন্থাগারের কোনও প্রয়োজন নেই? নিশ্চয়ই আছে। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য শ্রেণী গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। শ্রেণী গ্রন্থাগারের "Book cover" শিশুদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণের বস্তু। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে শ্রেণী গ্রন্থাগার শিশুদের মনে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করতে পারে।

গ্রন্থাগার কক্ষ

প্রতি স্কুল বা কলেজে এক বা একাধিক কক্ষ গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কক্ষ হবে সুসজ্জিত ও আলো বাতাসে পূর্ণ। ছাত্রদের সেখানে বসে পড়াশোনা করার মত প্রশস্ত স্থান থাকা প্রয়োজন এবং গ্রন্থাগার কক্ষে গ্রন্থাগারের কাজ ছাড়া বিদ্যালয়ের অন্য কোনও কাজ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মুক্তদ্বার পদ্ধতিতে (open access system) সেখানে পুস্তকগুলি সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন যাতে করে ছাত্ররা নিজেদের মনোমত ও রুচিমত পুস্তক বাছাই করে নেওয়ার সুযোগ পায়।

পুস্তক সংগ্রহ

শিশুমনের বিভিন্ন স্তরের চাহিদা অনুযায়ী স্কুলপাঠ্য প্রতিটি বিষয়ের জন্য পুস্তক থাকা চাই। স্কুলপাঠ্য প্রত্যেক বিষয়কেই যেন গ্রন্থাগারে সঞ্চিত বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকরাশি সমৃদ্ধ করে তোলার পক্ষে সহায়তা করে। পুস্তক সংগ্রহ যেন প্রয়োজনকেও ছাড়িয়ে যায়; অর্থাৎ library should plan ahead of demand. উপযুক্ত পুস্তক সংগ্রহ করে রাখলে তার প্রয়োজন ভবিষ্যতে একদিন না একদিন অনুভূত হবেই। দক্ষ গ্রন্থাগারিককে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রয়োজনের কথা ভেবে উপযুক্ত পুস্তক সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

পুস্তক নির্বাচন

স্কুল কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচন করা একটি দুরূহ কাজ। কোনরূপ গুণাগুণ বিবেচনা না করে বা প্রয়োজনের কথা না ভেবে

যথেচ্ছাভাবে পুস্তক ক্রয়ের অর্থ অপচয়। স্কুল ও কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার যে বিশেষ উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সেই উদ্দেশ্যের সহায়ক এমন যে সমস্ত পুস্তক আছে সেইগুলিকে স্কুল বা কলেজ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলির জন্য নির্বাচন করা দরকার। প্রত্যেকটি পুস্তক যেন quality test-এ উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা, ভাষার সাহিত্য সম্পদ, বর্ণনায় প্রাণপ্রাচুর্য, ভাবের গাম্ভীর্য, নৈতিক মান ইত্যাদির দিক থেকে পুস্তকগুলি যেন সমৃদ্ধ হয়। স্কুল ও কলেজের বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের জন্য পুস্তকের একটি graded list থাকলে কর্তৃপক্ষের কাজের যথেষ্ট সুবিধে হয় এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে পড়াশুনোর একটা standard বজায় থাকে।

গ্রন্থাগারের সদ্ব্যবহার

গ্রন্থাগারের সম্পদকে আমরা কিভাবে পাঠ্য বিষয়ের সাহায্যে কাজে লাগাতে পারি? গ্রন্থাগারের সাহায্যে পাঠ্য বিষয়কে সমৃদ্ধ করে তোলাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর কাজ। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পড়ানোর সময়ে গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন ধরণের চার্ট, মডেল, ছবি ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে পাঠ দান পদ্ধতিকে আরও সরস ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। ইতিহাসের কোনও বিশেষ দেশের বিশেষ অংশ পড়াবার সময়ে আমরা যদি অন্যান্য দেশের কয়েকখানি ইতিহাসের বইয়ের সাহায্য নিয়ে সেই সেই দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলীর সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিই তাহলে ছাত্রদের কাছে বিষয় বস্তুটি আরও সজীব ও সরস হয়ে ওঠে। এই ভাবে synchronise করে পড়ানোর মধ্যে পাঠ দানের সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে।

গ্রন্থাগার থেকে কোনও বই পড়ার পর সেই বই সম্বন্ধে কিছু লেখার অভ্যাস করলে ইংরাজী বা বাংলা সাহিত্য লেখা ও ইংরেজী ও বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে লিখতে শেখার পথ সহজ হয়। গ্রন্থাগারের picture file থেকে ছবি নিয়ে Drawing Teacher অঙ্কন বিদ্যা শেখার কাজকে অধিকতর সহজ ও মনোরম করে তুলতে পারেন। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান পড়াবার সময়ে বিভিন্ন ধরণের Bulletins, reports, files of states, city reports ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করলে ছেলেদের মনে যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চার করা যেতে পারে। Vocational subjects এবং technical subjects পড়াবার সময়েও Books on careers, vocational bulletins, বিভিন্ন ধরণের Patterns ও designs পাঠ্য বিষয়কে নিশ্চয়ই অধিকতর সরস ও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

বিদ্ধক পুস্তকের সংগ্রহ ছাড়াও যদি গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন ধরণের ছবি, lantern slides, audio-visual materials ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রয়োজনবোধে পাঠ দানের সময়ে এগুলির যথাযথ সাহায্য নেওয়া হয় তাহলে শিক্ষার্থীগণ পাঠ্য বিষয়ের প্রতিও যথেষ্ট আকৃষ্ট হবে এবং পাঠ দান পদ্ধতিও অনেক সজীব ও সরস হয়ে উঠবে।

সাপ্লিমেন্টারী সার্ভিস

স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারগুলি দৈনিক পুস্তক লেনদেন ছাড়াও অতিরিক্ত সাহায্য হিসেবে অনেক কিছুই করতে পারে। যেমন :—

(ক) সময় সময় এমন ২।১ খানি দুষ্প্রাপ্য এবং বহু মূল্যবান পুস্তকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারগুলিতে সেগুলি পাওয়া যায় না এবং এই ধরণের পুস্তকগুলি ক্রয় করাও সব সময়ে খুব সমীচীন নয়। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের কাজ হবে নিকটস্থ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি থেকে এই পুস্তকগুলি আগ্রহী পাঠককে যোগাড় করে দেওয়া।

(খ) Information on careers এর চাহিদা সব দেশেতেই সব সময়ে আছে। সাধারণত: এই ধরণের খবরাখবরগুলি পাওয়া যাওয়া ছোট ছোট পুস্তিকা বা আলগা কাগজের মধ্যে। এজন্য এই পুস্তিকা বা কাগজগুলিকে পুস্তীভূত না করে একটি নির্দিষ্ট file এর মধ্যে এগুলি রেখে দিলে আগ্রহী দলের চাহিদা মেটানো সহজ হবে।

(গ) সম-সাময়িক খবরাখবরের (current topics) প্রতি ছাত্র মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কোনও দ্রষ্টব্য স্থানে এই খবর সম্বলিত পুস্তক, pamphlets, cuttings এবং illustrations গুলি সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিদ্যালয় সংক্রান্ত খবরাখবরও এতে স্থান পেতে পারে।

(ঘ) **Illustration collections :—**

গ্রন্থাগারেতে বিভিন্ন ধরণের Mounted illustrations এবং post cards সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে এবং এগুলি যদি শিক্ষক মহাশয়গণ যথাযোগ্য স্থানে এবং যথাসময়ে ছাত্রদের Epidiascope এর সাহায্যে দেখানোর ব্যবস্থা করেন তাহলে ছাত্রদের মনে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হবে।

(৬) School archives :—

School এবং College এর গ্রন্থাগারগুলিতে school ও college এর Magazines, prospectous সমূহ, পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ইত্যাদি স্কুলের আরও অন্যান্য কাগজপত্র একই সঙ্গে সংগ্রহ করে রেখে দিলে বিদ্যালয় বা কলেজের ইতিহাস এবং ক্রমোন্নতির একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়।

(৭) দৈনিক সংবাদপত্র

দৈনিক সংবাদপত্র bulletin ছাত্রমহলে সকলের কাছে সমান আগ্রহের সঞ্চার করে। উৎসাহী কয়েকজন ছাত্র এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে ভার নিলে ভাল হয়। প্রতিদিনের সংবাদপত্র থেকে বিশেষ সংবাদগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের শিরোনামা দিয়ে bulletin board-এ লাগাবার বন্দোবস্ত করলে ছাত্র মহলে প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার হবে।

সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার

কোনও বিদ্যালয় বা কলেজ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারে সব রকমের প্রয়োজনীয় পুস্তক কোনওদিন সংগ্রহ করে রাখা সম্ভবপর নয়। কাজেই এক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারের সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ছাত্রদেরও এ কথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, every library is part of wider community of books এবং তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী যত পুস্তকের প্রয়োজন তার মধ্যে কিছু সংখ্যক পুস্তক তাদের বিদ্যালয়ে বা কলেজে সঞ্চিত আছে। সেজন্য ছাত্রদের দুইটি গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা প্রয়োজন—একটি তাদের শিক্ষায়তন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার এবং অপরটি সাধারণ গ্রন্থাগার যা তাদের শিক্ষায়তন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারকে supplement করবে।

এ ছাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন উপায়ে স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করতে পারে। যেমন :—

১। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অনুমোদনে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুস্তক পাঠের সুযোগ দান। ২। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা—ছাত্ররা এই বক্তৃতাদি থেকে যথেষ্ট লাভবান হতে পারে। ৩। শিক্ষায়তন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলিকে প্রয়োজনবোধে পুস্তক সরবরাহ করা। ৪। পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য করা—এর জন্য প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারে ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন রুচি ও বয়স অনুযায়ী পুস্তক সংগ্রহ

করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্কুল বা কলেজের কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারেন এতে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে ছাত্রদের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারসমূহ বর্ত্তমানে শোচনীয় দুরবস্থা

অল্প কয়েকটি স্কুল এবং কলেজ বাদে অধিকাংশ স্কুল ও কলেজ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলির বর্তমানে অত্যন্ত দুরবস্থা। গ্রন্থাগারগুলিকে up-to-date রাখা ত দূরের কথা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বহু পুরাতন সংস্করণের obsolete পুস্তকগুলি বাতিল করে তার পরিবর্তে সেই পুস্তকেরই নতুন সংস্করণ দিয়ে সেগুলি replace করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন magazine কিছুদিন পর্যন্ত subscribe করে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয় ফলে অনেক সময়ে অনেক magazine-এর সম্পূর্ণ set পাওয়া যায় না। Professional কলেজগুলির গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। Medical College, Engineering College ও Agricultural College গুলির শিক্ষক সম্প্রদায় research work এর প্রতি তত আগ্রহী নন; Medical College এর শিক্ষকগণ private practice এর প্রতি অধিকতর আগ্রহান্বিত। ফলে গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা হয়ে উঠেছে শোচনীয়।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি অধিকাংশই একটি অপ্রশস্ত ও আলো-বাতাসহীন ঘরেতে অবস্থিত থাকে। পুস্তকগুলি কয়েকটি বইয়ের তাকে গাদাগাদি করে রাখা হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের ভার থাকে সাধারণতঃ একজন clerk বা indifferent শিক্ষকের ওপর—যিনি একাজ part time basis-এ করে থাকেন এবং তাঁর পাঠ শিক্ষা ত দূরে থাক গ্রন্থাগারের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে প্রায় তিনি অজ্ঞ। ফলে বিদ্যালয়েতে একটি imaginative এবং well planned library service বলতে কিছুই নেই।

গ্রন্থাগারগুলিতে বার্ষিক আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ অত্যন্ত কম। একথা এখনও অনেকেই উপলব্ধি করেননি যে Magazines এবং Periodicals এর মূল্য পুস্তকের চেয়ে অনেক বেশী। কাজেই বিভিন্ন বিষয়ের Journals এবং Periodicals ক্রয় করার জন্য নিয়মিত ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং এর জন্য কিছু non-recurring grant-এর ব্যবস্থা পাঁচ ছয় বৎসর অন্তর থাকা দরকার। বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারগুলিতে open access system বা মুক্তদ্বার পদ্ধতি নেই। গ্রন্থাগারগুলির

কার্যকাল সাধারণতঃ স্কুল ও কলেজের কার্যকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে স্কুল কলেজের দৈনন্দিন কাজ শেষ করে গ্রন্থাগারে এসে পড়াশোনা করার সুযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে এবং অনেকক্ষেত্রেই পরিচালনায় যথেষ্ট অব্যবস্থা রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয়গণের নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের পত্রিকা ক্রয় করার মত আর্থিক সংস্থানও নেই।

দুঃখের বিষয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রধানগণ, শিক্ষা সংস্কারকগণ, এবং এমন কি শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ কেহই এই শোচনীয় পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন না। ফলে দেশের সমূহ ক্ষতির দিকটাতে কারুরই নজর পড়ছে না।

ভবিষ্যতে আমরা যে আদর্শ গ্রন্থাগার চাই

বর্তমান সভ্যতার যুগে আদর্শ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু কি ধরণের গ্রন্থাগার আমরা চাই?

(ক) গ্রন্থাগারগুলিকে আকর্ষণযোগ্য করে তুলতে হবে—যাতে করে শিশু বা ছাত্রা নিজেদের তাগিদেই গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। গ্রন্থাগার কক্ষ হবে অতি প্রশস্ত ও আলো-বাতাসে পূর্ণ। গ্রন্থাগার কক্ষে বসে পড়ার মত সুযোগ ও সুবিধে থাকা চাই (Reading room facilities)। কক্ষের দেওয়ালগুলি চিত্র-বিচিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক ইত্যাদি আসবাবপত্রগুলি অতি রুচি সম্মতভাবে নির্মিত হওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব open shelf system চালু থাকা উচিত। গ্রন্থাগার কক্ষ সুসজ্জিত করার জন্য ছাত্রদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এক কথায় গ্রন্থাগারকে এমন আকর্ষণযোগ্য করে তুলতে হবে যে শিশু বা ছাত্র মনে করে যে এ গ্রন্থাগার তাদের নিজেদের।

(খ) পুস্তক নির্বাচনের উপরই গ্রন্থাগারের সব কিছু সাফল্য নির্ভর করে। কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও উৎসাহী ছাত্রের উপর এ ভার দেওয়া যেতে পারে। Mudaliar Commission এর কথায় "The guiding principle in selection should be not the teachers' own idea of what books the students *must* read but their natural and psychological interests. শিশুমনের বিশেষ স্তরের বিশেষ প্রয়োজন বা চাহিদা বা আগ্রহ অনুযায়ী তাদের সমস্ত রকম পুস্তকই পড়তে দেওয়া যেতে পারে এমন কি stories of detection ও crime পর্যন্তও। জোর করে তাদের উপর classics বা poetry বা তথাকথিত ভাল

পুস্তকের বোঝা চাপানোর কোনও প্রয়োজন নেই। তবে teachers' skill and efficiency will consist in his being able to direct what they are reading now to what they should be reading in due course. অভিজ্ঞ শিক্ষক নিজের দক্ষতার সাহায্যে শিশুমনকে উপযুক্ত গ্রন্থরাজীর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে সাহায্য করেন।

(গ) School Routine এ library class-এর জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই class-এতে অন্যান্য কাজের সঙ্গে ছাত্রগণকে reference বইয়ের সঙ্গে পরিচয় করানো যেতে পারে। এই ধরণের বিশেষ class-এতে ছাত্ররা সমষ্টিগত ভাবে এবং ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা পায়।

(ঘ) Efficient service :— এর পরেই প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিচালনার পদ্ধতি। এইজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ গ্রন্থাগারিকের। গ্রন্থাগারিক বেতনের পরিমাণ ও পদমর্যাদায় অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে সমতুল্য হবেন। এই ধরণের শিক্ষক গ্রন্থাগারিক সব সময়ের জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে এবং প্রতি College-এ থাকবেন। If the library is to be the hub of the academic and intellectual life of the schools and colleges সুতরাং গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব গুরুতর। পাঠকদের কেবল যে পরামর্শদাতা না হয়ে তাদের দক্ষ গ্রন্থাগারিক সাহায্যের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করবেন। অবশ্য তাঁর এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে অন্যান্য Colleague-দের সক্রিয় সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন।

(ঙ) প্রতি বিদ্যালয়ে এবং প্রতি কলেজেই একটি centralised library থাকবে। শ্রেণী গ্রন্থাগার (class library) এবং বিষয় গ্রন্থাগার (subject library) এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে থাকবে। গ্রন্থাগার সংলগ্ন একটি পাঠ কক্ষ (reading room) থাকা অতি প্রয়োজন। শ্রেণী গ্রন্থাগারের পুস্তকের সংখ্যা পর্যাপ্ত হওয়া দরকার এবং Mudaliar Commission-এর কথায় the class library is to change and replenish its stock at frequent intervals so that even within the 4 walls of the class room, the children have a wide variety of intellectual fare spread before them.

(চ) বিদ্যালয় ও কলেজের কর্তৃপক্ষকে ছাত্রদের মনকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে হবে। They should feel the pulse of their students' general reading. পুস্তক লেন-দেনের খাতাতে প্রতি ছাত্রের জন্য কিছু সংখ্যক পাতা নির্দিষ্ট

করে রেখে দেওয়া উচিত এবং ছাত্ররা যখন যে যে বইগুলি পড়ার জন্য নেবে সেগুলি তারিখ অনুযায়ী পর পর লেখা থাকলে, এক নজরে বোঝা যায় যে কোনও বিশেষ ছাত্র কোনও বিশেষ সময়ের মধ্যে কি ধরণের পুস্তক কতগুলি পড়লো। প্রয়োজন বুঝে শিক্ষক প্রধান ছাত্রদের এ বিষয়ে যথাযথ পরামর্শ ও ক্ষেত্র বিশেষে উৎসাহ দিতে পারবেন।

(চ) প্রতি ছাত্রেরই একটি করে Diary রাখা উচিত এবং তাতে সে যখন যে পুস্তক পড়বে সেই পুস্তকের নাম, গ্রহণের তারিখ ও সেই পুস্তকের যে যে অংশ তার ভাল লাগবে সেই সেই অংশগুলি সে এই Diaryতে লিপিবদ্ধ করে রাখবে। সাহিত্য রুচির ও মানসিক উন্নতির মানচিত্র হিসেবে এটি যথেষ্ট কাজে লাগবে।

(ছ) প্রতি সাধারণ গ্রন্থাগারেতেই শিশুদের জন্য একটি নির্দিষ্ট section থাকা দরকার। স্থানীয় বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের সম্পদকে এটি আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবে।

(জ) ছুটির দিনে এবং School ও College hoursএর পরও গ্রন্থাগারগুলি খুলে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। এতে ছাত্রেরা যেমন সুবিধে পাবে সেই রকম স্থানীয় লোকেরাও এই গ্রন্থাগারগুলি থেকে পুস্তক পাঠের সুযোগ পেতে পারবে। এতে যদিও কিছু অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে তবুও এই ধরণের ব্যবস্থা চালু রাখা উচিত। এতে বিদ্যালয় ও স্থানীয় সমাজ পরস্পর পরস্পরের অতি কাছে এসে পড়বে। It will draw the school and the community into a kind of partnership.

(ঝ) বড় বড় সহরে ছুটির সময়ে (long vacation) বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন রুচি সম্পন্ন আগ্রহী শিশু ও ছাত্রদের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করে কোনও central localityতে পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ধরণের প্রদর্শনী ছাত্রদের বিভিন্ন পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের স্থান অনস্বীকার্য্য হবে। এই কারণেই বিদ্যালয় ও কলেজ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলির আমূল সংস্কার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। উদাসীন সরকারকে এ ব্যাপারে সজাগ করে তোলার দায়িত্ব আজ প্রতি শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিকেই গ্রহণ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্ম্মী ও তাহাদের বর্ত্তমান সমস্যা

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে এখনও সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই। অন্যান্য দেশে গ্রন্থাগার কর্ম্মী বলিতে তাঁহাদেরই বুঝায় যাঁহারা গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া অন্নসংস্থান করেন। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের কাজকে অন্নসংস্থানের উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং তাঁহারা বেশীর ভাগই সরকারের জাতীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য বিশেষ গ্রন্থাগারগুলিতে নিযুক্ত। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মুখে যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্ম্মী রয়েছেন তাঁহারা ইহারা নন। বাংলা দেশে ছোট বড় যে ১৫০০ গ্রন্থাগার ছড়িয়ে রয়েছে তাহাতে অবৈতনিক বা অল্পবৈতনিক ভাবে যে কয়েক হাজার কর্ম্মী তাঁহাদের অবসর সময়ে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের সেবা করিতেছেন তাঁহাদের সমস্যাই আজকের আলোচ্য বিষয়। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি যেমন জনসাধারণের উৎসাহে গড়িয়া উঠিয়াছে এই সকল কর্ম্মীরাও সেইরূপ বেশীর ভাগই উৎসাহের বশে গ্রন্থাগারের কাজ করে চলেছেন। স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে যে সকল কাজ আরম্ভ হয় তাহার যেরূপ ভাল দিক আছে সেইরূপ মন্দ দিকও আছে। আমাদের দেশের এই সকল গ্রন্থাগারগুলি যত তাড়াতাড়ি গড়ে উঠে কিন্তু আর পরবর্ত্তী কাজ তত সুষ্ঠুভাবে চলে না। কারণ যে উৎসাহ নিয়ে কর্ম্মীরা গ্রন্থাগার গড়ে তুলেন ঠিক সেই উৎসাহ জীবনের নানা সমস্যার দরুণ বজায় থাকে না। সুতরাং উৎসাহী কর্ম্মীরা সরে গেলেই গ্রন্থাগারটি দুর্দ্দশায় পড়ে। যে সমস্ত কর্ম্মী গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজ করেন তাঁহারা কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমেও অগ্রসর হন না। অনেক সময়ে স্থানীয় দলাদলি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এই সমস্ত গ্রন্থাগার সংগঠনের কার্যে লাগান হয়। ফলে গ্রন্থাগারের যে মূল উদ্দেশ্য তাহাই বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। নেতিবাচক রাজনৈতিক তৎপরতার যুগে যে সংগঠন উৎসাহের পাল খাটিয়ে অগ্রসর হয়েছে আজকে দেশ জোড়া সংগঠনের মুখে সে নিজকে অত্যন্ত অসহায় মনে করছে। সকলেই স্বীকার করছেন এবং বিশেষ করে দাবী করছেন যে সকলের জন্য গ্রন্থাগার চাই এবং সেইহেতু গ্রন্থাগারের কার্যাবলীর বিরোধিতা

করছেন না। ছোট বড় গ্রন্থাগার সম্মেলন ইত্যাদির সংখ্যা বেড়েই চলেছে কিন্তু তবু কোথায় যেন কি একটা রয়েছে যার জন্য গ্রন্থাগারগুলি এবং তথা গ্রন্থাগার কর্মীরা দেশের এই বিরাট গঠন-মূলক কার্য্যে সুষ্ঠু অংশ গ্রহণ করতে পারছেন না। আমার মনে হয় আমাদের দেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের এই বিভ্রান্তির দু'টি দিক রয়েছে: (১) গ্রন্থাগারগুলির পিছনে পরিকল্পনার অভাব ও দেশের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় সেগুলির সামাজিক অপরিপূর্ণতা; (২) গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব।

প্রথমতঃ গ্রন্থাগারগুলির কথাই ধরা যাক্। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে, সমাজের বুদ্ধি-জীবিদের উৎসাহে এবং তাঁহাদেরই অবসর বিনোদন বা বুদ্ধি-বৃত্তি চরিতার্থের জন্য। এই গ্রন্থাগারগুলির পরিকল্পনায় দেশের সাধারণ লোকের সমস্যা কোন স্থান পায় নাই। সেখানে এসে জনসাধারণ, যে জনসাধারণের মধ্যে রয়েছেন চাষী, মজুর, কারিগরী প্রভৃতি তাঁহাদের জীবনের কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ এখান থেকে পান না। সুতরাং সামাজিক সংগঠন হিসাবে আমাদের বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির বুনিয়াদ অতি সঙ্কীর্ণ, সুতরাং এই সঙ্কীর্ণ বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। সরকারী সাহায্যই আজ অনেক গ্রন্থাগারের আয়ের প্রধান উপায়। সরকারী সাহায্য পাবার যৌক্তিকতা যথেষ্টই রয়েছে। অন্ততঃ যতদিন না সরকার দেশব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন করতে পারছেন ততদিন এই গ্রন্থাগারগুলিকেই দেশের লোকের গ্রন্থাগারের চাহিদা মেটাতে হবে। সুতরাং আগত দিনের সরকারী ব্যবস্থার যে সংস্থানগুলি পুরধা তাদের সরকারী সাহায্য পাবার অধিকার আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখতে হবে যে, যে এলাকায় গ্রন্থাগার অবস্থিত সেখানকার জনসাধারণের আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য গ্রন্থাগারগুলি কতখানি পাচ্ছে। কারণ এই সাহায্যের পরিমাণের উপরই বোঝা যায় গ্রন্থাগারগুলি কতটা জনপ্রিয়। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারই সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের আর্থিক বা অন্যান্য সাহায্য লাভ করে। সমস্ত সমাজের সাহায্য তার মেলে না অর্থাৎ এলাকার সমস্ত জনসাধারণ গ্রন্থাগারটিকে তাঁদের প্রয়োজনীয় সংস্থা বলে মনে করেন না। বিদেশে যে সমস্ত Public Libraries আছে সেখানে কেবলমাত্র চিত্ত-বিনোদনের উপকরণ ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের সব কিছু তথ্যই পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারগুলি এলাকার সকল সংস্কৃতি ও তথ্যমূলক কার্য্যের কেন্দ্র। সুতরাং সে দেশে গ্রন্থাগার জাতীয় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়েছে। সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

যতদিন না সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন এই গ্রন্থাগারগুলির গুণগতভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া যে কোন সরকারী গ্রন্থাগার পরিকল্পনাই পশ্চিম বাংলার এই ১৫০০ গ্রন্থাগারকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। বর্ত্তমানে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার পরিকল্পনার কাজ সবে মাত্র সুরু হয়েছে এবং আমার মনে হয় এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে আরও কয়েক বৎসর লাগিবে। কিন্তু যে কোন সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এবং বর্ত্তমান গ্রন্থাগারগুলিকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইলে গ্রন্থাগারগুলির গুণগত পরিবর্ত্তন ও পরিচালনা ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে হইবে। গুণগত পরিবর্ত্তন বলিতে আমাদের দেশের পারপ্রেক্ষিতেই চিন্তা করিতে হইবে। অন্য দেশের ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণে তাহা সফল হইবে না। যে দেশে ২৪% লোক অক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন সে দেশের গ্রন্থাগারের চেহারা বা সমগ্র ব্যবস্থা কখনও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মত হইতে পারে না। বিরাট অল্প শিক্ষিত ও আক্ষরিক জ্ঞানশূন্য জনসাধারণকে পুস্তক ছাড়া ছবি, চার্ট ইত্যাদির সাহায্যেও শিক্ষা দিতে হইবে। এই সঙ্গে মনে করিতে হইবে আমাদের দেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি দেশ জোড়া দারিদ্র্য সুতরাং দেশের নিজস্ব সমাজ শিক্ষার ব্যবস্থা যথা যাত্রা কথকতা ইত্যাদির সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, যতদিন না দেশে পুস্তক পাঠোপযোগী যথেষ্ট পাঠকের সৃষ্টি হয় ততদিন গ্রন্থাগারগুলিকে বিভিন্ন লোক শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আজ গ্রন্থাগার কর্মীকে বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থাগার গুলিকে আগত দিনের বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে হইলে এই গুণগত পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। এই গুণগত পরিবর্ত্তনেই গ্রন্থাগারগুলির ব্যাপক জন সমর্থন লাভের একমাত্র উপায়। দ্বিতীয় কথা, এই গুণগত পরিবর্ত্তনের জন্য ও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ মূলক (Library Extension Work) কার্য্যের জন্য দরকার এক এক এলাকার গ্রন্থাগারগুলির একযোগে চেষ্টা ও তাহাদের মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতা। কারণ অল্প খরচে বেশী ফল লাভের ইহাই সহজতম উপায়। কিন্তু এই পারস্পরিক সহযোগিতাকে সফল করিতে হইলে গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা একটী নির্দিষ্ট নীতির উপর স্থাপিত হওয়া দরকার অর্থাৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থাগার পরিচালনা, যাহা আজ পশ্চিমবঙ্গে এই সকল গ্রন্থাগারে নাই বলিলেই হয়, তাহাই দরকার।

সুতরাং গ্রন্থাগারগুলির গুণগত পরিবর্ত্তনের জন্য দরকার প্রতিটি গ্রন্থাগারে সুশিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীর। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার যে অল্প স্বল্প ব্যবস্থা আছে তাহার সুযোগ যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহারা সাধারণতঃ জীবিকা-র্জ্জনের প্রয়োজনেই তাহা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা এই সকল গ্রন্থাগারে কাজ

করেন না। সুতরাং দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিতে তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া যায় না। আজকের পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারগুলিতে যে সমস্ত কর্মী কাজ করেন তাঁদের নিষ্ঠা, বা উৎসাহ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও তাঁহাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আজ যে কোন কার্য্যেই কুশলী শিল্পীর দরকার। অসুস্থতার নিরাময়ে চিকিৎসকের প্রয়োজন, স্থাপত্য কর্ম্মে স্থপতির প্রয়োজন প্রভৃতি সম্বন্ধে কেহই কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন না কিন্তু গ্রন্থাগার পরিচালনা যে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের কাজ সে সম্বন্ধে যেন আমরা অনেকটা উদাসীন। আজ বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলিতে যে সকল কর্মী রয়েছেন তাঁহাদের কোন বিশেষ শিক্ষা না থাকায় গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় তাঁহাদের কোন বিশিষ্ট স্থান নাই। যে কোন লোকই তাঁহার অবসর ও সুযোগ অনুযায়ী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার পরিচালনা সমিতির নির্দেশ অনুযায়ী দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনা করিতে হয়। তিনি সামান্য বেতনভোগী কর্মী ছাড়া আর কিছুই নহেন। গ্রন্থাগারটির উন্নতিতে তাঁহার কোন দায় থাকে না বলিলেই হয়। কিন্তু গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব অপরিসীম। তিনিই গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার নীতি পরিচালনা সংস্থার সহযোগিতায় বহুলাংশে প্রভাবিত করিবেন। গ্রন্থাগারিকই পরিচালনা সংস্থার সম্পাদক হিসাবে কাজ করিবেন। কিন্তু এই বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে দরকার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত ও উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক; সুতরাং আজ আমাদের গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মুখে বড় সমস্যা হইতেছে প্রতি গ্রন্থাগারে শিক্ষিত কর্মীর নিযুক্তি। আজ শিক্ষিত কর্মী না থাকায় গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করা সম্ভব হইতেছে না। এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলি একই নীতিতে পরিচালিত না হওয়ায় তাহাদের মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং গ্রন্থাগার পরিষদের সংগঠন ও সংযোগ সংস্থা যে সমস্ত কার্য্যক্রম গ্রহণ করেন তাহা কার্য্যকরি করা সম্ভব হয় না। সাধারণ গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ যাঁহারা উৎসাহের বশে সংগঠন ও সংযোগ সংস্থার কাজে সহযোগিতা করেন তাঁহাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান না থাকায় পরিকল্পনাগুলি সফল করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া নিছক সাময়িক উৎসাহের দ্বারা কোন স্থায়ী সংস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। আজ প্রতিটি গ্রন্থাগারের জন্য এবং প্রতি জেলায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য দরকার একদল স্থানীয় শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীর। ডাঃ এস, আর, রঙ্গনাথন তাঁর গ্রন্থাগার পরিকল্পনার গ্রন্থে সেইজন্য গ্রন্থাগার কর্মীর

উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কেবল মাত্র বই, আসবাব ইত্যাদি গ্রন্থাগার তৈয়ারী করে না। একটি বইয়ের সমষ্টিকে গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করেন শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক। ডাঃ রঙ্গনাথনের পদ্ধতিতে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে সারা পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য দরকার ৪০০০ হাজার শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মী। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে বিরাট শিক্ষিত বাহিনী তৈয়ারী ও তাঁহাদের গ্রামের গ্রন্থাগারগুলিতে নিযুক্তি কিরূপে সম্ভব। বর্তমানে যে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষার জন্য রহিয়াছে তাহার মাধ্যমে যে ইহা সম্ভব নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমতঃ সহরের মধ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ থাকায় এবং সেগুলি ব্যয় বহুল হওয়ায় বর্তমান আর্থিক অবস্থায় ও অন্যান্য কারণে এই গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের সে সুযোগ গ্রহণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং এই ব্যাপক কর্মীদল তৈয়ারির জন্য দরকার স্থানীয় শিক্ষা শিবিরের। গতানুগতিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ধারায় পরিবর্তন এই সকল শিক্ষা শিবিরে দরকার। এই শিক্ষা দৈনন্দিন কাজ চালাইবার উপযোগী ও সম্পূর্ণ হাতে-কলমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই সকল শিক্ষা শিবিরে যাঁহারা শিক্ষা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের সাধারণ শিক্ষার মানের বিশেষ পার্থক্য থাকায় কোন বাঁধা-ধরা বক্তৃতামালার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্তগুলি যাহা আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার জন্য দরকার তাহাই শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিৎ। শিক্ষার্থী যে পরিবেশে কাজ করেন সেই পরিবেশেই শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার যাহাতে তিনি অধীত জ্ঞান নিজ গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির জন্য ব্যবহার করিতে পারেন। অতি সাধারণ ভাবে বলিতে হইলে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের আগামী দিনের পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদের কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবং সে শিক্ষা যাহাতে সম্যকভাবে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাই দেখিতে হইবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশের এই সকল গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন এবং কিছু কিছু কাজও করিয়াছেন। পরিষদ এক এক অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিকে লইয়া আঞ্চলিক সঙ্ঘের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং এই আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতির এক খসড়া কার্যসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন। এই কার্যসূচী মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত যথা একক ও মিলিত ভাবে গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনায় উন্নতি এবং গ্রন্থাগার সম্প্রসারণমূলক কার্যাবলী।

এই পরিকল্পনার মধ্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত।

এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া গত এক বৎসর কাজ করিয়া দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলায় এইরূপ পরিকল্পনার বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দরকার আছে। এই পরিকল্পনাটী পরিষদের সকল প্রতিষ্ঠান সদস্যদের নিকট প্রেরিত হয় ও তাঁহাদের মতামত প্রার্থনা করা হয়। প্রায় সমস্ত মতামতই পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করেন কিন্তু পরিকল্পনাটী কার্য্যকরী করিতে যাইয়া বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। পরিষদের আর্থিক সঙ্গতির সীমাবদ্ধতা, শিক্ষিত কর্মীর অভাব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার পথে বাধা স্বরূপ হইয়া উঠে। পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে যাইয়া ইহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত স্থানীয় কর্মী ব্যতীত এইরূপ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়। সুতরাং বর্ত্তমানে পরিষদ পরিকল্পনার যে অংশে কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে সেই অংশ কার্য্যকরী করিতে বিশেষ সচেষ্ট। প্রাথমিক পরীক্ষা মূলক ভাবে স্থানীয় শিবির পরিচালনায় পরিষদ যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন এবং সুদূর ভবিষ্যতে পরিষদের সামর্থ্য অনুযায়ী এইরূপ আরও শিবির পরিচালনার ইচ্ছা পরিষদের আছে। আমার মনে হয় এইরূপ পরিকল্পনা ব্যাপক ভাবে কার্য্যকরী করিতে পারিলে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

বর্ত্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান সরকারী গ্রন্থাগার সংগঠন কার্য্যের আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যাপক জনশিক্ষা সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্ত্তন সূচিত করে। এই সূত্রে গ্রন্থাগারগুলিকে জনশিক্ষার কাজে লাগাইতে সরকার অগ্রসর হন। গ্রন্থাগার সংগঠনে সরাসরি সরকারী প্রচেষ্টা আমাদের দেশে নূতন এবং ইহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। স্কুল কলেজের ন্যায় গ্রন্থাগারও যে শিক্ষার একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান ইহা স্বীকার করিবার সময় আসিয়াছে এবং স্কুল কলেজের ন্যায় গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনা যে সরকারী দায়িত্ব একথা স্বীকার করা আজ সরকারের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। গ্রন্থাগার যে শিক্ষা দেয় তাহা স্কুল কলেজের শিক্ষা হইতে ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী এবং এক হিসাবে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক। সুতরাং আজ যে কাজের আরম্ভ করা হইতেছে তাহা অতি সুচিন্তিত ভাবে করা দরকার। কারণ গ্রন্থাগার ক্রমসম্প্রসারণশীল সংস্থা এবং সংগঠন পরিকল্পনা প্রথমেই নিখুঁত না হইলে পরবর্ত্তী কালে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সরকার প্রথম পদক্ষেপে প্রতি জেলায় কোন বড় বেসরকারী

গ্রন্থাগারকে জেলা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করিতে চান এবং ঐ একই পদ্ধতিতে শাখা গ্রন্থাগার স্থাপনে ইচ্ছুক এবং সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন গ্রন্থাগার মধ্যে সংযোগ রাখিবার জন্য ও সুদূরতম গ্রামে গ্রন্থাগারের ব্যবহারের সুযোগ দিবার জন্য চলমান গ্রন্থাগারের প্রচলনও করা হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা অবশ্যই কাম্য এবং সরকারীভাবে বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠিত করিতে অগ্রসর হওয়াতে তাহাও স্পষ্ট। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে অন্যান্য বিষয়ের কথা আমাদের বর্তমান অধিবেশনের বিচার্য্য নয় কিন্তু যে টুকু অংশ গ্রন্থাগার কর্মীরা জড়িত সেইটুকু অংশেরই কিছু আলোচনা করা যাইবে। সরকারের এই পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে যে সকল গ্রন্থাগারগুলি ওতপ্রোত ভাবে পরিকল্পনার সহিত জড়িত হইবে অন্ততঃ সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রতি জেলায় বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষিত কর্মীর দরকার এবং এইরূপ কর্মী পাওয়ার উপরই সমস্ত পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। ডাঃ রঙ্গনাথন্ তাঁহার গ্রন্থাগার পরিকল্পনার পুস্তকগুলিতে প্রকৃত গ্রন্থাগারের কাজ আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্বেই গ্রন্থাগার চালাইবার কর্মীদের শিক্ষার কথা বলিয়াছেন প্রকৃত পক্ষে কর্মী তৈয়ারীই গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত। সুতরাং আমার মনে হয় সমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার প্রথমেই জেলায় জেলায় কর্মী সংগঠনে তৎপর হওয়া উচিত। এ বিষয়ে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে এবং স্থানীয় শিক্ষা শিবির মারফৎ তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে অন্ততঃ কাজ চালাইবার উপযোগী কর্মী পাওয়া যাইবে। এবং যদি সরকারী ব্যবস্থায় এই সমস্ত কর্মীর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা মারফৎ অন্ন সংস্থানের বন্দোবস্ত হয় তাহা হইলে অন্ততঃ গ্রাম অঞ্চলে বেকার সমস্যায় এই পরিকল্পনা কিছু সাহায্য করিতে পারিবে এবং স্থানীয় কর্মীদের আর্থিক চাহিদা কম হইবে বলিয়া পরিকল্পনাটী অনেক কম খরচে সাফল্য মণ্ডিত হইবে। আমরা জানিনা এইরূপ শিক্ষা পরিকল্পনা সরকারের কিছু আছে কিনা; কিন্তু আমার মনে হয় বর্তমানে যাঁহারা গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা চালাইতেছেন তাঁহাদের সহায়তা এ বিষয়ে পাওয়া যাইবে।

সুতরাং বর্তমানে শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীর সমস্যাই জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার পথে বিরাট অন্তরায় হইয়া দেখা দিবে। আজিকার সম্মেলনকে এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং এই সমস্যা সমাধানের যথাযথ সূত্র

নির্ধারণ করিতে হইবে। আমার মনে হয় সম্মেলন এই কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করিবে এবং ইহার সুচিন্তিত অভিমত গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও দৃঢ় ভাবে সংগঠিত করিবে।

৺রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

গভর্ণমেণ্ট কলেজ অফ্ আর্ট এণ্ড ক্র্যাফটের অধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গত গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঞ্চম কার্য্যকরী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিবার কোন কারণ আমাদের ঘটে নাই। কিন্তু সম্মেলনকে কেন্দ্র করিয়া এই অল্পদিনের পরিচয়ের মধ্যেই তিনি যে আমাদের মনে অন্যতম শুভার্থী ও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর আসন লাভ করিয়াছিলেন ইহা আমাদের মনে যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। সম্মেলনের অল্পদিন পরে অকস্মাৎ তাঁহার তিরোধানের সংবাদ আমাদের মর্ম্মাহত করে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই দরদী বন্ধুর মৃত্যুতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম্মীরা প্রিয়জন বিয়োগের বেদনা অনুভব করেন। পরিষদের কার্য্যকরী সংসদ এক শোক প্রস্তাবে স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে আপনাদের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী বারের গ্রন্থাগার সম্মেলন

আগামী বারের গ্রন্থাগার সম্মেলন কোথায় হইবে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। এমন কি কয়েক স্থল হইতে এখনই সম্মেলন আহ্বানের কথাবার্তা উঠিয়াছে। তবে সম্মেলনের কাজকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে পরিষদ এবং আহ্বায়ক প্রতিষ্ঠান উভয়েরই উপযুক্ত পরিকল্পনার এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার জন্য সময়ের প্রয়োজন আছে। কাজেই যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্বীয় এলাকায় সম্মেলন আহ্বান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যথাসম্ভব শীঘ্র পরিষদ অফিসে তাঁহাদের আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিলে পরিষদ কর্তৃপক্ষ তাহার মধ্য হইতে সকলের সুবিধা এবং অঞ্চলস্থ প্রয়োজন অনুযায়ী সম্মেলনের স্থান নির্বাচন করিতে পারিবেন। উপরোক্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানেরা অবিলম্বে পরিষদ অফিসের সহিত যোগাযোগ করিলে তাঁহাদের নিজেদেরও সুবিধা হইবে এবং পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহে যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে।

সম্মেলনে আলোচনার বিষয়াবলী

দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজ যে এক যুগ পরিবর্ত্তনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এ কথা আমরা সকলেই অল্পাধিক স্বীকার করি। এই পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট আমাদের সকলকেই প্রভাবিত করিবে তাহাও আমরা মানিয়া লই। কিন্তু ইহা কতদূর বেগে আমাদের লক্ষ্যাভিমুখে লইয়া যাইবে এবং সেই গতিকে আমরা কি ভাবে, কতদূর নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব, দেশের এই সাংস্কৃতিক বিবর্ত্তনে আমরা আমাদের কাজের অংশ কতদূর সাফল্যের সহিত সম্পাদিত করিতে পারিব তাহা এখনও বহুমনের কষ্টিপাথরে বার বার বিচার করিয়া দেখার প্রয়োজন আছে।

গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট বা তাহার সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন সকলের এই সমস্যাদির আলোচনার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র গ্রন্থাগার সম্মেলন। সেই আলোচনার বিষয় যাহাতে জীবনের সহিত গভীর ঐক্য সম্পন্ন হয়, যাহাতে তাহা সময়ের উপযোগী এবং বাস্তবমুখী হয় তাহা দেখিবার দায়িত্ব আমাদের সকলের। এই বিষয় নির্ব্বাচনে যাহাতে সর্ব্বাধিক জনের মনের সমর্থন থাকে তাহার জন্য পরিষদ কর্তৃপক্ষ তাহার সভ্যদের নিকট অনুরোধ জানাইতেছেন যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাঁহাদের অভিপ্রেত বিষয়-গুলি পরিষদ অফিসে প্রেরণ করেন। এই সংগৃহীত বিষয়গুলির মধ্য হইতেই অধিকাংশের অভিপ্রায়কে সমর্থন করিয়া এবং সম্মেলনের সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আগামী সম্মেলনের আলোচনার বিষয়গুলি নির্ব্বাচিত হইবে।

পুস্তক সমালোচনা

বৈভাষিক দর্শন—লেখক শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, ন্যায়তর্কতীর্থ। প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ১৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩০+৪২৮+১২। মূল্য ২০৲।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলি ঠিক্ ভাবে বুঝিতে হইলে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। উদ্দ্যোতকর, উদয়ন বা বাচস্পতি ইঁহাদের রচনায় বৌদ্ধ সিদ্ধান্তগুলি অনেক স্থলে পূর্ব্বপক্ষ হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধ দর্শনের জ্ঞান ব্যতীত ঐ সমস্ত স্থলের অর্থ যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। অথচ প্রাচীন পদ্ধতিতে যাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন তাঁহাদিগের মধ্যে সহানুভূতির সহিত বৌদ্ধমতগুলির আলোচনা করিবার আগ্রহ প্রায় দেখা যায় না বলিলেই চলে। এই জন্য পূর্ব্বপক্ষ বুঝিতে যতটুকু জানিতে হয় ততটুকু অপেক্ষা বেশী বৌদ্ধদর্শনের জ্ঞান আমাদের দেশে প্রায়শঃই দেখা যায় না। তাহা ছাড়া খণ্ডন করিবার জন্য উদ্ধৃত বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে বৌদ্ধদের প্রমাণ প্রমেয় সম্বন্ধে পরিপূর্ণ মতবাদ বুঝিয়া লওয়া বড় সহজ কাজ নহে। এইজন্য বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে প্রামাণিক আলোচনামূলক গ্রন্থের অভাব দর্শনানুরাগী সকলেই বিশেষভাবে বোধ করিয়া আসিতেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রথিতযশঃ ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থখানি রচনা করিয়া এই সুদীর্ঘকালের অভাব দূরীভূত করিয়াছেন।

বৌদ্ধদর্শনের চারিটী সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ হইলেও বৈভাষিক দর্শনই বৌদ্ধদর্শনের মূল। কেননা ইহার প্রমাণ প্রমেয়ই অন্যান্য সমস্ত দর্শনের উপজীব্য। বৈভাষিকবাদ সিদ্ধ পদার্থগুলির খণ্ডন মণ্ডনেই বৌদ্ধদর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমুদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে বৈভাষিক দর্শনকে অবলম্বন করিয়া গ্রন্থপ্রণয়ন যথোপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের দশটি পরিচ্ছেদে লেখক বৈভাষিক দর্শনের প্রমেয়গুলির আলোচনা করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের তিনটি পরিচ্ছেদে ইহার প্রমাণাংশের আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের সর্ব্বত্র আকর গ্রন্থের নির্দ্দেশ থাকায় ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। বইখানির সর্ব্বত্র লেখকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা, দার্শনিক

সামঞ্জস্য বোধ এবং অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সনাতন ধারার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াও লেখক নাস্তিক বৌদ্ধদিগের মতবাদ বিশ্লেষণে যে সংস্কারমুক্ত সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা দার্শনিক মাত্রের অনুকরণীয়। আজকাল বাংলা ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ নির্মাণের প্রচেষ্টা বহুত্র দেখা যাইতেছে। কিন্তু পূজনীয় তর্কতীর্থ মহাশয়ের গ্রন্থে যে প্রসাদগুণ পরিলক্ষিত হয়, অপ্রচলিত বৌদ্ধশাস্ত্র তথা বৌদ্ধদর্শনের পরিভাষাগুলিকে তিনি যেরূপ সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ। বস্তুতঃ বিষয়গৌরবে, ভাষাসৌষ্ঠবে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর নবীনত্বে পুস্তকখানি বাংলা ভাষার তথা দার্শনিক সাহিত্যের অতুল সম্পদ্ বলিয়া বিবেচিত হইবে একথা নিঃসন্দেহ। দর্শনশাস্ত্রে গবেষণার আনুকূল্যের জন্য এই বিষয়ের ছাত্র মাত্রেই আলোচ্য গ্রন্থখানির শ্রদ্ধেয় লেখকের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

ডাঃ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম্‌-এ, পি-আর-এস্, ডি-লিট্।

দ্রষ্টব্য :—অনেক সময়ে আমাদের নিকট নানা ধরণের পুস্তক সমালোচনা করিবার অনুরোধ আসিয়া থাকে। প্রথমতঃ স্থানাভাবেই আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের পত্রিকাটি বিশেষ বিষয়ের বলিয়া সকল ধরণের পুস্তকের সমালোচনা সকল সময়ে সম্ভবপর হয় না। অবশ্য প্রাপ্তি স্বীকার আমাদের করা উচিত এবং আগামী সংখ্যা হইতে তাহা সাধ্যমত করিতে থাকিব; কিন্তু ভবিষ্যতে যদি সর্ব্বরকমের পুস্তক সমালোচনা করিয়া উঠিতে না পারি, তবে প্রেরক দয়া করিয়া এই অক্ষমতাকে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

—গ্র, স।

আমাদের কথা

সাফল্যের পথ

নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাঙলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন আর এক নূতন পদক্ষেপে পরিণতির দিকে এগিয়ে চললো। সাধারণ ভাবে কালের পরিমাপ করলে অষ্টম থেকে নবম সম্মেলনের ব্যবধান মাত্র এক বছরের। কিন্তু সমাজের বিবর্ত্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ দু'য়ের ব্যবধান তার চেয়ে অনেক বেশী বলেই বোধ হয়। দেয়ালপঞ্জীর দিন-মাস-বছরের ঘরকাটা বাধা নিষেধকে অস্বীকার করে সমাজের বিবর্ত্তনের গতির তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়া বর্ত্তমান ইতিহাসের প্রায় স্বাভাবিক ঘটনায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে উত্তর কালের দু' বছরের মধ্যে মানব সমাজ পূর্ব্ব-কালের বিশ বছরের মতো ইতিহাসের ঘটনাবহুল পথকে অতিক্রম করে চলেছে এ দৃশ্য আমাদের বিস্মিত ক'রে তোলে না। ইতিহাসের ঘটনাস্রোত এইভাবে দ্রুততর ক'রে তুলে, দেয়ালপঞ্জীর হিসাব নিকাশে আপেক্ষিক গুরুত্বের সঞ্চার করা সমাজবদ্ধ মানুষের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলা চলে।

সমস্ত পৃথিবীর ঘটনাস্রোতের প্রভাব ছাড়াও আমাদের দেশে কতকগুলি সামাজিক শক্তি মুক্তি পাওয়ার ফলে ইতিহাসের ঘটনা-স্রোতে এখানে একটা উল্লেখযোগ্য দ্রুততার আবির্ভাব ঘটেছে। সমাজের অন্য অংশের মতো গ্রন্থাগার আন্দোলনকেও এই ঐতিহাসিক শক্তি প্রভাবিত করে চলেছে, এ কথা বোধ হয় বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। অষ্টম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন থেকে নবম সম্মেলনে উত্তীর্ণ হওয়ার পথে তার বহু প্রমাণই ছড়ানো আছে এ সত্য ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করলে সহজেই ধরা পড়ে।

জনজীবনে শিক্ষা তথা সংস্কৃতিকে সঞ্চারিত করার অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে গ্রন্থাগারকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। রাষ্ট্রের প্রধানেরা যে এক সময়ে যুক্তির সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও কার্য্যক্ষেত্রে এ সত্যকে পূর্ণ মর্য্যাদা প্রদান করেন নি তা আজ অতীত ইতিহাসের কথা। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস যে মানিজাত বাধার যে প্রাচীর সৃষ্টি করে রেখেছে তা' আজও সমস্ত শুভকামনার রূপায়ণকে মন্থর করে দিচ্ছে। ফলে লক্ষ্য সম্বন্ধে যতই ধারণা পরিষ্কার হয়ে থাকুক না কেন, লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটার চিন্তা সকলকেই উদ্বিগ্ন করে রেখেছে।

সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন বালদহ সম্মেলনের মূল বক্তব্য ছিল। সরকারী পরিকল্পনার যতটুকু আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে তা'তে জানা যায় যে সরকার জনসাধারণের এই ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ রূপেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু যে কারণেই হোক কার্য্যধারার মধ্য দিয়ে সে স্বীকৃতি আজও সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়ে ওঠেনি। গ্রন্থাগারের কাজকে যাঁরা জীবনের নেশা বা পেশা বলে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে যে এর কারণ কি এবং এখনই যে সমস্ত বাধা প্রকাশিত হয়েছে, বা ভবিষ্যতে যা পথের মধ্যে দেখা দিতে পারে, তাদের অপসারণ করার উপায় কি? মূলতঃ এই দিকে নজর রেখেই এবারের সম্মেলনের বিষয়গুলি নির্ব্বাচিত হয়।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে ঐতিহাসিক কারণেই আজও সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সীমিত হয়ে রয়েছে এ সত্য সর্ব্বস্বীকৃত। অবশ্য এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমাজের ঐ মুষ্টিমেয় লোকের চেষ্টার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই একান্ত সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থেকেই জীবন যাপন করে। গ্রন্থাগারকে সৃষ্টি করার এবং তাকে জীবিত রাখার এই সামাজিক চেষ্টা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থেই লৌকিক। দেশের অত্যন্ত এক ক্ষুদ্র অংশের এক ক্ষুদ্রতর শ্রেণীকে আশ্রয় করেই এই গ্রন্থাগারের জন্ম হয়, জীবন কাটে এবং দুর্ভাগ্য হ'লে মৃত্যু ঘটে। ফলে অকস্মাৎ ঐ শ্রেণীর লোকের উৎসাহ বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন গ্রন্থাগারের আবির্ভাব ঘটতে, তা'কে উজ্জীবিত হ'তে দেখা গেছে, সেই উৎসাহের অভাব তেমনি বহু গ্রন্থাগারকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে; অনেককে হয়তো পঙ্গুর জীবনে অভ্যস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু তবুও দেশে গ্রন্থাগার বলতে যা আছে তা এরাই। শিক্ষা-সংস্কৃতির স্রোতকে সমস্ত সমাজে সঞ্চারিত করে দেওয়ার ক্ষমতা এগুলির যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, জনসাধারণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা দেশের ঐতিহ্যকে সাধ্যমত আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে থাকা এই সংগঠনগুলির মত এই দিক দিয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি সঞ্চরণের উপযুক্ত মাধ্যম বর্ত্তমানে আর নাই। এই সংগঠনগুলি বর্ত্তমানে কিছু পরিমাণে সরকারী সাহায্য লাভ ক'রে থাকে; কিন্তু চাঁদা বা দানের মধ্য দিয়ে এগুলি জনসাধারণের কাছ হ'তে যে সাহায্য লাভ করে তার তুলনায় সরকারী সাহায্য উল্লেখযোগ্য নয়। তবুও সরকারী সাহায্য এই সংগঠনগুলি বর্ত্তমানেই কিছুটা পেতে অভ্যস্ত এ কথা মনে রাখা দরকার। এই সাহায্য জীবন ধারণের মূলধন না জোগালেও অপেক্ষাকৃত সুস্থভাবে বেঁচে থাকার আংশিক রসদ জোগায় এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নাই।

সর্ব্ব সাধারণের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দায়িত্বকে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের পক্ষে এ ক্ষেত্রে আরও অনেক সক্রিয় ভাবে কাজ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ কাজ করা যে কেবলমাত্র বর্তমানের গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ সাহায্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না সরকারী পরিকল্পনায় এ কথার স্বীকৃতি আছে। কাজেই প্রশ্ন জেগেছে আর কি? দেশের ইতিহাস শিক্ষা-সংস্কৃতির যে ভাণ্ডারগুলিকে ইতঃস্তত সৃষ্টি করে রেখেছে, সমাজ দেহে সংস্কৃতি সঞ্চরণের যে ব্যবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে, তাকে প্রয়োজনমত গ্রহণ ক'রে আর তার পরিপূরক অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে, কি ভাবে দেশের উপযোগী সর্ব্বসাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হ'তে পারে, এইটিই আজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রথম চিন্তা। জনসাধারণের বর্ত্তমান প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে, তার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সরকার কি ভাবে তার পরিকল্পিত কর্ম্মধারাকে সার্থক করে তুলতে পারেন—এই চিন্তার কথাই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনকে প্রতিধ্বনিত করে তুলেছিল।

বর্ত্তমান গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে এবং নূতন গ্রন্থাগার ইত্যাদির সৃষ্টি করে এই যে দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কল্পনা আমরা করে থাকি তা'কে সম্ভব করে তোলার জন্য বৃত্তিকুশলীদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য এবং তাঁদের সমস্যা এর সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত বলা চলে। কারণ অর্থ বা সদিচ্ছা যতই থাক না কেন সমস্ত ব্যবস্থার সুফলকে সমগ্র দেশে সার্থকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বৃত্তিকুশলীদের সাহায্য অপরিহার্য্য। মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণেই আজও দেশে প্রয়োজনমত বৃত্তিকুশলীর সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি। অথচ কুশলী সৃষ্টির ব্যবস্থাকে দ্রুততর করে তুলতে না পারলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সমস্ত কল্পনাই অত্যন্ত দীর্ঘ দিনের বিলম্বিত কাজে পরিণত হয়ে যাবে। শিক্ষা সংস্কৃতির যে অভাব আজ ভয়াবহ রূপ নিয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত পরিকল্পনার সাফল্য বা দ্রুতলাভের সম্ভাবনায় সন্দেহের সঞ্চার করেছে সে অভাবকে অপসারণ করার চিন্তাও অনেক দূরের জিনিষ হয়েই বিরাজ করবে। অর্থনৈতিক যে কারণ আজ কুশলীসৃষ্টির পথের প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে তা'কে অপসারণ করার ক্ষমতা মুখ্যতঃ রাষ্ট্রের হাতে। উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাল রেখে উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ারগুলিও সুগঠিত হওয়ার সুযোগ পাক, সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন এই বক্তব্যে মুখরিত ছিল।

কিন্তু এতো গেল মূলতঃ সমস্যার একদিকের ছবি। অর্থাৎ আমরা যে অবস্থার মধ্যে অবিলম্বে পৌঁছাতে চাই তারই যথাসম্ভব শব্দচিত্রণ মাত্র। দেশের

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থার বর্ণনা যে এতে বা আছে তা নয়, কিন্তু সে বর্ণনা যথেষ্ট রকমে তথ্য সম্বলিত নয়। তার প্রাথমিক কারণ আমাদের জনমানসে তথ্যের প্রতি আকর্ষণ বা নিষ্ঠা এখনও যথেষ্ট ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। ফলে মনের চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার সময়ে প্রতি পদক্ষেপে দ্বিধা আসে। কর্মধারার রূপায়ণে যখন প্রয়োজনীয় অর্থ বা শক্তির যথেষ্ট প্রাচুর্য থাকে তখন হিসাব নিকাশকে কিছুটা এড়িয়ে চললে হয়তো উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ঐ দুটোই যেখানে অপ্রচুর, হিসাবের প্রয়োজন সেখানে সব চেয়ে বেশী।

বাঙলা দেশের গ্রন্থাগারগুলি মূলতঃ কি ধরণের অর্থ সাহায্যের উপর জীবিত আছে, সে অর্থ পুস্তক, সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদির ক্রয়ে, ঘর ভাড়া, লোকের মাহিনা বা অন্যান্য খরচের মধ্যে কি ভাবে ব্যয় হয়; দেশের বিভিন্ন অংশের গ্রন্থাগারগুলির সংগৃহীত বই পত্র অনুসারে ভৌগলিক অবস্থান কি রকম ;—বিভিন্ন অঞ্চলের সংগৃহীত বই পত্রের প্রকৃত স্বরূপটি কি ; বিষয় অনুসারে ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে সুরু করে সমস্ত রাজ্যের চাহিদাটি কি রূপের—বছরের বিভিন্ন সময়ে তার কি ভাবে তারতম্য ঘটে ; এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে পরিসংখ্যান বিদ্যার সাহায্যে। এ প্রশ্নের জবাব যতদূর সম্ভব সংগৃহীত না হলে জনসাধারণ তথা সরকারের অর্থ এবং শ্রমের অপব্যয় অবশ্যম্ভাবী। পরিসংখ্যানের মূল উদ্দেশ্য এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সম্ভাবনা এবং সার্থকতাকে সকলের কাছে পরিচিত করার প্রয়োজন আজ সব চেয়ে বেশী হয়ে উঠেছে। বর্তমান গ্রন্থাগারের পরিচালকবর্গের সঙ্গে সঙ্গে সরকারও এই সংগৃহীত তথ্যের পটভূমিকায় নিজের পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে পারবেন। আগামী দিনের পরিপ্রেক্ষিতে এর আশু প্রয়োজন সম্মেলনে দ্বিধাহীন ভাবেই ঘোষিত হয়েছে।

সর্বসাধারণের জন্য আগতপ্রায় এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজ সকলের মনকেই কমবেশী আন্দোলিত করতে সুরু করেছে। কারণ মূলতঃ এই ঘটনাকে বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ না বলে তার যুগোপযোগী বিবর্তন বলাই বোধ হয় বেশী সত্য হবে। নিরক্ষরতার বাধা, চাঁদার বাধা, অসংগঠিত অবস্থার বাধা, সমস্ত কিছুকে দূরীভূত করে যে আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে উন্নীত হওয়ার আমরা কল্পনা করি আজকের পদক্ষেপে সে কল্পনার বাস্তবের কাছাকাছি আসার ইঙ্গিত থাকবেই। সে বিবর্তন সমাজের নানা বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারকেও তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে দেবে। গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই সেই সমাজ বিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত

হবেন এও খুবই স্বাভাবিক। একই লক্ষ্যের যাত্রী এই লেখক, প্রকাশক, শিল্পী সম্পাদক প্রমুখ ব্যক্তিদের গ্রন্থাগার সম্মেলন উপযুক্ত শ্রদ্ধার স্মরণ করেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি বিতরণের এই সকল সহায়ক সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের অধিকারী হয়ে উঠুন—এ কথা সবল কণ্ঠে উচ্চারণ করবার দিন আমাদের অবিলম্বে আসুক।

বাসনা থেকে বাসনা সিদ্ধির পথে পা ফেলার চিন্তায়, তার সমম পথ স্থির করার যে দূরত্ব, অষ্টম হতে নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আমরা সেই পথটুকুই উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছি। বহুদিনের অবসন্নতাকে পরিহার করে সক্রিয়তার পথে যাত্রার প্রারম্ভিক সূচনা হ'লো যায়। দেয়ালপঞ্জীর হিসাবের মধ্য দিয়ে দেখলে অবসন্ন দিনের যুগব্যাপী ইতিহাসকে যে আমরা এতো অল্প সময়ে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এ চিন্তা গৌরবের। ইতিহাসের গতি আমাদেরও স্পর্শ করে চঞ্চল করে তুলেছে এ সত্য স্বীকার করে আমরা যেন গতিবেগকে লক্ষ্যাভিমুখী করে তুলি।

নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তাই মূলতঃ এই আগতপ্রায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে তোলার কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তার বিকাশের পথকে সহজ করবার, তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করবার উপায় একমাত্র জনসহযোগিতার মধ্যেই নিহিত আছে। অন্য সব ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও দেশের আবৃত ঐশ্বর্য্যের স্বরূপকে স্বীকার করে, তার শক্তি কেন্দ্রের সন্ধান এবং সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে আমাদের সংস্কৃতি বিতরণের পরিকল্পনা সার্থক ভাবে রূপায়িত হোক্ এই কামনাই নবম সম্মেলনে মূল মন্ত্রের মত কাজ করেছে। অন্য পথ অপব্যয়ের পথ, হয়তো তা' ব্যর্থতার পথও।

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

১। গ্রন্থাগার ত্রৈমাসিক পত্র।

২। গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যগণ বর্তমানে পত্রিকা বিনামূল্যে পাইতেছেন।

৩। সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।

৪। পত্রে ও অর্ডার কুপনে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সকল সময় উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না।

৫। পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা কার্যালয়ে শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬৷৷০ হইতে ৮৷৷০টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে। শনিবার অপরাহ্নে ৩৷০ হইতে ৫৷৷০ পর্যন্ত কার্যালয় খোলা থাকে।

৬। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার নিম্নলিখিত রূপ:—

দাতা (আজীবন)		১০০৲ একশত টাকা
আজীবন সভ্য		২৫৲ পঁচিশ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক	২৲ দুই টাকা
প্রতিষ্ঠান সভ্য		৩৲ তিন টাকা

৭। গ্রন্থাগারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার:—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	৩০৲ ত্রিশ টাকা	প্রতিবার
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	১৬৲ ষোল টাকা	„
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	১০৲ দশ টাকা	„
মলাটের পশ্চাদ্ভাগের পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲ পঞ্চাশ টাকা	„
„ „ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲ ছাব্বিশ টাকা	„
„ „ সিকি পৃষ্ঠা	১৪৲ চৌদ্দ টাকা	„
পশ্চাতের মলাটের ভিতর পৃষ্ঠা (পূর্ণ)	৪০৲ চল্লিশ টাকা	„
„ „ „ (অর্ধ)	২২৲ বাইশ টাকা	„
„ „ „ (সিকি)	১২৲ বার টাকা	„

৮। গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২ (Central Library, The University, Calcutta—12), ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গ্রন্থাগার কার্যালয়: ৩৩, হজুরীমল লেন,
কলিকাতা-১৪।

সম্পাদক,
"গ্রন্থাগার"

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

প্রকাশিত পুস্তকাবলী

- **গ্রন্থকারমালা**—প্রমীলচন্দ্র বসু প্রণীত—মূল্য ২৲
  বাংলা পুস্তক বর্গীকরণে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অপরিহার্য ও সর্বদা ব্যবহার্য নির্দেশ
  —বাংলা ভাষায় একমাত্র গ্রন্থ।

- **লাইব্রেরী সংরক্ষণ**—অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত—মূল্য ১৲
  গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম ইত্যাদি সংরক্ষণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা**—মূল্য ।০

- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা ১৯৫০**—মূল্য ১৲

- **বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন্ বুলেটিন্ (ইংরেজী)**
  প্রথম খণ্ড ১৯৩৭—মূল্য ৪৲ দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৮—মূল্য ৪৲ তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৯—মূল্য ৪৲ চতুর্থ খণ্ড ১৯৪০—মূল্য ৪৲ পঞ্চম খণ্ড ১৯৪১-৪৬—(নিঃশেষিত) ষষ্ঠ খণ্ড ১৯৪৭—মূল্য ৩৲ সপ্তম খণ্ড ১৯৪৮—মূল্য ৩৲ অষ্টম খণ্ড ১৯৫০—মূল্য ২৲ নবম খণ্ড ১৯৫৩—মূল্য ২৲ বুলেটিনের সম্পূর্ণ বাঁধানো সেট এখনো অল্প সংখ্যক পাওয়া যায়—মূল্য ২৬৲।

- **বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী ১৯৪২**—মূল্য ২৲
  ডাইরেক্টরীর পরিবর্ধিত ও সংশোধিত নূতন সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

- **গ্রন্থাগার**—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
  বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
  বার্ষিক চাঁদা ৩৲ প্রতি সংখ্যা ১৲

- **গ্রন্থাগার**—সুধীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।

- **দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার**—সুধীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়,

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

অথবা

৩৩, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং
কোং লিঃ, ৫এ, [illegible] রোড, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।
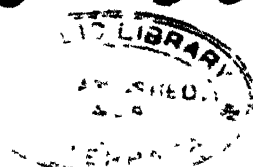
গ্রন্থাগার

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ পৌষ : ১৩৬৩ ॥ ৯ম সংখ্যা

সম্পাদক : সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

: সূচী :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

- "গ্রন্থাগার" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র ; প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৴০ আনা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ পত্রিকা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।
- সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা কার্যালয়ে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬॥০ হইতে ৮॥০টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে।
- "গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২ (Central Library, The University, Calcutta 12), ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গ্র ন্থা গা র

৬ষ্ঠ বর্ষ] পৌষ : ১৩৬৩ [৯ম সংখ্যা

পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার দিবস

বিভিন্ন জেলায় বিপুল উদ্দীপনার সহিত উদযাপন। জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য বেসরকারী প্রতিনিধিমূলক পরিচালন সংস্থা গঠনের দাবী।

গত ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে সারা পশ্চিম বাংলায় বিপুল উদ্দীপনার সহিত গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। পরিষদের নির্দেশে স্বীয় সুবিধা অনুযায়ী ঐদিন হতে পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠান উক্ত দিবস পালনে অংশ গ্রহণ করেন। প্রাচীন পত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী, জনসভা ও প্রমোদানুষ্ঠান সর্বত্র ঐদিনের কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ হিসাবে দেখা যায়।

কলিকাতায় কেন্দ্রীয় জনসভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে কলেজ স্কোয়ারে ইনষ্টিটিউট হলে এক কেন্দ্রীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন পশ্চিম বঙ্গের বিধান সভার মাননীয় স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য।

এতদুপলক্ষে ২১শে ডিসেম্বর কুমার সিং হলে আয়োজিত এক পুস্তক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

কেন্দ্রীয় জনসভার প্রারম্ভে পরিষদ সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায় এক দীর্ঘ ভাষণে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও পরিষদের গত তিরিশ বছরের কর্ম ধারার পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন যে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে পরিষদ

গঠনের মূল আদর্শ ও স্বপ্ন ছিল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অভ্যুন্নতি। এই স্বপ্নকে সফল ও সহজে রূপায়িত করার তাগিদে দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন আন্দোলনের পথিকৃতগণ। কুশলী কর্মী সৃষ্টি, পত্র পত্রিকা প্রকাশনা, কর্মীদের ভেতর সংযোগ স্থাপন প্রভৃতি প্রধানতঃ তৎকালীন কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল, যার এক পরিবর্ধিত রূপ পরিলক্ষিত হয় বর্তমান কর্মসূচীতে। অর্থাভাব ও বহুবিধ অসুবিধাজনিত কারণে পরিকল্পিত বহু কাজই অসম্পূর্ণ থেকে গেলেও পরিষদ তার বাংলা মুখপত্র গ্রন্থাগার পত্রিকাটিকে মাসিকে রূপান্তরিত ও বিভিন্ন জেলায় শিবির শিক্ষণের কাজে অবতীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে পরিষদের অজস্র অভাব অসুবিধার উপলব্ধির মধ্যেও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্যোগ ও আয়োজনে পরিষদ আনন্দিত।

প্রধান অতিথি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন যে—গ্রন্থাগার শুধু কিছু সংখ্যক পুস্তকের সংগ্রহ মাত্র নয়—মানুষের চিন্তাকে বলিষ্ঠ ও সুগঠিত করার এবং তাকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান—যে কারণে গ্রন্থাগারকে সমাজ শিক্ষায় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মীর—যাঁদের কাজ গতানুগতিক হলে চলবে না—পাঠক সমাজকে সক্রিয় সহযোগিতা দিতে হবে তাঁদের এবং নির্দেশ দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে সকল কর্মীকেই।

পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপনকালে এক ভূমিকা দান করেন ও গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি প্রকৃতির পর্যালোচনা করেন :

কেন্দ্রীয় জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব

"দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনের উপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহু কাল যাবৎ গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছেন এবং এ বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইবার জন্ত অনুরোধ জানাইয়া আসিতে-ছেন। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার গত কয়েক বৎসর যাবৎ পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের জন্ত যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাতেই

এতাবৎকাল দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই সভা মনে করে যে, সরকার গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য ও জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে সমস্ত নীতি ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সহিত জনসাধারণের অধিক সংখ্যক উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সংযুক্ত করিয়া জনসাধারণের সর্বাধিক সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলে, কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সাফল্য সহকারে সমন্বিত করিতে পারিলে এবং গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের কার্যে নূতন কর্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে তবেই সরকারী শুভ প্রচেষ্টা যথোচিত সাফল্য লাভ করিবে।

এই সভা আরও মনে করে যে, প্রতি জেলায় গ্রন্থাগার সংগঠন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হইতেছে তাহা পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান দ্বারা যাহাতে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন সুপরিচালিত হইতে পারে তাহার জন্য সরকারের সহিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এই সভা উপরি উক্ত বিষয়গুলির প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উদ্যোগী হইয়া এবিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।"

প্রস্তাব সমর্থন করে শ্রীবি, এস, কেশবন বলেন যে সরকার জনকল্যাণের জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন এটা আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের কথা। আগেকার আমলে সরকার কখনও কোন ভাল কাজে হাত দিলেও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে করতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় পুস্তক রেজেষ্ট্রী আইনে আজ আমাদের গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও ঐ আইন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্যেই তৎকালে প্রণয়িত হয়। সরকারের জেলা গ্রন্থাগার পরিকল্পনা প্রভৃতি খুবই আশা ও আনন্দের বিষয়। কিন্তু সরকার স্বীয় প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হবার সময় যে সংস্থা ও যারা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মনিরত রয়েছেন এবং যথাযথ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলে সার্থক পথের সন্ধান ও সুষ্ঠু সুপরিচালনের কাজে উপকৃত হবেন। আমরা বলছিনা যে সরকার শুধু আমাদের পরামর্শই নিন, পুস্তক নির্বাচনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করাও উচিৎ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বস্ত্র প্রস্তাব সমর্থন প্রসঙ্গে বলেন যে সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যা কিছু করছেন তাকে সফল করতে হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সাহায্য ও পরামর্শ

একান্ত আবশ্যক। গ্রন্থাগার দিবসে উপস্থিত সকলকে পরিষদের সমস্ত বৃদ্ধি ও পরিষদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা স্থাপনের সঙ্কল্প নিতে বলেন।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা কাঠামো যেমন জনসাধারণের সৃষ্টি তেমনি বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলিও জনসাধারণের সৃষ্টি। আমরা দশ বছর স্বাধীনতা পেয়েছি—সরকার আমাদের অনেক উদ্দেশ্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, গ্রন্থাগারকে অবশ্য সরকার যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেননি। সমাজ শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে মাত্র গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা স্বীকার ক'রেছেন। আমরা এতে দুঃখিত নই। গ্রন্থাগার সমাজ-শিক্ষার প্রধান মাধ্যম একথা আমরাই বরাবর প্রচার ক'রে এসেছি। গ্রন্থাগার স্বীকৃতি পেয়েছে—এতেই আমাদের আনন্দ। কিন্তু এই স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি সুগঠিত জনমতের জন্য। এই জনমত গঠনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে চেষ্টা ক'রেছে তাতে যদি পরিষদের চেষ্টায় সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন মনে করা হয় তা'হলে হয়ত খুব অন্যায় করা হবে না। কিন্তু সরকারী স্বীকৃতির কতটুকু সুবিধা আজ আমরা পেতে পারছি? সরকারের কাজকে কি আমরা ঠিকভাবে চালনা ক'রতে পারছি। সরকারী নিয়ন্ত্রণ সর্বাংশে ভাল হ'তে পারে না। পুস্তক-নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার না পেলে কর্মীদের কাজে উৎসাহ আসে না। তা'ছাড়া প্রত্যেক অঞ্চলের স্থানীয় সমস্যা থাকে, সেই সব সমস্যার সমাধানের ভার স্থানীয় কর্মীদের উপর দেওয়াতেই ভাল ফল পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আজ মেকলের "filtration theory" বা শিক্ষাক্ষেত্রে "পরিস্রুতিবাদ" চ'লতে পারে না। জনসাধারণের সকলের মধ্যেই প্রথম শিক্ষাপ্রচার করা প্রয়োজন—উৎকর্ষ হ'বে তার পরে। বস্তুতঃ সরকার আজ জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এই আমাদের আবেদন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহুবার সরকারকে সহযোগিতা দিতে চেয়েছেন। আমরা অভিমানভরেই ব'লছি আমাদের সে সহযোগিতা সরকার গ্রহণ করেন নি।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতির ভাষণে বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন আমার সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমি ব'লতে পারি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের প্রচেষ্টার ফল। আমি স্বীকার ক'রতে বাধ্য দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি আমরা ক'রতে পারি নি'।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টা নেই একথা আমি ব'লছি না—কিন্তু কেন আমরা যথোচিত আগ্রহের সৃষ্টি ক'রতে পারছি না? সরকার আজ কোন কাজেই সফল হ'তে পারেন না, যদি জনসাধারণের উপযুক্ত সহযোগিতা না পান। সরকারের যেমন কর্তব্য জনকল্যাণের জন্ম জনসাধারণের মঙ্গলের চেষ্টা করা জনসাধারণেরও উচিত তেমনই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। বেসরকারী জনমত আজ সম্পূর্ণভাবে সরকারী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারে। দেশের কল্যাণসাধন করা আজ সমস্ত দেশের লোকের কাজ—সরকারী কয়েকজন লোকের মাত্র কাজ নয়। পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ বিচারশীল—অন্ম রাজ্যের লোকের মত এরা উম্মাদনার সঙ্গে সরকারের সব পরিকল্পনাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে না। গ্রন্থাগারিকদের আজ প্রধান দায়িত্ব জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থ-প্রীতি সৃষ্টি করা। আজকে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হ'য়েছে এ প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপদেশ ও সাহায্য সরকারের উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তুলতে সাহায্য ক'রবে।

পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কুমার সিং হলে আয়োজিত পুস্তক প্রদর্শনীটি পরদিন ২১শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। পরিষদ প্রনয়িত গ্রন্থাগারে সংগ্রহিতব্য ১৩০০ আরম্ভিক গ্রন্থ তালিকার গ্রন্থ ও ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রায় সমুদয় গ্রন্থই প্রদর্শিত হয়। দুটি ভাগে বিভক্ত প্রদর্শনীটি বর্গীকৃতভাবে সাজানো হয় ও পরবর্তী সাত দিন খোলা থাকে।

প্রদর্শনী উদ্বোধন কালে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে এই জাতীয় প্রদর্শনীতে যেমন পাঠক, প্রকাশক, লেখক ও মুদ্রাকরদের আগ্রহ থাকে গ্রন্থাগারিকেরও তেমনি এক বিশেষ আগ্রহ থাকে। পুস্তক নির্বাচনে পুস্তকে লিখিত বিষয়ের যেমন গুরুত্ব আছে পুস্তকের বহিরঙ্গেরও তেমনি গুরুত্ব আছে। এই বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব সাধনে বাংলাদেশের বিপুল উন্নতি হয়েছে। অনেক সময় সমসাময়িক গ্রন্থের খবর পাঠকদের নিকট পৌঁছায় না। এই প্রদর্শনীকে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখানর বন্দোবস্ত করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। একাজে প্রকাশকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন।

সভাপতি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে বলেন যে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রনী, কিন্তু বাংলাদেশে গ্রন্থের বিক্রয় সীমাবদ্ধ। আজ

অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রন্থ বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে ১২ হতে ১৬ বছরের কিশোরদের উপযুক্ত বইয়ের খুবই অভাব। এ বিষয়ে প্রকাশক সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে। লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকদের সংযুক্ত প্রচেষ্টায় এ ধরণের প্রদর্শনী ও অন্যান্য উপায়ে জনসাধারণের গ্রন্থ পাঠ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হোক এ আমার একান্ত কামনা।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশকগণ আমাদের প্রদর্শনী আয়োজনে সহযোগিতা করায় তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি :

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং
শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
কমলা বুক ডিপো
রীডার্স কর্ণার
বেঙ্গল পাবলিসার্স
এ. মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ
চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ
মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী
বিশ্ব ভারতী
জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড
পাবলিসার্স
উদ্বোধন
র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
অরবিন্দ পাঠ মন্দির
ভট্টাচার্য সন্স (প্রাঃ) লিঃ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
প্রেসীডেন্সী লাইব্রেরী
থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
ক্যালকাটা বুক ক্লাব
ওরিয়েণ্ট লঙম্যানস লিঃ
সাধারণ পাবলিসার্স
নাভানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ
পশ্চিমবঙ্গ ভূদান যজ্ঞ সমিতি
সিগনেট প্রেস
ওরিয়েণ্ট বুক কোং
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস

বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠানের সংবাদ

পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থানে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পরিষদ কার্যালয়ে এসেছে। কিন্তু যথাসময়ে অনুষ্ঠানের বিবরণ সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে না পাওয়ায় অল্প কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত হল:

বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী ॥ কুটিঘাট রোড ॥ কলিকাতা-৩৬।

২০শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরীর উদ্যোগে সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বরাহনগরের পৌর প্রধান শ্রীকানাই লাল ঢোলের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। এই সভায় বরাহনগরের গ্রন্থাগারগুলিকে লইয়া "বরাহনগর গ্রন্থাগার সঙ্ঘ" গঠনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত ঢোল পৌর প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা এই সভায় ব্যক্ত করেন ও উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পর বরাহনগরের গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কে পৌর প্রতিষ্ঠানের সর্ববিধ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

মহাজাতি পাঠাগার ॥ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১২।

মহাজাতি পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও ভূমিকা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়। উক্ত দিনে গ্রন্থাগারের কর্মীরা নতুন সদস্য বৃদ্ধি ও পুস্তক সংগ্রহের জন্য স্থানীয় অঞ্চলে সবিশেষ চেষ্টা করেন।

সিঁথি ঘুঘুডাঙ্গা গ্রন্থাগার দিবস পালন কমিটি

সিঁথি ও ঘুঘুডাঙ্গা অঞ্চলে অবস্থিত দেশবন্ধু সাধারণ পাঠাগার, সিঁথি বনমালী বিপিন সাধারণ পাঠাগার, কিশোর মহল, বিদ্যুৎচক্র সাধারণ পাঠাগার ও নবজাতক পাঠাগারের সম্মিলিত উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালনের জন্য এক কমিটি গঠিত হয়। কমিটি উক্ত অঞ্চলে সপ্তাহব্যাপী এক কার্যসূচী গ্রহণ করেন। জনসভা ও প্রমোদানুষ্ঠান কর্মসূচীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন দিনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন।

প্যারীমোহন মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী ॥ বেলঘরিয়া ॥ চব্বিশ পরগণা

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বেলঘরিয়া প্যারীমোহন মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী সপ্তাহকালব্যাপী এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ২০শে ডিসেম্বর. শ্রীননীগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক সভা হয়। সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এক ভাষণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিনে এক প্রাচীর পত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। ২২শে ডিসেম্বর শ্রীরাইমোহন সাহার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীরথীন রায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আয়োজিত কথিকায় অংশ গ্রহণ করেন। পরদিন ২৩শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এক সভায় গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য এক নাতিদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅনাদি প্রসাদ সিংহ। স্থানীয় শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রের এক প্রদর্শনী হয় ২৪শে ডিসেম্বর। পরবর্তী দিনগুলিতে যথাক্রমে সাংস্কৃতিক প্রমোদানুষ্ঠান, বিতর্ক সভা প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহে যোগদান করেন।

আনন্দমঠ ॥ ইছাপুর ॥ চব্বিশ পরগণা

গ্রন্থাগার দিবসে পুস্তক, অর্থ এবং যোগাযোগ রক্ষা করিয়া স্থানীয় পাঠাগারগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার নিমিত্ত জনসাধারণকে অনুরোধ জানাইয়া প্রাচীর পত্র প্রকাশ করা হয়। এবং গ্রন্থাগার দিবসে প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ এতদঞ্চলের অধিবাসীগণের দ্বারে দ্বারে যাইয়া অর্থ এবং পুস্তক সংগ্রহ করেন। এই পরিক্রমায় মোট ৪০ খানা পুস্তক এবং ১১।৴০ আনা সংগৃহীত হয়।

আনন্দমঠ কল্যাণ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগার ভবনে রাত্রিতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, এর পরিচালন পদ্ধতি ও গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করিবার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার দিবসে যাঁরা পুস্তক ও অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় পাঠাগারের উৎপত্তি, প্রয়োজনীয়তা শৃঙ্খলা ও পরিচালকগণের কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

গ্রন্থাগার দিবসে স্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য।

(ফটো ও ব্লক আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে কুমার সিং হলে আয়োজিত গ্রন্থ-প্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়।

ফটো : সুব্রত দত্ত
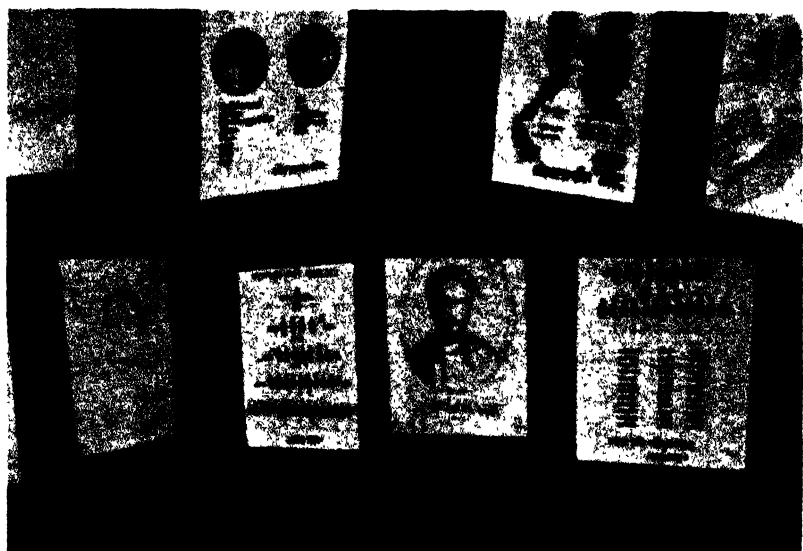
প্রদর্শনীতে প্রাচীর-পত্রাবলীর একাংশ।

গ্রন্থ-প্রদর্শনীর সাহিত্য বিভাগের একটি অংশ

প্রদর্শনীতে শিশু সাহিত্য বিভাগ

ফটো : গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে কলিকাতায় শশিভূষণ দে ষ্ট্রীটে শান্তি ইনষ্টিটিউট ভবনে আয়োজিত গ্রন্থ, প্রাচীর-পত্র ও গ্রন্থ-প্রচ্ছদ প্রদর্শনীর একাংশ।

হাওড়ায় মাজু গ্রামে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলনের শেষের দিকে সভাপতি ডঃ নীহার রঞ্জন রায় চলিয়া যাওয়ায় জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীরতন মণি চট্টোপাধ্যায় এম,এল,এ, মহাশয়কে সভাপতিত্ব করিতে চিত্রে দেখা যাইতেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায় মহাশয়কে (বাম দিক হইতে দ্বিতীয়) সভামঞ্চে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে।

রাসবাজা নারায়ণী পাঠাগার ॥ বিজয়নগর ॥ চব্বিশ পরগণা।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগার ভবন সুসজ্জিত করা হয়। অপরাহ্নে এক সভায় আলোচনাদি ও আবৃত্তি, পঠন ও গল্প প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীকমলাকান্ত ভারতী। পুস্তক ও এক প্রাচীন পত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন হয়। এই দিনে গ্রামবাসীদের নিকট হতে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়।

বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার ॥ চাকদহ ॥ নদীয়া।

২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠিত এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলির গৃহীত হয়: ১। এই সভা পুস্তকের উপর বিক্রয় কর তুলিয়া দিতে সরকারকে অনুরোধ করিতেছে। ২। গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত পুস্তকসমূহের জন্ত দুর্দৃশ্য প্রচ্ছদের পরিবর্তে মজবুত বাঁধাই এবং ভাল কাগজ দ্বারা গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে এই সভা প্রকাশকদের অনুরোধ করিতেছে। ৩। এই সভা সরকার পরিচালিত জেলা গ্রন্থাগার পরিষদে অধিক সংখ্যায় বেসরকারী প্রতিনিধি নিতে অনুরোধ করিতেছে।

শ্রীগদাধর গ্রন্থাগার ॥ বহরকুলি ॥ বর্দ্ধমান।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ঐদিন অপরাহ্নে এক জনসভা আহূত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীশক্তিপদ কুণ্ডু। গ্রন্থাগারিক শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে স্বাধীন দেশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে এক ভাষণ প্রদান করেন। এ ব্যাপারে সরকারী শৈথিল্য ও দেশের স্বতঃস্ফূর্ত গ্রন্থাগার পরিচালনে আর্থিক অনটনের প্রসঙ্গও তিনি উল্লেখ করেন। সভাপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলনে শিক্ষিত যুবকদের সবিশেষ সচেষ্ট হতে পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে আন্দোলনের উন্নতিবিধানের দায়িত্ব একা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নয়। এর নৈতিক দায়িত্ব সকলেরই রয়েছে।

নোয়াড়া-গোয়াড়া জ্ঞানেন্দ্র গ্রন্থাগার ॥ বহরকুলি ॥ বর্দ্ধমান।

২০শে ডিসেম্বর নোয়াড়া-গোয়াড়া জ্ঞানেন্দ্র গ্রন্থাগার গৃহে গ্রন্থাগার দিবস সমারোহের সহিত পালিত হয়। অনুষ্ঠিত এক সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীগৌরহরি কুমার। সম্পাদক শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১ই আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস তারিখের পরিবর্তন করার কারণ সুন্দরভাবে

ব্যাখ্যা করেন। পল্লীজীবনে গ্রন্থাগারের অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি একটি ভাষণ দান করেন। সভাপতি প্রত্যেক গ্রামে একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

পারহাট এডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরী ॥ বর্দ্ধমান।

গ্রন্থাগার দিবসে পারহাট এডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরী এক প্রভাত ফেরীর আয়োজন করেন। তাতে যোগদান করেন গ্রন্থাগারের শতাধিক সভ্য ও সভ্যা। কর্মীরা সারাদিনে গ্রন্থাগার তহবিলের জন্যে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। সায়াহ্নে গ্রামের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শ্রীগোপীবল্লভ গোস্বামীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীবলাইচন্দ্র গোস্বামী, ডাঃ সচ্চিদানন্দ কর্মকার, শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুধীরচন্দ্র হালদারও বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন। সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বেসরকারী প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সংগঠন সঙ্ঘ ॥ সীতাহাটী ॥ বর্দ্ধমান।

গ্রন্থাগার দিবস পালনার্থ ঐদিন সীতাহাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভা আহূত হয়। পৌরোহিত্য করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও প্রভাব সম্পর্কে শ্রীমাধুরীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক ভাষণ দান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার মানুষকে শিক্ষায় ও সমাজ সচেতনতায় কী ভাবে সহায়তা করে তা বিশ্লেষণ করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তিনি সকলকে যথাযথ অংশ গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। স্থানীয় কিশোরগণ কর্তৃক প্রকাশিত হস্তলিখিত একটি পত্রিকা সমবেত সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দির ॥ শ্রীখণ্ড ॥ বর্দ্ধমান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশানুযায়ী শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দিরে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রাচীর পত্র প্রদর্শনী, অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ ও সায়াহ্নে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের কর্মীরা ঐদিন গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বহু লোকের সহিত মিলিত হন ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে সকলকে উৎসাহী হতে অনুরোধ জানান।

বিবেকানন্দ পাঠ ভবন ॥ রায়পুর ॥ বাঁকুড়া।

গ্রন্থাগার দিবসে বিবেকানন্দ পাঠ ভবনের উদ্যোগে এক জনসভা আহূত হয়। শ্রীসুধীর চন্দ্র নন্দী সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন। সভাপতি মহাশয় শিক্ষা বিস্তার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন তথা গ্রামের সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের জন্যে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে সচেষ্ট হবার অনুরোধ করেন। পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয়।

পাকুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার ॥ লেগো ॥ বাঁকুড়া।

গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয় পাকুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারে। দিনটিকে পালনের জন্যে পূর্ব হতেই প্রাচীর পত্র লাগানো হয়েছিল। প্রত্যূষে গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগার গৃহ পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করেন। অপরাহ্নে আহূত এক সভায় পাঠাগারের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা ও স্থানীয় মনীষীদের পুঁথি ও পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করবার কথাও আলোচিত হয়। সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্যের জন্যে বেসরকারী প্রতিনিধিত্ব মূলক পরিচালন সংস্থা গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সঞ্চয় নেতাজী লাইব্রেরী ॥ পাত্রসায়ের ॥ বাঁকুড়া।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে প্রত্যূষে এক প্রভাত ফেরী আয়োজিত হয়। গ্রন্থাগার ভবন সুসজ্জিত ও এক গ্রন্থ প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম পরিক্রম করে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়। এতদুপলক্ষে সায়াহ্নে আহূত এক সভায় পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

নেতাজী সুভাষ গ্রন্থাগার ॥ পাঁচাল ॥ বাঁকুড়া।

পাঁচাল বান্ধব সমিতির সভ্যগণ গ্রন্থাগার দিবসে এক প্রভাত ফেরীর অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁদের কর্মসূচী শুরু করেন। সকালেই উদ্বোধন করা হয় এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর। গ্রামের ছাত্র ছাত্রী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী সকলেই সমবেত হন সায়াহ্নে আহূত জনসভায়। সভাপতি শ্রীজীবন কৃষ্ণ বাজপেয়ী পাঁচাল বান্ধব সমিতি পরিচালিত নেতাজী সুভাষ গ্রন্থাগারের ইতিহাস প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের কার্যাবলী বিবৃত করেন। সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারটিকে আলোক সজ্জিত করা হয়।

কারকবেড়ে পাবলিক লাইব্রেরী ॥ বাঁকুড়া।

গত ২০শে ডিসেম্বর কারকবেড়ে পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাগারের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য এবং গ্রন্থাগারটি যাহাতে উক্ত ইউনিয়ন তথা থানার একটি আদর্শ গ্রন্থাগাররূপে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তজ্জন্য যুবকদিগকে উৎসাহিত করেন।

বড়া বয়েজ লাইব্রেরী ॥ বড়া ॥ বীরভূম।

বড়া বয়েজ লাইব্রেরীর উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস অনাড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় গ্রন্থাগারের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সভার মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল জনসাধারণের সহিত গ্রন্থাগারের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন।

সীতারাম-মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী ॥ খড়ার ॥ মেদিনীপুর।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সীতারাম মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী গত ২০শে ডিসেম্বর একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগারটিকে একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার আবেদন জানান। তিনি প্রতি গ্রামে এইরূপ একটি একটি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা সম্বন্ধে একটি চিত্তগ্রাহী ছবি জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরেন। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ মান্না মহাশয় তাঁর অভিভাষণে বলেন যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারের এদেশে আরও গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের আবেদনে আগামী বৃহস্পতিবার (২১।১২'৫৬) গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা মালার ব্যবস্থা করিয়া নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে কিছু জ্ঞান সঞ্চার করা যায় কিনা এই আবেদন করিলে সহৃদয় ডাক্তার শ্রীহিমাংশু ভূষণ ঘোড়ুই মহাশয় উক্ত কাজের ভার গ্রহণ করেন।

পট্টগ্রাম পাঠচক্র ও জলসা ঘর ॥ পাঁশকুড়া ॥ মেদিনীপুর।

২০শে ডিসেম্বর পট্টগ্রাম পাঁশকুড়া, পট্টগ্রাম পাঠচক্র ও জলসা ঘরে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের আয়োজন করা হয়। সভাপতি 'মালীবুড়ো' তাঁহার স্বভাব সুলভ সহজ ভাষায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস ও তাহার প্রয়োজনীয়তা

আলোচনার পর গ্রন্থাগারের উন্নতি ও গ্রন্থ সংগ্রহের কয়েকটি সুন্দর ও সহজ পন্থার কথা বলেন। সকলে শিশুসাহিত্যিক 'মাসীবুড়ো'র যুক্তি সমর্থন করেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির ॥ পাঁড়ুয়া ॥ হাওড়া।

'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে গত ২০শে ডিসেম্বর উক্ত পাঠাগারে একটি বিরাট জনসভার আয়োজন হয়। বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, সমাজ, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে গঠনমূলক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ঐদিন পাঠাগারের কর্মীরা একটি প্রভাতফেরী বাহির করেন। পাঠককে পুস্তক ও পত্রিকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

কুলাপাড়া শ্রীদুর্গা লাইব্রেরী ॥ কোটবাড়ী ॥ মেদিনীপুর।

উক্ত গ্রন্থাগারে গত ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়। এই সভাতে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পানুরাগী, গ্রন্থাগারযোদী, ও গ্রন্থাগার উন্নয়নে উৎসাহী কর্মী, বহুগণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ পাঁচ শতাধিক লোক যোগদান করেন। সম্পাদক শ্রীরামেশ্বর মিত্র মহাশয় গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও প্রসারকল্পে জাতীয় সরকার যে বিশেষ অগ্রণী হইয়াছেন তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কেটেরা তরুণ পাঠাগার ॥ কেটেরা ॥ তারকেশ্বর ॥ হুগলী।

গত ২০শে ডিসেম্বর কেটেরা তরুণ পাঠাগার 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করেন। এই উপলক্ষে সকাল ৮টায় শোভাযাত্রাসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। বৈকাল ৩টায় জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সম্পাদক, গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কয়েকজন বক্তা পাঠাগারের ইতিবৃত্ত ও গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ॥ রাজবলহাট ॥ হুগলী।

উক্ত পাঠাগারের 'গ্রন্থাগার দিবস' মর্য্যাদাসহকারে পালিত হয়। এই উপলক্ষে ৩২ খানি পুস্তক এবং ১৮./১৫ সংগৃহীত হয়। জনসভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। "এই জনসভা সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত গ্রন্থাগার পরিকল্পনার পূর্ণ সাফল্য কামনা করে এবং গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থায় অবলম্ব বে-সরকারী গ্রন্থাগারকর্মী ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা গ্রন্থাগারের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্ত অত্যাবশ্যকীয়"।

প্রগতি পাঠাগার ॥ জিরাট ॥ হুগলী ।

২০শে ডিসেম্বর "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে প্রগতি পাঠাগার তাঁহার নিজস্ব গৃহে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নতিকল্পে এক সভারও আয়োজন হয়। তাহাতে স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার ॥ ত্রিবেণী ॥ হুগলী ।

'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে গত ২৫শে ডিসেম্বর উক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ সভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠাগারের সম্পাদক গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য ও পাঠাগারের সংক্ষিপ্ত এক বিবরণী দেন। প্রধান অতিথি দেশবাসীর সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও বিশেষ ভূমিকার ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতি-যোগিতা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। এতদুপলক্ষে গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতি বিধানের জন্ম নিয়মিত অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা এবং আঞ্চলিক পরিচালন সংস্থায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী ও সংগঠকদের প্রতিনিধি অধিক সংখ্যায় গ্রহনের জন্তে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হাইড রোড ইনষ্টিটিউট ॥ কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠান ॥ খিদিরপুর।

গত ২০শে ডিসেম্বর ইনষ্টিটিউট ভবনে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, এতদুপলক্ষে এক প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী ও সঙ্গীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়েছিল।

উপেন্দ্র স্মৃতি আসর ॥ ১১১, বৈঠকখানা কাষ্ট লেন ॥ কলিকাতা-৯।

আসর পাঠাগার বিভাগের উদ্যোগে ২১শে ডিসেম্বর আসর কার্য্যালয়ে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সভানেত্রীত্ব করেন আসরের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী জয়শ্রী বসু। সোমেন পাল, উৎপল বসু, মিন্টু দাশগুপ্তা প্রভৃতি আলো-চনায় অংশ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বই এবং পত্রিকা প্রদর্শিত হয়। সব শেষে সঙ্গীত সম্পাদিকা রুনু দাশগুপ্তার পরিচালনায় বিচিত্রানুষ্ঠান হয়।

গ্রন্থাগার-ভবন

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সংগঠনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন গৃহ বা আশ্রয় কিন্তু গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত ভবন সংগ্রহ বা নির্মাণ করা সহজ নহে। প্রথমতঃ গ্রন্থাগার ক্রম-বর্ধমান প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর হইতে প্রতি বৎসরই সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের পাঠক ও পুস্তক সংখ্যা বর্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে পরিমাণ লোকের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়, অত্যল্পকাল মধ্যে ইহার পাঠক-সংখ্যা তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে। পাঠক সংখ্যা বা পুস্তক সংখ্যা ভবিষ্যতে বাড়িয়া যাইবে বুঝিলেও এই সমস্যার সমাধান করা কঠিন, কোন কর্তৃপক্ষই কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা কিরূপ বাড়িবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমানে গৃহনির্মাণ খাতে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রন্থাগার, গবেষণার সহায়ক গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির পক্ষে এই সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সাধারণ গ্রন্থাগারে যেমন নূতন বই কেনা হয়, তেমনই পুরাতন বইয়ের এক অংশকে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে নূতন বই রাখিবার স্থানের সমস্যা অনেকখানি লঘু হইয়া যায়। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থাগার সমূহে বই বাতিল করার ক্ষেত্র বা প্রসঙ্গ অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত। ফলে এইসব গ্রন্থাগারের সংগ্রহ কেবল বাড়িতেই থাকে এবং গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে শীঘ্রই স্থান সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এই জাতীয় গ্রন্থাগারের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনায় সেইজন্য বর্তমানের প্রয়োজনের কথাও যেমন ভাবা দরকার তেমনই ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা দরকার।

গ্রন্থাগার-ভবনের পরিকল্পনা নির্মাণের সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কার্যোপযুক্ত হওয়াই এই ভবনের প্রধানতম গুণ। নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থানের মধ্যে, পরিমিত অর্থ ব্যয়ে গ্রন্থাগারের সর্ববিধ প্রয়োজন মিটান খুব সহজ কাজ নহে। তাই গ্রন্থাগার-ভবন সুষ্ঠু, সুন্দর করা সব সময় হয়ত সম্ভব হইয়া ওঠে না, কিন্তু কার্যোপযুক্ত করিয়া ইহাকে তুলিতে না পারিলে ইহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। গ্রন্থাগার-ভবন নির্মাণ করিতে হইলে সেইজন্য প্রতি পদে গ্রন্থাগারিক ও স্থপতির

মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা আবশ্যক। এই সহযোগিতা ব্যতীত প্রয়োজন ও সামর্থ্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উপযুক্ত গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করা অসম্ভব।

গ্রন্থাগার ভবন বিশেষ করিয়া সাধারণ গ্রন্থাগার ভবন যতদূর সম্ভব সহরের কেন্দ্রস্থলে নির্মাণ করিতে হয়। সহরের গোলমাল হইতে দূরে নিভৃত পরিবেশে গবেষণার গ্রন্থাগার স্থাপন করা যাইতে পারে, কিন্তু কর্মব্যস্ত মানুষের আরও উন্নতির, আরও জ্ঞানের বা অবসর বিনোদনের সহায়ক হইয়া উঠাই যে গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য, সে গ্রন্থাগার সাধারণ যাতায়াতের রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগারের প্রকৃতি অনুসারেই গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যবস্থা করিতে হয়। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এ কথা মনে রাখিতে হইবে।

সহরের কেন্দ্রস্থলের মধ্যেও যথাসম্ভব শব্দমুখর কারখানা, অগ্নিভয়যুক্ত স্থান, কিংবা চারিদিকে গাড়ীর রাস্তা ঘেরা জায়গায় গ্রন্থাগার-ভবন নির্মাণ না করাই ভাল। যেখানে লোকে বেড়াইতে, বাজার করিতে বা অন্য কারণে সাধারণতঃই যাইয়া থাকে, তাহার নিকটে গ্রন্থাগার হইলে উহার ব্যবহার হওয়ার আশা বেশী থাকে। মনে রাখিতে হইবে গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রথম সূত্রই হইতেছে যে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ ব্যবহারের মধ্যেই সার্থক হইয়া উঠে।

গ্রন্থাগার-ভবনের অন্যান্য সমস্যা আলোচনার পূর্বে আমাদের স্থির করিতে হইবে ইহা অবাধ অধিগম্য (Open access) হইবে, না সঙ্কুচিত অধিগম্য (closed access) হইবে। বস্তুতঃ এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তের উপরই গ্রন্থাগারের অন্য সমস্ত ব্যবস্থা নির্ভর করে। যদি গ্রন্থাগার সঙ্কুচিত অধিগম্য হয়, তাহা হইলে যেখানে পুস্তক-সংগ্রহ থাকে, তাহারই পাশে বসিয়া গ্রন্থাগারের সাধারণ নিত্যকর্ম করিতে কর্মীদের খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই ক্ষেত্রে গ্রন্থগুলি রাখিতে জায়গাও হয়ত কম লাগিতে পারে। কেননা গ্রন্থাগারের ২।১ জন কর্মীই শুধু যদি নির্দিষ্ট বই আনার উদ্দেশ্যে পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে যায়, তাহা হইলে দুই দিকের তাকের মাঝে যাতায়াতের রাস্তা খুব চওড়া না রাখিলেও চলে, তাহা হইলে তাকগুলিকে খানিকটা বেশী উচু করিয়া তৈয়ারী করিলেও খুব ক্ষতি হয় না। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ গ্রন্থাগারই ক্রমান্বয়ে অবাধ অধিগম্য হইয়া উঠিতেছে। সঙ্কুচিত অধিগম্য গ্রন্থাগারে স্থানের দিক্ দিয়া যেটুকু সুবিধাই পাওয়া যাক্ না কেন, ইহার দ্বারা গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য অনেকাংশেই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ পাঠকেরা যদি ভাল বই দেখিতে পান তাহা হইলে তাঁহাদের পড়িবার ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে ভদ্রলোক সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে আসেন না,

প্রয়োজন বশে বা বন্ধু-সংসর্গে একদিন দৈবক্রমে গ্রন্থাগারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে গ্রন্থ-সূচীর কোনরূপ আকর্ষণ থাকিতে পারে না—কিন্তু অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলির মধ্যে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, জুয়ার নেশার মত বইয়ের নেশা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে। তিনিও গ্রন্থাগারের পাঠক হইয়া পড়িতে পারেন। তাহা ছাড়া গ্রন্থ-সূচী যত বিস্তৃত ও সুন্দর করিয়াই রচনা করা হউক না কেন, পুস্তক দেখিয়া পাঠক আপন প্রয়োজন যেমন সহজে নির্ণয় করিতে পারেন গ্রন্থ-সূচীর সাহায্যে কখনও সেরূপ পারেন না। সঙ্কুচিত অধিগম্য গ্রন্থাগারে পাঠক কেবল পূর্ব-হইতে-জানা বইগুলিই চাহিতে পারেন। তাঁহার নিজের বিষয়েরও অজানা নূতন বই জানিবার ও দেখিবার সুযোগ তাঁহার আসে না—ফলে পাঠস্পৃহাও ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া উঠে না।

উদ্দেশ্য সাধনে উল্লিখিত ব্যর্থতা ছাড়াও সঙ্কুচিত অধিগম্য গ্রন্থাগারে কর্মী বেতনের খাতে পৌনঃপুনিক ব্যয় কিছু বেশী পড়িবার সম্ভাবনা। কেননা এই জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রতিটি পুস্তক বাহির করিবার এবং উঠাইবার জন্য প্রতিবারই কর্মীর প্রয়োজন হয়, পক্ষান্তরে অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগারে পাঠক নিজের ইচ্ছামত বই দেখিয়া বাছিয়া লন, ফলে এই কাজের জন্য কর্মীর প্রয়োজন হয় না।

গ্রন্থ-সূচী ভাল ভাবে নির্মাণ করিতে গিয়া দেখা যাইতেছে এই খাতে শ্রমের বা অর্থের প্রয়োজন কম নয়; সেইজন্য সাধারণ গ্রন্থাগারে ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত সূচীর (simplified catalogue) এবং নির্বাচিত গ্রন্থের সূচী (selective catalogue) নির্মাণের বন্দোবস্ত করা যাইতেছে। যদি গ্রন্থাগার সঙ্কুচিত অধিগম্য হয় তাহা হইলে এই জাতীয় সূচী দ্বারা কখনই কাজ চলিতে পারে না। সুতরাং এই খাতেও গ্রন্থাগারের পক্ষে কোনরূপ ব্যয় সঙ্কোচের সম্ভাবনা থাকে না।

অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগারের বিরুদ্ধে প্রবলতর আপত্তি হইতেছে যে, এই ব্যবস্থায় গ্রন্থ হারাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। কিন্তু গ্রন্থাগার গৃহে উপযুক্ত দ্বারবান্ নিযুক্ত করিলে এই ভয়ও খুব কমিয়া যায়। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলে প্রত্যেকেরই প্রতিবাসীর গৃহে প্রবেশের যেরূপ অবাধ যাতায়াতের প্রচলন আছে তাহাতে আমাদের দেশে পল্লীর গ্রন্থাগারগুলিতে চেষ্টা করিলে গ্রন্থ চুরি নিবারণ করা কঠিন নহে।

অবাধ-অধিগম্য-গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করিলে আমাদের পল্লী অঞ্চলে মাত্র একটি প্রকোষ্ঠেই গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজ চলিতে পারে। সাধারণতঃ

পল্লীর গ্রন্থাগার গুলিতে পুস্তক-সংখ্যা খুব বেশী থাকে না। প্রকোষ্ঠের দেওয়ালের ধারে ধারে তাকের উপরই এই বইগুলি সাজাইয়া রাখা যায়। এক পাশে তাক গুলিকে দেওয়াল হইতে ঘরের মাঝের দিকে খানিকটা আগাইয়া দিলে দেওয়াল ও তাক পরিবেষ্টিত আর একটি ছোট্ট কক্ষ নির্মিত হইয়া যায়। ঐ ছোট্ট কক্ষে বসিয়া গ্রন্থাগার-কর্মীরা গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিতে পারেন। প্রকোষ্ঠের মধ্যখানে একজন লোক থাকিলেই বই লেন-দেনের কাজ, পাঠকদের বই বাছিয়া লওয়ায় সাধারণ সাহায্য বা অন্তান্ত প্রাসঙ্গিক কাজ করিতে পারেন। একজন লোক যাতায়াতের দরজায় থাকিলেই বইয়ের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। যে গ্রন্থাগারে বই লেন-দেন কম সেখানে অবশ্ত ঐ প্রকোষ্ঠে বসিয়াই গ্রন্থাগার পরিচালনার আনুষঙ্গিক কাজ করা এবং যাতায়াতের পথে নজর রাখা অসম্ভব নয়। পল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগারে বয়স্কদের বই পড়িয়া শুনান দরকার বটে—তবে সাধারণতঃ সভা-সমিতির জন্ত স্থান সংরক্ষণ অপরিহার্য নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। বর্ষাই কৃষকদের দুরন্ত পরিশ্রমের সময়। দেশের যাতায়াতের একমাত্র সম্বল কাঁচা রাস্তাগুলি এই সময় এতই পিচ্ছিল ও কর্দ্দমময় হইয়া উঠে যে বর্ষায় পল্লীর সমস্ত অঞ্চল হইতে লোকেদের একস্থানে বই শুনার জন্ত আসা এখনই সর্বত্র খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বর্ষা ব্যতীত অন্ত সময় অপরাহ্ণে রৌদ্র পড়িয়া গেলে গ্রন্থাগার-সংলগ্ন খোলা জায়গায় বসিয়া বই পড়া কিছুই কঠিন কাজ নয়। যে অঞ্চলে লোকেদের উৎসাহ বেশী, বর্ষায়ও যেখানে লোকেদের ভাল বই শুনিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকে, সে অঞ্চলে অবশ্ত গ্রন্থাগারের সঙ্গে উপযুক্ত আয়তনের ঘর আর একখানি বাড়াইয়া লইতেই হইবে।

তবে একটি মাত্র ঘরেও পল্লীর ছোট গ্রন্থাগারের কাজ চালাইয়া লওয়া সম্ভব হইলেও ইহাতে আমাদের শেষ পর্যন্ত চলিবে না। পল্লীর গ্রন্থাগার হইবে পল্লীর সকলের মিলন কেন্দ্র। তাই আমোদ-আহ্লাদ, হাসি-খুসী, খেলা-ধূলার জন্ত একটি ঘরের অভাব সকলে শীঘ্রই বোধ করিবে। এই আর একটি ঘর গড়িয়া তুলিতে পারিলেই গ্রন্থাগারে জিজ্ঞাসু পাঠকদের আলাদা করিয়া ফেলা সম্ভব হইবে। তখন দৈনিক খবরের কাগজ পড়াও ঐ মেলা-মেশার ঘরে বেশ চলিতে পারে। ফল কথা অবস্থা বিবেচনা করিয়া খুব কম খরচেও গ্রন্থাগার আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত এর সম্প্রসারণ করা যায় সুরুতেই বহু টাকা না হইলে কিছুই করা যাইবে না মনে করিয়া হতাশ হওয়ার কারণ নাই। তবে প্রথম হইতেই বর্ত্তমানের প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখিতে হইবে।

জনবহুল শহর বা নগরে যখন গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করিতে হয়, তখন গ্রন্থাগারিককে মোটামুটি তাঁহার সমস্ত প্রয়োজনটিই বলিয়া দিতে হয়। গ্রন্থাগারের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক, পুস্তক সংখ্যা বা বিভিন্ন আয়োজনের ব্যবহার বাড়ে বটে কিন্তু আয়োজন যাহা করা হইবে তাহা পূর্ব হইতেই স্থির থাকে। গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্ত আমাদের গ্রন্থাগার ভবনে নিম্নলিখিত কার্যগুলির জন্ত স্থানের আবশ্যক হয় :

১। পাঠ-কক্ষ
- (ক) সাধারণের জন্ত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র পড়িবার স্থান
- (খ) শিশু ও কিশোরদের পড়িবার স্থান

২। গবেষণা ও অনুসন্ধান বিভাগ
- (ক) গবেষণা-কক্ষ
- (খ) অনুসন্ধান-স্থান
  - (১) সাধারণ
  - (২) আলোক-চিত্র পাঠ কক্ষ
  - (৩) রেকর্ড শুনিবার ঘর

৩। পুস্তক লেন-দেনের বিভাগ
- (ক) অবাধ-অধিগম্য বইয়ের তাক রাখিবার জায়গা
- (খ) দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য এবং চিত্রবহুল গ্রন্থের তাক রাখিবার জায়গা
- (গ) বই লেন-দেনের জায়গা

৪। পরিচালনা বিভাগ
- (ক) পরিচালক সমিতির ঘর
- (খ) কর্মীদের দপ্তর
- (গ) গ্রন্থাগারিকের কক্ষ
- (ঘ) পুস্তক-বাঁধাই বিভাগ
- (ঙ) গুদাম-ঘর
- (চ) কর্মীদের বিশ্রাম ও জলযোগের স্থান
- (ছ) দর্শনার্থীদের অপেক্ষার স্থান

(৫) সম্প্রসারণ বিভাগ
- (ক) সভা-প্রকোষ্ঠ
- (খ) গ্রন্থ যান বিভাগ

(৬) শৌচাগার প্রভৃতি

ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলিতে আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগারগুলির সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্ত পৃথক্ বন্দোবস্ত থাকিবে।

একণে প্রত্যেকটি বিভাগের জন্ত কিরূপ স্থানের প্রয়োজন হইবে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। গ্রন্থাগার-ভবনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে লক্ষ্য

রাখা আবশ্যক যে অঞ্চলের জন্য গ্রন্থাগার—সে অঞ্চলে লোকসংখ্যা কিরূপ। কোন দেশেই শিক্ষিত জনসংখ্যার প্রধান অংশ গ্রন্থাগার ব্যবহার করে না—আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যাই মোট জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। সুতরাং বর্তমানে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫ জনের জন্য সেবার ব্যবস্থা করিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। ফলে ২০,০০০ অধিবাসীর সহরে মোটামুটি ১০০০ জনের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকাই যথেষ্ট। ঐ সহরে একাধিক গ্রন্থাগার থাকিলে সেই অনুপাতে প্রতি গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা কম হইয়া যাইবে। পাঠক পিছু তিনখানা করিয়া বই ধরিলে লেন-দেন বিভাগে ৩০০০ বইতেই কাজ চলিয়া যাইবে। তাকগুলি সাধারণতঃ তিনফুট লম্বা হইয়া থাকে, প্রতিফুটে সাধারণ বই ৮ খানি করিয়া ধরিয়া হিসাব করিলে এক তাকে প্রায় ২৫ খানি বইয়ের জায়গা হইবে। প্রতিটি তাক ১০ ইঞ্চি অন্তর করিয়া তৈয়ারী করিলে ৬॥০ ফুট উঁচু তাকেই ২০০ খানি বই ধরিতে পারে। ইউরোপ আমেরিকার গ্রন্থাগারে তাকগুলি ৭॥০ ফুট উঁচু করার রীতি থাকিলেও আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত খর্বকায় ব্যক্তিদের জন্য তাক ৭ ফুটের চেয়ে বেশী উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেহেতু বাড়ীতে লেন-দেনের অধিকাংশ বইই ৯ ইঞ্চির বেশী উঁচু হয় না—সেই হেতু ১০ ইঞ্চির মধ্যে অধিকাংশ বইই ধরিয়া যাইবে। তবে কোন গ্রন্থাগার ইচ্ছা করিলে আরও উঁচু বইয়ের জন্য একটি তাক ২ ইঞ্চি উঁচু করিয়া তৈয়ারী করিতে পারে। সে ক্ষেত্রেও তাকের উচ্চতা ৬ ফুট ৮ ইঞ্চির বেশী হইবে না। সবচেয়ে নীচের তাকটিকে মাটি হইতে ৪ ইঞ্চি উঁচু করিয়া নির্মাণ করিলে মোট ৭ ফুট উঁচু তাকেই কাজ হইবে। এইরূপ ২৫টি তাক ধরাইতে পারিলেই ৫০০০ বইয়ের স্থান হইয়া গেল। আরও ৫টি এইরূপ তাকের জায়গা থাকিলেই ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের বন্দোবস্তও করা হইল সুতরাং তাকের জন্য লাগিল মোট ২০×৩=৬০ ফুট লম্বা জায়গা। দু' দিকে মুখ-ওয়ালা তাক ব্যবহার করিতে পারিলে ৫০ ফুট লম্বা জায়গায়ই কাজ হইতে পারে। দুই সারি তাকের মাঝে অবশ্য অন্ততঃ ৪ ফুট করিয়া রাস্তা রাখিতে হইবে। বই লেন-দেনের জন্য একটি ঘর রাখিলেই চলিয়া যাইবে। ঐ ঘরের মধ্যেই বই সাজাইয়া রাখিয়া এক জায়গায় লেন-দেনের কাজ করা যায়। দুষ্প্রাপ্য বা বহুমূল্য বই সাধারণতঃ বাড়ীতে পড়িবার জন্য দেওয়াই হয় না। সেইজন্য সেই বইগুলিকে গবেষণা-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করাই সাধারণ প্রথা হওয়া উচিত।

গ্রন্থাগার যদি দ্বিতল বাড়ীতে পরিচালনা করিতে হয়, তাহা হইলে নীচের তলায় পাঠকক্ষ, লেন-দেন বিভাগ, শিশু-বিভাগ এবং অনুসন্ধান-বিভাগ রাখিতে

হইবে। শিশু পাঠকদের প্রবেশের জন্ত ভিন্ন প্রবেশদ্বার করার অনুকূলে অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের সমস্ত বিভাগে প্রবেশ ও নির্গমণের জন্ত একটি মাত্র দরজা রাখিলে কাজের যে অনেক সুবিধা হয় একথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় তলে পরিচালনা বিভাগ, গবেষণা বিভাগের অপরাপর অংশগুলি এবং সভাপ্রকোষ্ঠ রাখিতে হইবে। সভাপ্রকোষ্ঠের জন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নির্গমদ্বার রাখিতে পারিলে সর্বাপেক্ষা সুবিধা হয়। রেকর্ড শোনার বন্দোবস্ত রাখিলে, তাহা যতদূর সম্ভব সাধারণ পড়িবার জায়গা হইতে দূরে রাখা দরকার। সভাপ্রকোষ্ঠটিকে এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে এখানে আলোকচিত্রের প্রদর্শন হইতে পারে। ভ্রাম্যমান বিভাগটি রাস্তার উপরেই অবস্থিত হওয়া দরকার।

পাঠকক্ষের চারিদিকে সংবাদপত্র পড়িবার জন্ত উঁচু টেবিলের বন্দোবস্ত করা ভাল। ঘরের মধ্যে অবশুই সাময়িক পত্রিকাদি পড়িবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। সাময়িক পত্রিকাগুলিকে টেবিলের উপর ছড়াইয়া রাখার চেয়ে সাময়িক পত্রের তাকের মধ্যে রাখিতে পারিলে দেখিতেও ভাল হয়—শৃঙ্খলাও থাকে।

গবেষণা বিভাগে পড়িবার জন্ত পাঠক প্রতি ১২ স্কোয়ার ফুট জায়গার বন্দোবস্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। গবেষণা বিভাগের বইগুলি সাধারণতঃ বড় হইয়া থাকে। সুতরাং এই বইগুলিকে সাজাইয়া রাখিতে স্থানের প্রয়োজন বেশী। লেন দেন বিভাগে যেমন বইয়ের এক বিপুল অংশ মধ্যে মধ্যে বাতিল করিয়া দিতে হয়—অনুসন্ধান বিভাগ ব্যতীত গবেষণা বিভাগের অন্তত্র তেমন হয় না। তাহা ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া নানাবিধ বহুসংখ্যক ক্রমবর্ধমান পুস্তক রাশিকে এখানে স্থান দিতে হয়। তাহা ছাড়া আলোকচিত্র পাঠের ঘর এবং রেকর্ড শুনিবার ঘরকেও একটি বিশেষ নিয়ম অনুসারে নির্মাণ করিতে হয়।

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের স্থানের বন্দোবস্ত করা ব্যতীত গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের সময় যাহাতে মেজেগুলিতে শব্দ কম হয় তাহার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। মেজের উপর রবার বিছাইয়া দিলেই এই ব্যবস্থা হইতে পারে। কলিকাতার এক বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে উই নিবারণের জন্ত বাড়ীর বালি ছাড়াইয়া ফেলিয়া নূতনভাবে বালি কাজ করা হয়। এই সময় বালি সিমেন্টের সঙ্গে ক্রিয়োজোট মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রন্থাগারিক বলিয়াছেন তাহার পর হইতে সেই ঘরে উইয়ের উপদ্রব হয় নাই।

যাহাই হউক গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের প্রকারের উপর যদি উইয়ের আক্রমণ নিবারণের উপায় হয়, তাহা হইলে গ্রন্থাগারিক সে বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন না।

চিঠিপত্র

[চিঠিপত্র বিভাগে কোনও চিঠি প্রকাশ করা না করা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। চিঠি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন]

'গ্রন্থাগার' সম্পাদক মহাশয়েষু,

গ্রন্থাগার পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'গ্রন্থাগার ও প্ল্যানিং' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন তা আমার মতে ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত ও যুক্তি বহির্ভূত।

প্রথমতঃ গ্রন্থাগারের আদি ও বিবর্তনের যে রূপ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে তাকে নির্ভুল বলা চলে না।

প্ল্যানিং সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও মতামতের জন্যেই প্রধান আপত্তি। প্ল্যানিং কথাটা বলতে খুবই গালভরা—কিন্তু ব্যক্তির ও সমাজ জীবনের খুবই একটি মৌলিক ও মামুলি বিষয় হল প্ল্যানিং। আয় অনুযায়ী ব্যয় করবার প্রয়োজনেও প্ল্যানিংয়ের দরকার হয় সাধারণ একটা মানুষের। রাষ্ট্রের মত বৃহৎ ক্ষেত্রেতো হবেই। কি ব্যক্তি, কি রাষ্ট্র, উভয়েরই পক্ষে পরিকল্পনা-বিহীন অবস্থান বিশৃঙ্খল ও ভারসাম্যহারা হতে বাধ্য।

সীমিত অর্থ ও সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু প্রণালীতে আদর্শ ও উন্নত লক্ষ্যমানে পৌঁছবার তাগিদেই প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন ঘটে। তাতে সমাজের বিকাশ সমানুপাতিক, সর্বাঙ্গীন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ও পক্ষান্তরে অর্থ, সময় ও মেহনতের অপচয় নিবারিত হয়; ঈপ্সিত আদর্শের পথ অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও যথেচ্ছাচারে আবদ্ধ ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে না। আর নির্দিষ্ট লক্ষ্যমান (standard) অনুযায়ী প্ল্যানিং করার অর্থ এই নয় যে তাতে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা বিনষ্ট হবে। রাষ্ট্র ও সমাজ বন্ধনের মূলগত সার্থকতাই হল ব্যক্তির নিরঙ্কুশ বিকাশ ও উন্নতি। ব্যক্তি সত্তা ও মানবিক মূল্যহীন সমাজ-কল্যাণ অলীক ও অবাস্তব। প্ল্যানিংয়ের উদ্দেশ্য ব্যক্তির মঙ্গল তথা দেশ ও দশের সামগ্রিক অভ্যুত্থান সাধন।

তবে প্ল্যানিংয়ের মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তার জন্যে সচেতন ও সতর্ক হওয়া দরকার। দেহের কোনও অংশে দূষিত ক্ষত দেখা দিলে শরীরটাকে বাতিল না করে যেমন আমরা চিকিৎসা করি ঠিক তেমনি প্ল্যানিংয়ের দোষ ত্রুটিও শোধন করে নিতে হবে।

লাইব্রেরী প্ল্যানিং ও অন্যান্য প্ল্যানিং বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্ল্যানিং এক ব্যাপার নয়। উভয়ের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ বিদ্যমান।

লাইব্রেরী প্ল্যানিং সীমিত সময় ও অর্থে সর্বজনের জ্ঞানার্জনের উপযুক্ত সুযোগ ও ব্যবস্থা প্রবর্তনেই সীমাবদ্ধ থাকে—অর্থাৎ অর্থের সংকুলান সাধন, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, কুশলী কর্মী নিয়োজন, পরিচালন সংস্থা সংগঠন ও সর্ববিধ সামঞ্জস্য বিধানই লাইব্রেরী প্ল্যানিংয়ের লক্ষ্য। আভ্যন্তরীন কাজকর্মে, বিশেষ করে গ্রন্থ নির্বাচন ও সংগ্রহে প্ল্যানিংয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। লোকের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী জ্ঞানার্জনে প্ল্যানিং হস্তক্ষেপতো করেই না, বরঞ্চ সুযোগ ও সুবিধার পথ সুগম করে তোলে। চিন্তা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ব্যক্তিত্বের উদয় ও সৃজনি শক্তির বিকাশ তথা সমগ্র সমাজের পূর্ণাঙ্গ অভ্যুন্নতিই যখন লাইব্রেরী প্ল্যানিংয়ের লক্ষ্য তখন সকলেই এক ধাঁচে গড়ে উঠবে এ আশঙ্কা অমূলক। ইতি—

কলিকাতা, ৩০-১২-৫৬। চৈতালী সেন

হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন

গত রবিবার ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ বালু পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের উদ্যোগে হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রায় দুইশত প্রতিনিধি ভিন্ন বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, সমাজ-সেবী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী কর্মী যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনন্দীধন সরকার তাঁহার সুন্দর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমবেত সকল গ্রন্থাগার-প্রেমীকে স্বাগত জানান। হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৫-৫৬ সালের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণে সাধারণ গ্রন্থাগারের নানা সমস্যার কথা আলোচনা করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকার ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপন করেন। তিনি বলেন, যে পরিকল্পনা তৈরী করছেন তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে কর্মীদের, তার ভাল-মন্দ বিচার করার ভার বিশেষজ্ঞদের। প্রয়োজন হ'লে পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে হবে।

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায়, পল্লীবার্তার সম্পাদক শ্রীশুভেন্দু বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীরা সকালে এক কর্মী-বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার "ভ্রাম্যমাণ কার্যের সম্প্রসারণ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে ইহার আলোচনা করিলে সভাপতি মহাশয় ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাঁহার ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় সঙ্ঘ সভাপতি শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ১৯৫৫-৫৬ সালের পরিমিত হিসাব অনুমোদিত হয়। সম্মেলনে হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কার্যের পরিসংখ্যান ও তথ্য সমন্বিত প্রাচীর পত্রের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

বেলডাঙ্গা প্রসন্ন স্মৃতি পাঠাগারের (বাক্যশ্রী) উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় বিগত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫৬) মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রন্থাগারকর্মী তথা সমাজসেবা কর্মীগণের এক সম্মেলন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত যথাক্রমে সভাপতি এবং প্রধান অতিথিরূপে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস সম্মেলনে যোগদান করেন।

জেলার ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান দুরবস্থা, সরকারী-বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বস্তরের গ্রন্থাগার-সংস্থায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের উপযোগিতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সম্মেলনের আলোচনা মূলতঃ কেন্দ্রীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির সংস্কার সাধনের জন্যে অবিলম্বে আর্থিক সাহায্যদানের জন্য সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের গ্রন্থাগার সম্মেলনের গুরুত্বের প্রতি প্রধান অতিথি শ্রীদাশগুপ্ত এবং সভাপতি শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁহাদের ভাষণে সমাজসেবা কর্মীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভে প্রসন্ন স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীরটন্তিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন।

সম্মেলন মণ্ডপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত প্রাচীর পত্রগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

পরিষদ কথা

অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ

গত ২৩শে ডিসেম্বর সায়াহ্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে পরিষদ পরিচালিত সপ্তাহান্তিক ও গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগার শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী।

অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ সমাপনান্তে ডঃ চক্রবর্তী এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বপূর্ণ বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সচেতন হবার উপদেশ দেন ও তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাফল্য ও উজ্জ্বলতা কামনা করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা

অভিজ্ঞানপত্র বিতরণের পর পরিষদের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর প্রস্তাবক্রমে পরিষদের পৃষ্ঠপোষক ডক্টর নরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে, উপস্থিত সকলে দুই মিনিটকাল নিরবে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একটি শোকজ্ঞাপক প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

বিগত বছরের কার্যবিবরণী, আয়ব্যয়ের হিসাব ও উদ্বর্ত পত্র উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। বিষয় সূচী অনুযায়ী পরে নিম্নলিখিত পদাধিকারী ও সংসদ সদস্যগণকে পরবর্তী বছরের জন্যে নির্বাচিত করা হয়:

সভাপতি -	শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু
সহ সভাপতি—	শ্রী বি, এস, কেশবন
	শ্রী তিনকড়ি দত্ত
	শ্রী শচীন্দ্র নাথ রুদ্র
	শ্রী যতীন্দ্র মোহন মজুমদার
	শ্রী সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়
কর্মসচিব—	শ্রী ফণিভূষণ রায়

যুগ্ম কর্মসচিব—	শ্রী রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস
সহ কর্মসচিব—	শ্রী ননীগোপাল বসাক
গ্রন্থাগারিক—	শ্রীমতী অশোকা ধর
কোষাধ্যক্ষ—	শ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
পত্রিকা সম্পাদক—	শ্রী সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যক্তিগত সদস্য, দাতা ও আজীবন সদস্যগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি

জনাব মহম্মদ আসাদ আলি	শ্রী গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়
শ্রী প্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রী নির্মল চৌধুরী
শ্রীমতী বাণী বসু	শ্রী শিবরঞ্জন ঘোষ
শ্রী রামরঞ্জন ভট্টাচার্য	শ্রী বিমলেন্দু মজুমদার
শ্রী সুধীর রক্ষ	শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী অজিত কুমার চক্রবর্তী	শ্রী শক্তিদাস রায়

ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়

প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যগণের প্রতিনিধি

বাঁকুড়া—(১টি আসন)	সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী, পাত্রসায়র
বীরভূম—(১টি আসন)	জুবিলী লাইব্রেরী, সিউড়ি
বর্দ্ধমান—(১টি আসন)	ঝাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, ঝাড়গ্রাম
কলিকাতা—(২টি আসন)	মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, খিদিরপুর
	তরুণ সঙ্ঘ, ঘোষ লেন
কুচবিহার—(১টি আসন)	প্রিন্স ভিক্টর নৃত্যেন্দ্র নারায়ণ ক্লাব, হলদিবাড়ী
হুগলী—(২টি আসন)	বৈদ্যবাটি ইয়ংমেন্‌স এ্যাসোসিয়েশন, শেওড়াফুলি
	গরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী, গরলগাছা
হাওড়া—(১টি আসন)	মাধব মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, সালকিয়া
জলপাইগুড়ি—(১টি আসন)	বাবুপাড়া পাঠাগার, জলপাইগুড়ি
মালদহ—(১টি আসন)	বান্ধব পাঠাগার, হরিশ্চন্দ্রপুর

মেদিনীপুর—(২টি আসন)	রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, কাঁথি ক্লাব, কাঁথি
মুর্শিদাবাদ—(১টি আসন)	পঙ্কজিনী স্মৃতি পাঠাগার, সাহানগর
নদীয়া—(১টি আসন)	আদর্শ সঙ্ঘ পাঠাগার, মদনপুর
চব্বিশ পরগণা—(২টি আসন)	বান্ধব লাইব্রেরী, জয়নগর ইছাপুর অনুশীলনী, ইছাপুর
পশ্চিম দিনাজপুর—(১টি আসন)	বালুরঘাট সাধারণ পাঠাগার, বালুরঘাট

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির একজন করিয়া মনোনীত প্রতিনিধি :

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

জাতীয় গ্রন্থাগার — বিশ্বভারতী

বার্ষিক সভায় বিবিধ পর্যায়ে সমবেত সদস্যগণ ও প্রতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিগণের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাদির উত্থাপন ও পর্যালোচনা করেন। বিষয়গুলি সংসদের (Council) সভায় উপস্থাপিত করা হবে। সর্বশেষে খিদিরপুরে অনুষ্ঠিত নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আয়োজিত শিশু উৎসবে মধুস্মৃতি মণিমেলা অভিনীত নাটকের জন্য পরিষদ কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত একটি রৌপ্য পদক এই সভায় দেওয়া হয়।

সংসদের প্রথম অধিবেশন :

গত ৬ই জানুয়ারী জাতীয় গ্রন্থাগারে 'নবনির্বাচিত সংসদের' (Council) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সংবিধান অনুযায়ী সংসদের নিম্নোক্ত সাতজন সদস্যকে কার্য্য নির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত করা হয় :

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়	শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ
শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীঅভয় সরকার
শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য

শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়

সংসদের সভায় নিম্নলিখিত কমিটিগুলিও গঠিত হয় :

প্রকাশন উপ-সমিতি

সর্বশ্রী যতীন্দ্রমোহন মজুমদার (সভাপতি), সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), পরমেশ বসু, অরুণ দাশগুপ্ত, রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস, ফণিভূষণ দত্ত।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ উপ-সমিতি

সর্বশ্রী বি, এস, কেশবন (সভাপতি), প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), সুবোধ মুখোপাধ্যায়, বিমলেন্দু মজুমদার, গোবিন্দভূষণ ঘোষ, নির্মল চৌধুরী. রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর আদিত্যকুমার ওহদেদার, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়।

গ্রন্থ-নির্বাচন উপ-সমিতি

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত (সভাপতি), সর্বশ্রী বিমলেন্দু মজুমদার, এস, বি, ঘোষ, তিনকড়ি দত্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, অশোকা ধর।

গ্রন্থাগার উপ-সমিতি :

সর্বশ্রী শচীন্দ্রনাথ রুদ্র (সভাপতি), অশোকা ধর (আহ্বায়ক), অমল সরকার, বাণী বসু, ননীগোপাল বসাক অপূর্ব কুমার দত্ত, শক্তিদাস রায়, জ্যোতির ঘোষ।

প্রচারণ উপ-সমিতি

সর্বশ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসু (সভাপতি), নগেন্দ্র দত্ত (আহ্বায়ক). ইন্দ্রনাথ মজুমদার, শিবরঞ্জন ঘোষ, সৌরেন গাঙ্গুলী।

সংযোগ ও সংগঠন উপ-সমিতি

সর্বশ্রী গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস (আহ্বায়ক), শিবরঞ্জন ঘোষ, নির্মল চৌধুরী, ইন্দ্রনাথ মজুমদার, জনাব আসাদ আলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংসদে মনোনীত প্রতিনিধি ও সংসদে প্র'তি জেলার প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগণ।

টেকনিক্যাল উপদেষ্টা উপ-সমিতি

সর্বশ্রী সুবোধ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), সুধীর ব্রহ্ম (আহ্বায়ক), গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, বিমলেন্দু মজুমদার, বিনয় সেনগুপ্ত, অমলকুমার সরকার, ডক্টর আদিত্যকুমার ওহদেদার।

অর্থ ও হিসাব উপ-সমিতি

সর্বশ্রী তিনকড়ি দত্ত (সভাপতি), বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক) অনাথবন্ধু দত্ত, অজিত চক্রবর্তী. পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, নবকুমার চৌধুরী।

সভায় ১৯৫৭ সালের বাজেট উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পৃষ্ঠপোষক পদ গ্রহণে সম্মতি দান করেছেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

বয়স্ক সন্ত-সাক্ষরের বই :

লেখাপড়া শেখানর নূতন পদ্ধতি (গণিত শেখানসহ) ॥ বিজ্ঞান ভিক্ষু ॥ বেঙ্গল ম্যাস এডুকেশন সোসাইটি ; কলিকাতা ৫ ॥ ১২ পৃঃ ॥ দাম দশ আনা।

শরীর ভাল রাখতে হলে ॥ অশোককুমার সেনগুপ্ত ॥ ওরিয়েন্ট লংম্যান্স ॥ কলিকাতা ॥ ৬৩ পৃঃ, সচিত্র ॥ দাম বার আনা।

পুরাণ কথা ॥ বাণী গুপ্ত ॥ ওরিয়েন্ট লংম্যান্স ॥ কলিকাতা ॥ ৬৪ পৃঃ ; সচিত্র ॥ দাম বার আনা।

মোরগ ও মুরগী ॥ শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ॥ ওরিয়েন্ট লংম্যান্স ॥ কলিকাতা ॥ ৪৮ পৃঃ ; সচিত্র ॥ দাম বার আনা।

গ্রামের সমাজ ॥ চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস ॥ ওরিয়েন্ট লংম্যান্স ॥ কলিকাতা ॥ ৬০ পৃঃ ; সচিত্র ॥ দাম বার আনা।

ভারতের শতকরা ৭৫ জন লোক এখনও নিরক্ষর। তাদের অক্ষর জ্ঞান দেওয়াটা বর্তমানে এদেশের বয়ঃ শিক্ষার (Adult Education) একটা প্রারম্ভিক ও প্রধান কাজ। চর্চার অভাবে অর্জিত যে কোনও বিদ্যাই মানুষের পক্ষে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। সদ্য সাক্ষরদের (Neo-Literate) ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি উপযোগী বইপত্তর অক্ষর জ্ঞান আয়ত্ত করার পর না পেলে বিস্মৃতির অতলে তাদের নবলব্ধ অক্ষর জ্ঞান তলিয়ে যেতে বাধ্য। তাই বয়ঃশিক্ষা কেন্দ্রগুলির কর্মীদের সবচেয়ে বড় একটা দুশ্চিন্তা বাংলায় সদ্য-সাক্ষরদের উপযোগী বই পর্যাপ্ত না থাকায়। আশা ও আনন্দের কথা এই যে ইদানিং সরকারী ও কিছু সংখ্যক বেসরকারী প্রকাশন সংস্থা সদ্য-সাক্ষর বয়স্কদের উপযোগী পঠিতব্য বই প্রনয়নে অল্প বিস্তর নজর দিয়েছেন।

প্রথম বইটিতে বয়স্কদের সীমিত সময়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে লিখতে ও পড়তে শেখানর অভিনব ও সুন্দর প্রনালীর পরিচয় পাওয়া যায়। শূন্যের সাহায্যে সংখ্যার প্রকাশ, আগে অঙ্ক পরে অক্ষর, অঙ্ক থেকে অক্ষর গড়া প্রভৃতি অংশগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। এবং ক্রম বিন্যাসে লেখকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও নৈপুণ্য সুপরিস্ফুট। ভাষা সহজ ও সরল, ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

পরের চারখানি বই সদ্য-সাক্ষরদের জন্যে বিশেষভাবে প্রণীত। বইয়ের নামগুলি থেকেই তাদের বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। বইগুলির ভাষা সহজ ও সাবলীল। ছবির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সুবোধ্য হয়ে উঠেছে প্রতিটি বইতেই। বইগুলি সকল গ্রন্থাগারেই সংগ্রহিতব্য।

ক্রিকেট খেলার অ. আ. ক. খ ॥ ডন ব্র্যাডম্যান ॥ অনুবাদক—পরীক্ষিৎ ॥ আর্ট এণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স ॥ ১৪৪ পৃঃ ; সচিত্র ॥

শিক্ষণ ও উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবেই মূলতঃ আমাদের দেশের খেলাধূলার মান বর্তমানে অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে অনেক বেশী পেছিয়ে রয়েছে। প্রাগ্রসর দেশগুলিতে খেলাধূলার ক্লাব কিংবা স্টেডিয়ামে রীতিমত একটা করে গ্রন্থাগার থাকে। সেসব গ্রন্থাগারে ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই অজস্র বই পাওয়া যায় তার কারণ সে সব দেশে খেলাধূলার ওপর বই লেখা হয়, ছাপা হয় এবং পাঠকের সংখ্যাও অগণিত। অথচ আমাদের কোনও গ্রন্থাগারে কেউ একজন বাংলায় খেলাধূলা বিষয়ক বই চাইতে এলে গ্রন্থাগারিককে খুবই মুস্কিলে পড়তে হয়। যা হোক একটা শুভলক্ষণ দেখছি ইদানিং যে আমাদের প্রকাশকরাও ক্রমে এ বিষয়ে যত্নবান হচ্ছেন। খেলাধূলা বিষয়ে বইয়ের একটা পরোক্ষ প্রভাব এই যে গ্রন্থবিমুখ লোকেদের গ্রন্থপাঠের অভ্যাস সৃষ্টি করা যায় ও ভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থপাঠেও লোককে প্রবৃত্ত করে তোলা সম্ভব হয়। আলোচ্য বইটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ডন্ ব্র্যাড্ম্যান লিখিত 'How to play cricket' এর বাংলায় সার্থক ও সুন্দর তরজমা করেছেন পরীক্ষিৎ। প্রায় ১০০ খানা ছবির সাহায্যে ব্যাট ধরা, বল মারা ও দেওয়া ও ফিল্ডিং করবার কৌশলগুলি সহজভাবে বুঝান হয়েছে। বইটির প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। ভবিষ্যতে এ ধরণের আরও বই প্রকাশকের নিকট হতে আশা করি। বইটির বহুল প্রচার হোক। (সিরাজুর রহমান)

সাময়িক পত্রিকা :

Calcutta Citizen ; Vol. 1. Part 1. December, 1956 ; Organ of Calcutta, Citizens' Association.

মহানগরী ক'লকাতা। লোক সংখ্যার অনুপাতে সহরটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। বাড়ছে যাবতীয় সমস্যা—অসুখ-বিসুখ, আবর্জনা, জলকষ্ট, অপর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, খেলাধূলার স্থানের অসংকুলান প্রভৃতি অজস্র অসুবিধা ও অভিযোগ। এবং সর্বোপরি মহীধরের মত বিরাজ করছে কলকাতার বাসিন্দাদের ঔদাসিন্য ও নাগরিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। কলকাতাবাসীদের সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির ব্রত নিয়ে জন্ম নিয়েছে ক্যালকাটা সিটিজেন্স

এসোসিয়েসন। দায়িত্বে, কর্তব্যে ও অধিকারে নাগরিকদের সচেতন করে তোলার জন্তে অন্যান্ত কার্যাবলীর মধ্যে আলোচ্য পত্রিকাটি প্রকাশে এ্যাসোসিয়েসন নিরত হয়েছেন। তাই তাঁদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে, মুখপত্রটির দীর্ঘ আয়ুষ্কাল কামনা করি এবং বাংলা ভাষাতেও অনুরূপ প্রকাশনে সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানাই। আলোচ্য সংখ্যাটি কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। প্রচ্ছদ ও মুদ্রনে পত্রিকাটি মনোরম হয়েছে।

গ্রন্থ-জগৎ । দ্বিতীয় বর্ষ । প্রথম সংখ্যা ॥ ডিসেম্বর ; ১৯৫৬।

বঙ্গীয় প্রকাশক সভার ত্রৈমাসিক বাংলা মুখপত্র গ্রন্থজগৎ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করায় আমরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি যে, গ্রন্থ ব্যবসায়ের সঙ্গে এদেশের বিরাট এক জনসংখ্যার জীবিকা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। লেখক, শিল্পি ও প্রকাশকদের কথা বাদ দিলেও কাগজ, মুদ্রন, বাঁধাই প্রভৃতি বহুবিধ আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ গ্রন্থ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে হামেশাই শুনতে পাই যে বইয়ের ব্যবসায় বর্তমানে লাভের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী। স্বভাবতই লাভ না হলে বইয়ের ব্যবসায়ে মূলধন লগ্নীকরণে কেউ প্রবৃত্ত হবেন না। তাতে অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে চিন্তা করলে প্রশ্নটা খুবই আশঙ্কা ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষী জনসংখ্যা যদিও একটি প্রকাণ্ড অঙ্ক, তবুও পুস্তক ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি না হওয়ার একমাত্র কারণ জনসাধারণের শিক্ষার অনুন্নত মান। শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সর্বজনকে গ্রন্থমুখী করে তোলার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হ'ল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থ-ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধন করে। তাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে পুস্তক প্রকাশকদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও সক্রিয় যোগাযোগ থাকা দরকার। এ বিষয়ে বঙ্গীয় প্রকাশক সভা ও তাঁদের মুখপত্র গ্রন্থজগৎ আশা করি সচেষ্ট হবেন। পূর্বের সংখ্যাগুলির ন্যায় আলোচ্য সংখ্যাটিও সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও তথ্যবহুল বিষয়াদিতে পূর্ণ।

সম্পাদকীয়

গত ২০শে ডিসেম্বর থেকে সুরু করে এক সপ্তাহ কালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রন্থাগারে "গ্রন্থাগার-দিবস" উদ্‌যাপিত হয়েছে। পরিষদ কার্যালয়ে এযাবত যেসকল আমন্ত্রণ-লিপি, অনুষ্ঠানের বিবরণী এবং জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর প্রতিলিপি এসে পৌঁছেছে তাতে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

অন্যান্য বৎসরের মতো এবৎসরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ "গ্রন্থাগার দিবস" পালনের আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। পরিষদের এই আহ্বানের সোৎসাহ সাড়া মিলেছে দূর পল্লী-অঞ্চল থেকেও। পরিষদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা যে ধীরে ধীরে ব্যাপকতর জনসমর্থন লাভ করছে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে পরিষদেরই প্রতিষ্ঠা-দিবসটিকে "গ্রন্থাগার দিবস"-এর স্মরণীয় মর্যাদা দানের ব্যাপকতায়।

ব্যাপকতার মধ্যেই শুধু নয়, "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে আয়োজিত সভা-সমিতির মূল আলোচনার ধারাটির মধ্যে যে একটা সুসংহতির পরিচয় পাওয়া গেছে—তার জন্যেও এবারের "গ্রন্থাগার-দিবস" অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা-কাল শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল সুরু হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের যতটুকু অগ্রগতিই ঘটুকনা কেন, গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা-স্থাপন বিষয়ে অগ্রগমন যে আশানুরূপ হয়নি—একথা বহু কর্মী-বৈঠকে এবং জনসভায় দুঃখের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যে গ্রন্থাগারকর্মী তথা সমাজসেবাকর্মীদল নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পূর্ণনিষ্ঠা সহকারে দীর্ঘদিন ধরে জনসেবার ব্রত পালনের চেষ্টা করে এসেছেন—তাঁদের এই মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর যথাযথ সুযোগের অভাব এই শ্লথ-গতির অন্যতম কারণ বলে বর্ণিত হয়েছে।

সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে জন-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে:—

"............In the past voluntary agencies depended entirely on donations from private persons. In the larger interest of the community these voluntary agencies have to be encouraged and assisted in extending the scope of their activities ...."

পরিকল্পনা কমিশনের মতে—সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে (local authorities), এবং "...... to bring about a measure of coordination between the efforts of public authorities and of voluntary organisations"—পরিকল্পনার সাফল্যের জন্ত একান্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনসেবা সমাজকল্যাণমূলক কাজের অন্যতম। এই কারণে "গ্রন্থাগার দিবসের" সভা-সমিতিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে "সরকার প্রবর্তিত সর্বস্তরের গ্রন্থাগার-সংস্থায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত গ্রন্থাগার কর্মীগণের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের"—যে দাবী উত্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নীতির সমর্থন রয়েছে।

এ-সম্পর্কে পরিষদের ধারণাও অনুরূপ। যে-গাছ মাটির বুক থেকে প্রাণ-রসের জোগান পায় না, মাটিকে নিবিড়ভাবে আশ্রয় করে দাঁড়াতে পারে না সুস্থ-সবল ভাবে,—সে-গাছ দুর্বল, ক্ষীণায়ু হতে বাধ্য; ওপর থেকে ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে তাকে বাঁচানো যাবে না; ফুলে-ফলে-পাতায় বিকশিত হয়ে ওঠার আশা তার সুদূরপরাহত!

আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯শে—২১শে এপ্রিল (১৯৫৭) অনুষ্ঠিত হইবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শীঘ্রই উক্ত অধিবেশনের স্থান-নির্বাচন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

এই স্থান-নির্বাচন বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানান যাইতেছে যে তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে এই সম্পর্কে পরিষদ-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

সম্পাদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিনামূল্যে গ্রন্থ বিতরণ

পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধ-জয়ন্তী কমিটি রাজ্যের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের 'বৌদ্ধ নীতি সুধা' গ্রন্থটি এবং সকল গ্রন্থাগারকে বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ক আরও দুটি গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করছেন। শ্রীশুভেন্দু বসু, দপ্তর-সম্পাদক, বুদ্ধ জয়ন্তী কার্যালয়, রাজভবন, কলিকাতা এ আবেদন পত্র পাঠাতে হবে।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।